বৃদ্ধের বচন।

প্রথম খণ্ড।

"শ্রীবৃদ্ধ" রচিত।

হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

হিতবাদী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৫ সাল।

মূল্য এক টাকা



Bee Press, Cal.

উৎসর্গ।

স্বত্বাধিকারী

ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু।

, শ্রীবৃদ্ধ "হিতবাদীর" এবং "বচন গুলি"

বচনগুলি, পুস্তকাকারে সঙ্কলিত করিয়া

লাম। বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, এই পুস্তক

রিলে আমি আপ্যায়িত হইব। ইতি

তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবৃদ্ধ—

ভূমিকা।

১৩১৪ সালের ২০শে পৌষ তারিখে দৈনিক হিতবাদীতে "বৃদ্ধের বচন" প্রথম প্রকাশিত হয়। তদবধি মধ্যে মধ্যে দৈনিক ও পরে সাপ্তাহিক হিতবাদীতে উহা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

হিতবাদীর পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এই "বৃদ্ধের বচনকে" প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। মধ্যে কয়েক মাসের জন্য "বৃদ্ধের বচন" প্রকাশ বন্ধ ছিল, সে সময় অনেকেই উহা যাহাতে পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য হিতবাদীর সম্পাদক বা কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে বারংবার অনুরোধ করেন। ইহা "বচন"-লেখকের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

অনেক দিন হইতেই, "বৃদ্ধের বচন"গুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে শত শত পাঠক ও গ্রাহক বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সময় না হইলে কিছুই হয় না। এত দিনে বোধ হয় সময় হইয়াছে, তাই কতকগুলি বচন প্রথম খণ্ড (পুস্তকাকারে) প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সমর্থ হইলাম।

কোন কোন সাহিত্যসেবী বন্ধু, আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, হিতবাদীতে যতগুলি "বচন" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই সংগ্রহ না করিয়া বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী "বচন" লইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হউক। কিন্তু কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ, তাহা বাছাই করিবার সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। একজন যেটীকে ভাল বলেন, অন্যে সেটীকে ভাল মনে করেন না। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি, সুতরাং এ মতভেদের নিরাকরণ হওয়া সুকঠিন; তাই অনেকের পরামর্শে সকল "বচন"ই সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। অবশ্য ইহার সকল গুলিই যে সকলের ভাল লাগিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

এই পুস্তক প্রকাশে আমার প্রিয় মিত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে, এই কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে আমি এই পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইতাম না। এজন্য আমি তাঁহার নিকটে চিরঋণী রহিলাম। আর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয় ও হিতবাদীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক সোদরোপম শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করিয়া যৎপরোনাস্তি সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এজন্য আমিও তাঁহাদিগের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বৈশাখ ১৩২৫।

বৃদ্ধের বচন।

(১)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের কুশল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। সুরাটে কংগ্রেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া * শেষ করিয়া প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশন এত দিন যত্র তত্র, হট্টমন্দিরে হইতেছিল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, উহার মরণ গোমতীতীরে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বিধির বিধানে মরণটা গোমতীতীরে না হইয়া অবশেষে তাপ্তীতীরে হইল। এখন সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, এই মরণেই কি কংগ্রেসের শেষ হইবে? আমার মনে হয়, এই খানেই শেষ নহে। মৃত্যু শেষ

* ১৩১৪ সালে বড়দিনের অবকাশে, ডাক্তার (এখন সার) রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুরাট নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী, উভয় দলই আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাপতি মহাশয় যখন স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়, কোন সামান্য সূত্র অবলম্বনে উভয় দলে কলহ, এমন কি পরে ভয়ানক গোলযোগ ও মারামারি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ফলে সভাভঙ্গ হইয়া যায় সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।

নহে, একটা পরিবর্ত্তন মাত্র ; এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এখন "অপরং কিং ভবিষ্যতি" তাহাই দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেসে নাকি দুইটা দল হইয়াছে ; একটা দলের ইংরাজি নাম "মডারেট", অন্যদলের নাম "একষ্ট্রীমিষ্ট।" এই দলদুইটাকে কেহ বলেন "নরম দল" এবং "গরম দল" ; আবার কেহ বা বলেন "মধ্যপন্থী" এবং "চরমপন্থী"। আমি বলি একদল "ধীরপন্থী", অন্যদল "উগ্রপন্থী"। লোকে ঐ ইংরাজি শব্দ দুইটার অনুবাদে ভুল করায় সকলে মনে করে যে, একদলের সহিত বুঝি অপর দলের চির-বিরোধ বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ তাহা নহে—উভয় দলে এক পথেই চলিয়াছে, তবে কেহ বা একটু ধীর ভাবে, আর কেহবা একটু উগ্র ও ব্যগ্রভাবে। অনেকে বলে যে, উভয়দল এক লক্ষ্য অভিমুখে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু আমার বোধ হয়, উভয় দলই একই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া—একই পথে অগ্রসর হইতেছে, তবে গতির একটু তারতম্য আছে। কাহারও গতি ধীর, কাহারও গতি দ্রুত। মেদিনীপুরে ও সুরাটে উভয়দলকে এক পথেই অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে।

*

লজ্জিত হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। বিলাত হইতে দুই তিন জন সাহেব এবারে ভারত-ভ্রমণে আসিয়া কংগ্রেস দেখিবার জন্য সুরাটে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে কংগ্রেসে মারামারি লাঠালাঠি দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে। কংগ্রেসের

অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। আমি বলি, যদি কংগ্রেসে এবার দক্ষ-যজ্ঞ না হইত, তাহা হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান হইত না, আমরা তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। যখন এদেশে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন "বলং বলং বাহু-বলং" কথাটাও প্রচলিত ছিল। এখন সংস্কৃত ভাষা বিলুপ্ত হইয়াছে, বাহুবলও সেই পথে; কিন্তু ইংরাজিতে এখনও might is right কথাটার বিশেষ প্রচলন আছে। আমরা যাহাকে বলি মনুষ্যত্ব, ইংরাজ তাহাকে বলে manliness. এই manliness শব্দটায় একটু বাহুবলের গন্ধ পাওয়া যায় না কি?

মিঃ নেভিন্সন ও ডাক্তার রাদারফোর্ড এবার আমাদের manliness-এর একটু দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাইতেছেন, ইহা কি আমাদের গৌরবের কথা নহে? ভারতবাসী যে স্বরাজ্যলাভের যোগ্য, এ কথাটা তাঁহারা আর অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবেই দেখ, তোমরা যাহাকে লজ্জাকর বলিয়া মনে করিতেছ, কার্য্যতঃ তাহাই আমাদের গৌরবকর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বিচ্ছেদ না হইলে মিলন মধুর হয় না, বিবাদ না হইলে একতা সুদৃঢ় হয় না। ইংরাজের সহিত ফরাসীর বহুকাল হইতে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল, এখন কিন্তু উভয় জাতির প্রণয় একেবারে গলায় গলায় হইয়াছে। যে বোথা ইংরাজের অস্থি চূর্ণ করিয়া

দিয়াছিলেন, সেই বোথার অভ্যর্থনার জন্য লণ্ডনে কিরূপ সমারোহ হইয়াছিল জান ত? স্বয়ং সপ্তম এডোয়ার্ড বোথাকে আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিচ্ছেদের পর যে মিলটা হইবে, তাহা যে মধুরতর হইবে, তাহাতে আমার কণামাত্র সন্দেহ নাই। এখন হইতে তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। কংগ্রেসের জন্য ভাবিও না, কংগ্রেস আবার হইবে— সুরাটে হইল না, মিরাটে হইবে। বরিশালে কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়াছিল, বহরমপুরে হইল।

কংগ্রেস হইবে ইহা স্থির, তবে evolution-এর হিসাবে অর্থাৎ ক্রমোন্নতির মতে কায়ার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং পরিবর্ত্তনের ফলে উন্নতিই হইবে এ কথা ধ্রুব সত্য। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলিয়াছেন যে, বানর হইতে নর হইয়াছে; আমাদের ঋষিরা বলিয়াছেন যে মানব সাধনার ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কংগ্রেস এত দিন ধরিয়া যে সাধনা করিয়াছে, সে সাধনা ব্যর্থ হইবে না। সুরেন্দ্র, তিলক, দাদাভাই, লজপৎ, অশ্বিনীকুমার, উমেশচন্দ্র, অম্বিকাচরণ, ইঁহাদের জীবনব্যাপী তপস্যা বিফল হইবে না। সুরাটে এই যে সুরাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থনটা করিল, ইহার ফলে যে অমৃত লাভ হইবে, তাহা ত দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। যদি বল দুই দলের মধ্যে সুরই বা কাহারা, আর অসুরই বা কাহারা? তাহা হইলে আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। তবে এইটুকু বলিতে পারি, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা

কর, দেখিবে, এই মন্থনজাত হলাহলে অসুরের দল দগ্ধ হইবে, আর সুরের দল অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। ডারউইন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন "Survival of the fittest" যোগ্যতরই এ জগতে জয়লাভ করিবে। ইতি—

(২০শে পৌষ রবিবার ১৩১৪)

---

(২)

সম্পাদক ভায়া,

এবার নূতন দল গুণ্ডামি করাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল না, ২৩ বৎসরের কংগ্রেস নষ্ট হইল দেখিয়া এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-গুলা নরমদলের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গরমদলকে গালি দিতেছে, আর মনে করিতেছে যে, ভারতবাসীরা কি নির্ব্বোধ, তাহারা আমাদের এই খলতা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভারতবাসী নির্ব্বোধ নহে, তাহারা ভদ্র। কাহারও কোন দোষ দেখিলে মুখের উপর কড়া কথা বলিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া বাহাদুরী করাকে ভারতবাসী অভদ্রতা বলিয়া মনে করে।

তবে এখন পাশ্চাত্য গুরুর নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত হইয়া ভারতবাসী অপরের দোষ দেখিলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখিয়াছে। তথাপি এখনও পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় একেবারে

চক্ষুলজ্জা শূন্য হইতে পারে নাই। সে দিন বিলাত হইতে একজন ভদ্রলোক এদেশে আসিয়া স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের চক্ষুলজ্জা বড়ই অধিক। বণিকজাতির সহিত বসবাস করিতে হইলে চক্ষুলজ্জা একটু কমাইতে হইবে। এই কংগ্রেসের ব্যাপার লইয়া এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলাকে বুঝাইতে হইবে যে, তোমরা আমাদের এই জাতীয় মহাসমিতির শোচনীয় পরিণামে দুঃখ প্রকাশই কর, আর আনন্দ প্রকাশই কর, আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না। তোমরা মাঝে হতে কেন বাপু অনধিকার চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হও ?

*

এবার মহাসমিতি পণ্ড হওয়াতে আমি নরমদলের জন্য দুঃখিত হই নাই, গরমদলের জন্যও দুঃখিত হই নাই। আর ইংলণ্ড হইতে সমাগত ডাঃ রাদারফোর্ড বা মিঃ নেভিন্সেনের জন্যও দুঃখিত হই নাই। আমি দুঃখিত হইয়াছি ট্রান্সভালপ্রবাসী ভারত সন্তানদিগের জন্য। অজ্ঞান বালক পথে খেলা করিতে গিয়া যদি ভয় পায়, তাহা হইলে ছুটিয়া আসিয়া মাতার অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করে। অবোধ শিশু মনে করে যে, একবার জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই সকল ভয় দূর হইবে। তাই ট্রান্সভালপ্রবাসী ভারতসন্তানগণ স্থানীয় রাজপুরুষগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তি এবং প্রতিকার লাভের আশায় এবারকার মাতৃপূজায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, জাতীয় মহাসমিতি যদি তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন,

তাঁহাদিগের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে।

---*---

সেইজন্য অপার আরবসাগর পার হইয়া, শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া, কয়েকজন ট্রান্সভালপ্রবাসী ভারত-সন্তান আপনাদের দুঃখের কথা মাতৃচরণে নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে সুরাটে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়া যাহা দর্শন করিলেন, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। তাঁহারা জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন, জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, বীরভদ্রের দল দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতেছে। তাঁহারা বড় জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া সুরাটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া যে বীভৎস ব্যাপার, পৈশাচিক কাণ্ড, ভূতপ্রেতের তাণ্ডব দেখিলেন, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আহা! বেচারাদের জন্য আমার বড়ই কষ্ট হয়।

---*---

নূতন দল ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বাধীন স্বরাজ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। নাবালক জমিদার সাবালক হইয়া কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসের নিকট হইতে আপনার জমিদারীর হিসাব বুঝিয়া লইবেন, স্বয়ং জমিদারীর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, ইহাতে আনন্দিত না হইবার ত কোন কারণ নাই। কিন্তু একটা কথা আমাকে তোমরা বুঝাইয়া দিতে পার যে ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বরাজ্য ব্যাপারটা কি? নরওয়ে যেরূপ

সুইডেনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তোমরা কি তাহাকেই স্বাধীন অর্থাৎ ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বরাজ্য বল ? যদি তোমাদের তাহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অতবড় সুদীর্ঘ নামটা বলিবার প্রয়োজন কি ? স্পষ্ট করিয়া সহজ কথায় বলিলেই ত হয়, যে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বড় সাধ করিয়া আমরা স্বেচ্ছায় যে শিকল গলায় পরিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া ফেলিব, ইংরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া আমরা স্বাধীন হইব। এই ক্ষুদ্র সহজ, "স্বাধীনতা" শব্দটীর পরিবর্ত্তে অতবড় দীর্ঘ, "ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বরাজ" এত বড় কথাটা বলিবার প্রয়োজন কি ? ফলতঃ তোমরা যাহা চাও, তাহা সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে পার না ; অথচ অপরে তাহা বলে না বলিয়া তাহাদিগকে ভণ্ড, ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি মধুর বিশেষণে অভিহিত করিয়া আপ্যায়িত কর।

*

যদি তোমরা সত্যসত্যই ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বরাজ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রথমে কি করিতে হইবে জান ? প্রথমে ইংরাজি ভাষাটার সংস্রব ছাড়িয়া দাও, তোমাদের আয়ত্তে যে কয়খানা ইংরাজি ভাষার সংবাদপত্র আছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া খাঁটি বাঙ্গালা কি হিন্দি, অথবা মারাঠি ভাষার সংবাদপত্র পাঠ কর। তোমরা হয় ত বলিবে যে সংবাদপত্রটা ইংরাজি ভাষায় না চালাইলে চলিবে কেন ? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে তোমাদের বক্তব্য তোমাদের মনের ভাব বুঝিবে কিরূপে ? আমি বলি কি, এখন আমাদের এই বঙ্গদেশ হইতেই

কার্য্য আরম্ভ করা হউক না কেন? তোমার মনের কথা প্রথমে রামধন পোদ, হলধর বাগ্দী এবং স্বরূপ মণ্ডলকে বুঝাও, পরে পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী বা মারাঠীকে বুঝাইও।

---*---

তোমরা যে কি চাও, আর কি বল, তাহা ত দেশের সাড়ে পনের আনা লোকে বুঝিতে পারে না। অগ্রে তাহাদের প্রত্যেককে বুঝাইবার ব্যবস্থা কর দেখি, তাহার পর অন্য প্রদেশের লোককে বুঝাইবার ব্যবস্থা হইবে। তোমাদের ঐ ইংরাজি সংবাদপত্র কয়-খানা বন্ধ করিতে পারিবে কি? যদি তাহা না পার, তবে আর স্বাধীন স্বরাজের কথা মুখে আনিও না। আর যদি ঐ কাগজ কয়খানা বন্ধ করিতে পার, তাহার পর তোমাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করিও।

---*---

স্বীকার করিয়া লইলাম যে, স্বাধীন স্বরাজ্য লাভের জন্য তোমাদের এতই আগ্রহ হইয়াছে যে, তোমরা ঐ ফিরিঙ্গী ভাষার লিখিত কাগজখানা বন্ধ করিয়া দিলে। তাহার পর কি করিতে হইবে জান? যাহারা পরস্পরের মধ্যে পত্র লিখিবার সময় মাতৃ-ভাষা ভুলিয়া "My Dear" লেখে, তাহাদিগকে দল হইতে দূর করিয়া দাও; যাহারা কথায় বার্ত্তায়, লেখায় চিন্তায়, বক্তৃতায় আলোচনায় ইংরাজি ভাষা অথবা ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ কর। যাহারা উদরান্নের জন্য ইংরাজের হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করে, তাহাদিগের সংস্রব হইতে

দূরে থাক। যাহারা শমন পাইলে ইংরাজের আদালতে উপস্থিত হয়, যাহারা ইংরাজ বিচারকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ইংরাজের জটিল আইনের কূট তর্ক তুলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, সেই সকল ভণ্ড কাপুরুষকে গলহস্ত দিয়া দূর করিয়া দাও। যাহারা অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে ইংরাজের বিচারালয়ে ন্যায়-বিচার প্রার্থনা করে, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ কর। ইংরাজের নামগন্ধে যাহারা থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর। যদি এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পার, যদি আপনার মন, পরিবার, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ সমস্ত ইংরাজের অপবিত্র সংস্রব হইতে মুক্ত করিতে পার, তবে "স্বাধীনতা" "স্বরাজের" নাম উচ্চারণ করিও। নতুবা অন্যকে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে শুনিলে বা ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিলে ক্রোধে আত্মহারা হইও না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে "Charity begins at home" এই ইংরাজী কথাটা স্মরণ করিয়া ইংরাজের সংস্রবশূন্য স্বরাজ লাভের কথা বলিও। প্রথমে স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক হও, পরে অপরের কলঙ্কের উল্লেখ করিও।

Prevention is better than cure রোগ হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা করা ভাল। সুরাটে যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গেল, এখন পাবনায় কি করিবে, তাহার ভাবনা এই সময় হইতে ভাবিয়া রাখিও। তোমাদের ধরাধরি মারামারি যাহা আছে, তাহার উপরে আবার

গুর্খার গুঁতার কথাটা, বরিশালের ব্যাপারটা ভাবিও! কাহাকে পাবনার প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি করিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিও। নতুবা যেন সেখানে উপস্থিত হইয়া একবার রামকে, একবার শ্যামকে, আবার তার পর হরিকে বা যদুকে বর-মাল্য দিবার জন্য গোলযোগ করিও না। পরের গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া পরের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবশেষে আতিথ্য ধর্ম্মের অবমাননা করিও না। ইংরাজ কবি মিল্টনের সয়তান বলিয়াছিল "ঈশ্বর সুখে পরিপূর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিতে স্থির করিয়াছেন, আমি সেই পৃথিবীকে অসুখের আগার করিব, তিনি যাহা পুণ্যময় সুখময় করিয়া সৃষ্টি করিবেন, আমি তাহাই পাপময় দুঃখময় করিয়া তুলিব।" তোমরা সেই সয়তান প্রকৃতির একবার পরিচয় দিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যতে আর সয়তানি করিও না, ইহাই বৃদ্ধের অনুরোধ।

একজন কাজী মোকদ্দমার সময় উভয় পক্ষকেই ডিক্রি দিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এবার সুরাটের ব্যাপারে নরম দল ও গরম দল উভয় দলেরই জয় হইয়াছে। নরম দল বলিতেছে যে "ভণ্ড স্বদেশ হিতৈষীদিগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, স্বার্থপর স্বদেশ হিতৈ-ষীরা স্বদেশের কল্যাণ অপেক্ষা আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠাকে কত গুরুতর বলিয়া মনে করে, তাহা এবার সকলে জানিতে পারিয়াছে।" আর গরম দল বলিতেছে যে "মহাসমিতিতে গরম দল এবার নরম দলের যথেচ্ছাচারের মূলোৎপাটন করিয়াছে। আমরা যে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি। নরম দলের কংগ্রেস পণ্ড করিয়াছি।” সুরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—কংগ্রেস আবার হইবে, কংগ্রেসের মৃত্যু নাই, অমর কংগ্রেস আবার দেখা দিবে। কিন্তু এবার যে কংগ্রেস হইবে, তাহা নরম দলের কংগ্রেস হইবে কি গরম দলের কংগ্রেস হইবে তাহাই দ্রষ্টব্য। আপাততঃ উভয় পক্ষই জয়লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছে। ইতি

(২৫শে পৌষ শুক্রবার ১৩১৪।)

(৩)

সম্পাদক ভায়া,

ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ দুর্গাচরণ সান্ন্যাল দুই বৎসরের জন্য জেলে গমন করিলেন *। সকলেই বলিতেছেন দণ্ড ঠিক হয় নাই।

* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্ন্যাল নামক একজন বৃদ্ধ উকিল, কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাত্রিকালের ট্রেণে স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে দুর্গাচরণ বাবু, তাঁহার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে অবতরণ করেন। কিন্তু পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিবার চেষ্টা করেন। তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল, আবার অনেকক্ষণ পরে গাড়ী জানিয়া দুর্গাচরণ বাবু সেই গতিশীল গাড়ীরই একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়েন। সেই কামরায় দুইজন ইংরাজ যাত্রী নিদ্রা যাইতেছিলেন, সান্ন্যাল মহাশয় গাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। দুর্গাচরণ বাবুকে ডাকাত মনে করিয়া সেই দুইজন ইংরাজ বৃদ্ধ উকীলকে আক্রমণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে থাকেন। দুর্গাচরণ বাবু আপনার কাহিনী বলিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিলেও তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন বৃদ্ধ দুর্গাচরণও আত্মরক্ষার জন্য সেই দুইজন ইংরাজকে প্রহার করেন। অবশেষে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ইংরাজ যাত্রীরা দুর্গাচরণ বাবুকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন।

ঠিক হয় নাই কেন? যদি বল ব্রাহ্মণ সন্তান, কুলীন, বয়স ষাট বৎসর, আজ বাদে কাল শমনের ডাক পড়িবে—তাঁহার কারাদণ্ডের কথা শুনিলে কাহার না দুঃখ হয়? ইহার উত্তরে আমি পিনাল কোডকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নমস্কার করিয়া বলিতেছি যে, এ রাজ্যের আরম্ভে ব্রাহ্মণ কুলতিলক নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল, দুর্গাচরণ ত দিনাজপুরের উকিল।

আমিও বৃদ্ধ, দুর্গাচরণও বৃদ্ধ। বৃদ্ধের কথা বৃদ্ধই বুঝিতে পারে; তোমরা এখন আমাদের কথা বুঝিবে না। তবুও বলি, দুর্গাচরণের দুই বৎসরের জন্য কারাগারবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে আমি ত কোন দুঃখের কারণ দেখিতেছি না। কারাগারের বাহিরেই বা আমরা কি সুখে আছি? ৭ টাকা মণ চাউল, বার আনা সের তৈল, টাকায় চারিসের দুগ্ধ, বার আনা ভরি আফিম, সুতরাং সংসার অনেকেরই অচল। তাহার উপর আবার আজ এ টেক্স, কাল ও চাঁদা, পরশ্ব আর এক ফ্যাশাদ। প্রতিদিন ঘটীবাটি ক্রোক। শেষে আছেন প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত। বল ত ভায়া, বাহিরে সুখ কোথায়? আমাদের বাহিরেও যে ঘাস জল, কারাগারেও সেই ঘাস জল।

দুর্গাচরণের কারাদণ্ড ঠিকই হইয়াছে। হিন্দুর ছেলে ব্রাহ্মণ সন্তান, কোথায় পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ, না দিনাজপুরের আদালতে এই ষাট বৎসরের বুড়া উদরান্নের জন্য "ইওর অনার" "ধর্ম্মাবতার"

করিয়া বেড়াইত। ধর্ম্মরাজের কি ইহা সহ্য হয়? তাই বৃদ্ধ দুর্গাচরণকে একেবারে "বন' ব্রজেৎ" করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজের কারাগার আর সেকালের বন কতকটা একই প্রকার, সেখানে হিংস্র জন্তুর অভাব নাই; আর সেখানে লতা ও পাতা ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হয়। বাঁচিয়া থাক বাবা রায়বংশ-প্রদীপ, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তানের ধর্ম্মপথের সহায় হইয়াছ।

বগুড়ার জজ বাবু (শ্রীবিষ্ণু জজ সাহেব) এই মামলায় যে প্রকার সুবিচার করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশের লোকের কেমন ভাব হইয়াছে যে, তাহারা লোকের দোষেরই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তোমাদের কি বাপু, তোমরাত দশ কথা শুনাইয়া দিয়া খালাস। কিন্তু রায়-নন্দনের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। বেচারা জজ সাহেব বড় চাকুরে। এই মোকদ্দমার ফরিয়াদী সাহেব; সাহেবের শরীরে আঘাত লাগিয়াছে, রক্তপাত হইয়াছে। আর আসামী একজন বাঙ্গালী —একে বাঙ্গালী তায় উকিল, খাঁটি "বন্দে মাতরম্"। এ অবস্থায় দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া কি রায় মহাশয় চাকুরীটা খোয়াইবেন? সর্ব্বাগ্রে আপনাকে রক্ষা করিতে হয়; রায় সাহেব আপনার রুটি বাঁচাইয়াছেন। তোমরাও তাহাই করিতে। পরকালের সহিত বোঝাপড়ার এখনও অনেক বিলম্ব, আপাততঃ ইহকাল ত বাঁচাইতে হইবে।

তোমরা জজ সাহেবের রায়টা আগাগোড়া পড়িয়াছ কি ? আমি পড়িয়াছি। এমন সুন্দর যুক্তি তর্ক অনেক দিন শুনি নাই। দুর্গাচরণ যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ সে বাঙ্গালী। দুর্গাচরণ যে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, একথা জজ সাহেব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, দুর্গাচরণের যে আক্রমণ করিবার কোনই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, তাহাও রায়ের মধ্যে বলা হইয়াছে, দুর্গাচরণ কি জন্য কুক্‌রী (ভোজালী) লইয়া সাহেবের গাড়ীতে প্রবেশ করিবে, তাহাও জজ সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, তিনি এ সকল রহস্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিয়াছেন কেবল একটি কথা ; তাহা এই যে, দুর্গাচরণকে শাস্তি দিতেই হইবে। ইহার উপর যুক্তিও নাই, তর্কও নাই। তবুও যে রায় সাহেব কেন এত বড় একটা রায় লিখিয়া সরকারের কাগজ কালি ও নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিলেন, তাহাই আমি বুঝিতে পারিলাম না।

রায়ের মধ্যে একটি চমৎকার হেঁয়ালি আছে। যে কুক্‌রী দ্বারা দুর্গাচরণ সাহেবদিগকে আঘাত করিয়াছিল, সে খানি কাহার ও কেমন করিয়া ঐ স্থানে আসিল ? সাহেবেরা বাইবেল স্পর্শ করিয়া বলিয়াছেন, কুক্‌রী খানি তাঁহাদের নহে ; এদিকে দুর্গাচরণের যে ব্যাগটি ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কুক্‌রীখানি তাহার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এ অবস্থায় কুক্‌রীখানি যে দুর্গাচরণের, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্গাচরণ যে কেন এত রাত্রে কুক্‌রীখানি লইয়া সাহেবদের গাড়ীতে প্রবেশ করিবে, জজ সাহেব তাহার কারণ খুঁজিয়া পান

নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কারণ বলিতে পারিতাম ; দুর্গাচরণ পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি ; সাহেবেরা যখন দুর্গাচরণকে চোর মনে করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, দুর্গাচরণ তখন পিশাচদিগকে স্মরণ করিলেন, আর তাঁহার ব্যাগ হইতে মায় খাপ্ কুকৃরী আসিয়া তাঁহার হস্তে অধিষ্ঠিত হইল। আহা, এমন সুবুদ্ধি থাকিতে জজ সাহেব অকারণ বিব্রত হইয়াছিলেন!

—————*—————

আমার সহিত দুর্গাচরণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে জেরা করিয়াছিলাম। সে কোন সমিতির মেম্বার কি না, সে কোন ন্যাশানাল ভলন্টিয়ারদলের সর্দ্দার কি না, এবংবিধ অনেক প্রশ্ন তাহাকে করিয়াছিলাম ; কিন্তু লোকটা কিছুই বলিল না। আমার মনে হয়, তাহার ঘরবাড়ী খানাতল্লাসী করা কর্ত্তব্য। তাহার গৃহে হয়ত রাজদ্রোহের অনেক সাজসরঞ্জাম থাকিতে পারে। দুই চারিজন ডিটেক্‌টিভ লাগাইলে অনেক রহস্য বাহির হইতে পারে। এখনও সে চেষ্টার সময় আছে। হাইকোর্টে দরবার হইবার পূর্ব্বে এ সকল আয়োজন করা সরকারের বিশেষ কর্ত্তব্য। আমি এ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি। ইতি—

(১ লা মাঘ বুধবার ১৩১৪)

—————*—————

(৪)

সম্পাদক ভায়া,

আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিতে হয়। তোমাদের এক আপদ যাহা হয় একরকমে কাটিয়া

গিয়াছে, আর এক আপদ সম্মুখে, তাই বৃদ্ধ আবার দুই একটি কথা বলিতে আসিয়াছে। একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবে কি ?

———*———

সুরাটের কংগ্রেস উপলক্ষে তোমরা সকলে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিয়া আসিলে, তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। তাহার পর ঘরে ফিরিয়াও তাহার জের চালাইতেছ। তোমরা বল, ওরা অপরাধী, তোমরা নিরপরাধ, আর ওরা বলে, যত দোষ তোমাদের, ওরা অতি ভাল মানুস। তুমি বল দক্ষিণী পাদুকা ওরাই তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ওরা বলে, তোমরাই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করিয়াছিলে। বে-ওয়ারিস পাদুকা নাকি কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আরও কোথাও যাইবে নাকি ?

———*———

কংগ্রেস মিটিয়া গেল, কিন্তু বাঙ্গালীর গোল মিটিল না। এখনও দিন নাই রাত্রি নাই, তোমাদের ঐ ঢেঁকির কচকচি শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। আর কেন ভায়া, ও গোলমাল এখন কয়েক দিনের জন্য বন্ধ রাখ না। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। রামের দোষেই কংগ্রেসের কাজ পণ্ড হউক আর শ্যামের খামখেয়ালিতেই কংগ্রেস ভঙ্গ হউক, কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে ত ? ১৯০৭ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বরকে আর ত ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না, দক্ষিণী-জুতা ত আর ফিরিয়া গিয়া অধিকারীর

চরণের শোভাবর্দ্ধন করিবে না, তিলকের তিলক ত আর মুছিয়া যাইবে না, সুরেন্দ্রনাথের অবমাননা ত আর ঘুচিবে না। তবে আর গত কথা লইয়া অত কথা-কাটাকাটি কেন? ও কথা ছাড়িয়া দাও। তোমরা বাঁচিয়া থাকিলে নূতন কথার অভাব হইবে না। ঐ শোন, পাবনায় ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে।

———*———

এবার পাবনাতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবার কথা। সুরাটের কাণ্ডের পরই, বুঝিয়াছিলাম যে, পাবনায় এবার ভাবনা, সত্যসত্যই আমরা একটু ভাবনায় পড়িয়াছি। তোমরা সংবাদ-পত্রের খাতিরে পাবনার অনেক সংবাদ পাও, আমিও বৃদ্ধত্বের খাতিরে অনেক কথা জানিতে পাই। পাবনায় নরমও যেমন আছে, গরমও তেমনই আছে। ঐ যে তোমার মহাগরম শ্যামসুন্দর বাবু, উঁহারও বাড়ি ঐ পাবনা জেলায়, আবার ঐ যে তোমাদের আশু-বাবু (মিঃ এ, চৌধুরী) উনিও পাবনা জেলার নরমপন্থী। পাবনা জেলার মধ্যে নরমদলের যেমন প্রাধান্য, গরমদলেরও তেমনই প্রাধান্য। সুতরাং একটা যে কথা উঠিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

———*———

আমি দূরদেশে থাকিয়া যাহা বুঝিয়াছি, পাবনার মহাত্মারা যে তাহা কেন বুঝিলেন না, তাহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমেই ত সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া গোল উঠিয়াছে। বরিশালের অশ্বিনী বাবুকে সভাপতি করিবার জন্য অনেকে প্রয়াসী,

শেষে শুনিলাম যে, অভ্যর্থনা সমিতির অধিকাংশের মতানুসারে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথকেই সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছে। তবে তিনি এমন সময় এই ভার গ্রহণ করিবেন কি না, সে কথা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু যাঁহারা অশ্বিনী বাবুর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে চটিয়া লাল হইয়াছেন, তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং পাবনা লইয়াই ভাবনা।

---*---

তোমরা বৃদ্ধের বচন যদি গ্রাহ্য কর, তাহা হইলে আমি একটা প্রস্তাব করি। সুরাটে সভাপতি লইয়া গোলযোগ হইল আর সেই জন্যই কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল, পাবনাতেও যখন সেই ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবার আয়োজন হইতেছে, তখন ও কাজটা বিকল্পে শেষ করিলে হয় না? শ্রীরামচন্দ্র সীতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তোমরাও না হয় ঐ রকম একটা কিছু কর। প্রাদেশিক সমিতি, সুতরাং একেবারে একটা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। উহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ বিলক্ষণ আছে। আমি বলি কি "বন্দে-মাতরম্" বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া সভাপতির আসন "মায়ের" জন্য শূন্য রাখিয়া তোমরা দশজনে কাজ চালাইয়া লও। সভাপতির বক্তৃতার কথা বলিতেছ? সকলে মিলিয়া "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র সমস্বরে গান করিও। ঐ গানের মধ্যে তোমার সহস্র সভাপতির বক্তৃতার সার মর্ম্ম আছে। তোমার রবি-কবিই বল, আর অশ্বিনী বাবুই বল, আর সুরেন্দ্র বাবুই বল, "বন্দে মাতরমের" অধিক কথা কেহই

বলিতে পারিবেন না, কেহই জানেন না। সভাপতির গোল এই ভাবে মিটাইয়া ফেলাই আমার প্রস্তাব। বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিও, কোন আপদ থাকিবে না।

---*---

পত্রান্তরে প্রকাশ,—পাবনার মহাজন সমিতি মহাসমারোহে শ্রীশ্রীস্বরসতী পূজার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ও শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন। সরস্বতীপূজা উপলক্ষেই যদি নিমন্ত্রণ হইত তাহা হইলে পাবনার মহাজন সমিতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সাহিত্য মহারথকে নিমন্ত্রণ করিতেন; তাহা না করিয়া যে উপরিউক্ত তিনজন বাণী-বিনোদকে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আমার মত অতিসাবধান বৃদ্ধেরা অনেক ব্যাপারের আভাস পাইতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রে বলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"। আজ এইখানেই। ইতি—

(৭ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩১৪)

---*---

(৫)

সম্পাদক ভায়া,

তোমরা বেশ আছ; একটু যদি আইন বাঁচাইয়া কলম ধরিতে পার, তাহা হইলে বিনা ক্লেশে স্বদেশ-হিতৈষী হইতে পার। একটু

সামান্য হইয়া যদি দশটা কথা বলিতে পার, তাহা হইলেই একটা কন্যা বিক্রয় হইয়া যাইতে পার।

---*---

কিন্তু ভায়া, স্বদেশী ও বয়কটের যে কি জ্বালা, তাহা ত সহরে বসিয়া তোমরা দেখিতে পাও না; যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের ছেলে পিলেদের মাথার উপর কত বিপদ। কথায় কথায় জেল ত মফস্বলে আছেই। এত বিপদের মধ্যেও যে আমাদের পল্লীগ্রাম সমূহে স্বদেশী টিকিয়া আছে, তাহা কেবল ঐ 'বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের প্রভাবে।

---*---

কিন্তু ভায়া, আর বুঝি তোমাদের স্বদেশী থাকে না। তোমরা ত সহরে বসিয়া ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া বেশ আমোদে আছ। মধ্যে মধ্যে "স্বদেশী ছাড়িও না" "বয়কট কর" বলিয়া এক একটা হুঙ্কার ছাড়িয়াই তোমরা কার্য্য শেষ কর। এদিকে যে স্বদেশী যায়, তাহা শুনিয়াছ কি? তাহা দেখিতেছ কি?

---*---

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তা মহাশয়দিগের সম্মতিক্রমে, ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে নোটিশ গ্রামে গ্রামে জারি করিয়াছেন, তাহার প্রতি তোমাদের মনোযোগ হইয়াছে কি? গ্রামের পঞ্চায়ৎ অর্থাৎ থানাওয়ালাদের চাকর মহাশয়েরা এখন এক একটা হাকিমের পদ পাইলেন। তাঁহারা যাহার নামে রিপোর্ট করিবেন, তাহাকেই সাতঘাটের জল খাইতে হইবে। এখন

ভাবিতেছি, একটা পঞ্চায়েৎ হইতে পারিলে এ সময় বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লওয়া যাইত।

---*---

পঞ্চায়ৎদিগের উপর হুকুম আসিয়াছে যে, গাঁয়ের মধ্যে যে কেহ কোন জিনিস খরিদ বিক্রয়ে বাধা দিবে, পঞ্চায়ৎ তখনই তাহার নাম ও ঘটনার বিবরণ, হাতের কাছে যে থানা থাকিবে, সেই থানায় পাঠাইয়া দিবে। তাহার পর কি হইবে জান? যাই রিপোর্ট পাওয়া, আর অমনি লাল পাগড়ি; জেলায় হাজির, মুচলেকা, শেষে কারাবাস। এখন বল দেখি, স্বদেশী করিবার উপায় কি? জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত কত বিবাদ করা যায়?

---*---

তোমরা ত জান না. মফস্বলের পুলিশের তেজ কত; ক্ষমতা কত। তাহারাই দেশের মালিক। তাহাদের মন যোগাইয়া না চলিতে পারিলে দেশে বাস করা অসম্ভব। এত দিন পুলিশই মনিব ছিল, এখন আবার গাঁয়ের পঞ্চায়তও হাকিম হইল। এখন তাহার মন যোগাইতে না পারিলে কোন্ দিন কাহার ছেলেকে স্বদেশী বলিয়া ধরাইয়া দিবে। এই বুড়া বয়সে এমন ব্যাপারও দেখিতে হইল! পূর্ব্বে ত এমন ছিল না, এখন কথায় কথায় আইন, কথায় কথায় নোটীশ।

---*---

আমার জিজ্ঞাস্য এখন এই যে, আমাদের পল্লীগ্রাম সমূহে 'স্বদেশীকে' বাচাইয়া রাখিবার জন্য এখন কি করা কর্ত্তব্য? আমরা

এতদিন সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইয়া অনেক পাষণ্ডকে স্বদেশী করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন ত আর তাহা চলিবে না। এখন কাহাকেও একটি কথা বলিবার যো নাই। কোন কথা বলিলেই একেবারে কারাবাস। অবশ্য তোমাদের কল্যাণে আমাদের পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক ছেলে জন্মিয়াছে, যাহারা কারাগারে গমন করিতে ভীত নহে; কিন্তু এমন করিয়া দলে দলে কারাগারে যাইয়াই বা লাভ কি হইবে?

এবার পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে। তোমরা সেখানে বড় বড় কথার আলোচনা করিবে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ তোমরা সকলে মিলিয়া সেই সভাতেও ময়মনসিংহের ক্লার্ক সাহেবের এই পরোয়ানার আলোচনা এবং স্বদেশী ও বয়কটকে কেমন করিয়া সজীব রাখা যায়, তার একটা ব্যবস্থা করিও। তোমরা স্বরাজই বল, আর যাই বল, স্বদেশী ও বয়কটই আমাদের মূলমন্ত্র। বৃদ্ধ বয়সে আমরা ভারত উদ্ধারও করিতে পারিব না, তোমাদের মত ভলন্টিয়ারও হইতে পারিব না। আমরা গ্রামে বসিয়া স্বদেশী হইতে চাই ও স্বদেশী প্রচার করিতে চাই। কিন্তু তাহাতেও যে বিঘ্ন উপস্থিত।

আবার শুনিতেছি; তোমাদের কলম বন্ধ করিবার জন্য নাকি একটা আইনের খসড়া হইতেছে। আইন করা ত শক্ত ব্যাপার

নয় ; কালী আছে, কলম আছে, কাগজ আছে লিখিলেই হইল। এই আইন হইলে নাকি তোমরা আর কোন কথা লিখিতে পারিবে না, কোন উচিত কথা বলিতে পারিবে না। উচিত কথা বলিলেই তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। দেখ ভায়া, আমি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বর্ত্তমান ভাবটা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা কি মনে করে, বলপ্রয়োগে ধরিয়া রাখিলেই সব চুপচাপ হইয়া যাইবে ? আমার ত মনে হয়, যতই চাপ পড়িবে ততই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আলোক অপেক্ষা যে অন্ধকারেই অধিক ভয়ের সম্ভাবনা, আমাদের রাজপুরুষেরা কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন ? কি জানি, তোমাদের পাশ্চাত্য রাজনীতির অর্থ আজও বুঝিতে পারিলাম না। ইতি—

(১২ই মাঘ রবিবার ১৩১৪)

---

(৬)

সম্পাদক ভায়া,

এবার বিলাতের মহাসভার উদ্বোধন দিনে ভারতেশ্বর সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের বক্তৃতাটা তোমরা নিশ্চয় পাঠ করিয়াছ। তুরস্ক সম্রাটের অধীন ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের মুসলমান ও খৃষ্টানগণের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমা হইলে খৃষ্টানগণ নাকি মুসলমান বিচারকের নিকট সুবিচার পায় না ; সেইজন্য তুরস্ক সম্রাটকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ বিচার-প্রণালী সংস্কারের জন্য

অনুরোধ করিবেন, সম্রাট মহোদয় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাল, মুসলমানরাজ্যে মুসলমান কাজিরা যে খৃষ্টানদিগের প্রতি অবিচার করেন, ইহা কোন খৃষ্টভক্ত সহ্য করিতে পারেন না। তাই তুরুষ্ক সম্রাটকে, ভয় দেখাইয়া অথবা অনুরোধ করিয়া ম্যাসিডোনিয়ায় খৃষ্টান প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তোমরা এই ব্যাপারের কিছু তাৎপর্য্য বুঝিলে কি ?

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, খৃষ্টানের রাজ্যেই হউক, আর অখৃষ্টানের রাজ্যেই হউক, খৃষ্টানদিগের স্বার্থ রক্ষা করা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তোমরা খৃষ্টান রাজার রাজ্যে বাস কর, সুতরাং যদি তোমাদের বিচারক কিংসফোর্ড দুইজন কালা ব্যারিষ্টারের কথায় অবিশ্বাস করিয়া একজন শ্বেতাঙ্গ কনষ্টেবলের কথা বাইবেল-সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ভৃত্য কোন দেশীয় বিচারক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় অবিশ্বাস করিয়া একজন শ্বেতাঙ্গের কথা বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে চমকিত হইয়া গোলযোগ করিও না। নীরবে খৃষ্টানের কর্ত্তব্যপালন অবলোকন কর। যদি ম্যাসিডোনিয়াতে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না হইয়া বৌদ্ধ ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হইত, তাহা হইলে কি ইউরোপের খৃষ্টশিষ্যগণ ভ্রমেও তুরুষ্কে বিচার বিভ্রাটের কথা মুখে আনিতেন ? এ কথা মনের কোণেও স্থান দিও না।

হুক্কের

সে দিন কলিকাতার ট্রেডস এসোসিয়েসন অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার একটি অধিবেশনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয় কথায় কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, হাইকোর্টটিকেও বঙ্গদেশের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। এই কথায় অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক নাকি দিবসে আহার ও রাত্রে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা এই হাইকোর্টের ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিবার জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইস্তক ঘোষাল নাগাইদ বাঁড়ুয্যে পর্য্যন্ত বক্তার দল নাকি ইহার প্রতিবাদে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া এখন হইতে আখ্ড়া দিতেছেন। সম্পাদক ভায়া, রাগ করিও না, তোমরা এবং বক্তার দল বড়ই হুজুগে হইয়া উঠিয়াছ। হুজুগ পাইলে ছাড়িতে চাও না, না পাইলে হুজুগ গড়িয়া চিৎকার করিতে থাক। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া বল দেখি, যদি বড়লাট বাহাদুর একটা হাইকোর্টকে দুইটা করিয়া দেন, তাহা হইলে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে? হাইকোর্টের ক্ষমতা কমিলে অথবা বাড়িলে তোমাদের বা আমাদের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমাকে বুঝাইতে পার? সুবিচার? তা, এখনও যেরূপ পাইতেছ, তখনও সেইরূপই পাইবে। হাইকোর্ট একটাই হউক আর দশটাই হউক, ইংরাজের রাজ্যে সুবিচারের কখন অভাব হইবে না। তোমরা যে অবিশ্বাসী। একবার তোমরা বিশ্বাস কর দেখি যে, হাইকোর্ট দ্বিধা বিভক্ত হইলেও তোমাদের সুবিচার প্রাপ্তির কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না, তাহা হইলে দেখিবে, তোমরা কখন কর্ত্তৃপক্ষের বিচারকার্য্যের দোষারোপ করিবার

সুযোগ পাইবে না। কথায় আছে "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর।"

তোমরা বলিবে একটা হাইকোর্টের পরিবর্ত্তে দুইটা হাইকোর্ট হইলে তোমাদের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমরাই বল "সোণার বাঙ্গালা" "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" তবে আর তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হও কেন? আয়বৃদ্ধিই বল আর ব্যয়বৃদ্ধিই বল, সকলই উন্নতির লক্ষণ। গবর্ণমেণ্ট ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, তোমরা সকলে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে ত সকল গোলমাল মিটিয়া যায়। ভায়া, যখন বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে তখন যে হাইকোর্ট দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহা ত জানা কথা। লর্ড কর্জ্জন যদি পাশ্চাত্য সত্যনিষ্ঠার খাতিরে অথবা রাজনীতিক চালের জন্য তোমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, হাইকোর্ট দ্বিধা বিভক্ত হইবে না, তাহা হইলে তোমরা সেই কথাটা কি ভারতেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের ন্যায় একটা দলীল বলিয়া মনে করিবে? কোন্ প্রদেশে হাইকোর্ট বা চিফকোর্ট নাই? মান্দ্রাজে আছে, বোম্বায়ে আছে, পঞ্জাবে আছে, এলাহাবাদে আছে, বঙ্গে আছে। তবে আসাম বা পূর্ব্ববঙ্গেই বা না থাকিবে কেন? এইটুকু বুঝিয়া দেখিলে ত সকল ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। আর এক কথা, লর্ড কর্জ্জন যদি বলিয়া থাকেন যে, হাইকোর্ট দ্বিধা বিভক্ত হইবে না, তাহা হইলে লর্ড মিণ্টোর সময় সে কথা উল্লেখ কর কেন? লর্ড

কর্জ্জন যাহা বলিয়াছিলেন, এখন লর্ড মিণ্টো তাহা political hypocracy বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। সুতরাং এখন আর আন্দোলন, প্রতিবাদ, আলোচনা করিয়া কি ফল হইবে? শাস্ত্রে বলে "বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ" অর্থাৎ বর্ব্বরেরই ধনক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যদি প্রতি পদেই "আমাদের ধনক্ষয় হইবে," বলিয়া চীৎকার কর, তাহা হইলে কি তোমাদেরই বর্ব্বরতার পরিচয় দেওয়া হয় না? যখন ধনক্ষয় হইবেই, কিছুতেই তাহার নিবারণ হইবে না, তখন আর গলাবাজী অথবা কলমবাজি করিয়া জগতের নিকট আপনাকে বর্ব্বর বলিয়া পরিচিত কর কেন? কিল খাইয়া কিল চুরি করা বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষতঃ ইংরাজের রাজত্বে—দৃষ্টান্ত স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার প্রভৃতি।

আমাদের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার শীঘ্রই খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে স্বদেশে গমন পূর্ব্বক পেন্সন ভোগ দখল করিবেন বলিয়া শুনিতেছি। এ খবরটা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ, কিন্তু ভিতরের কোন সংবাদ রাখ কি? ছোটলাট কেন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে যাইতেছেন তাহা কিছু জান কি? জার্ম্মানি ও জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের বাণিজ্যের বড় ক্ষতি হইতেছে, তাহার উপর তোমাদের এই স্বদেশী আন্দোলন ম্যাঞ্চেষ্টারকে মাটি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সার হেন্‌রি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান, ইংলণ্ডের রাজকোষের এইরূপ অর্থ-হানির সম্ভাবনা দেখিয়া ভাবনায় পীড়িত হইয়া পাড়িয়াছেন।

এক দিন পীড়িতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তাঁহার মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন "বৎস ব্যানারম্যান, তুমি চিন্তিত হইও না। ইংলণ্ডের এই আর্থিক বিভ্রাটের মীমাংসা করিতে পারে, এরূপ সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীতে এক জন ব্যতীত আর কেহ নাই। তুমি সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে ইংলণ্ডের রাজস্ব সচিবের পদে বরণ কর। দেখিবে, তোমার কোষাগার পরিপূর্ণ থাকিবে। বৃটিশ রাজলক্ষ্মী এই কথা বলিয়া নীরব হইলে সার হেন্‌রি করযোড়ে বলিলেন "মা, তিনি কে ?" উত্তরে লক্ষ্মী বলিলেন, "কাল প্রাতঃকালে তাঁহার বিবরণ সংবাদ পত্রে জানিতে পারিবে।" এই বলিয়াই লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

মন্ত্রিপ্রবর পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়াই সংবাদপত্র পাঠে নিমগ্ন হইলেন। সহসা একখানি সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলেন যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর নষ্টমান উদ্ধারের জন্য এপর্য্যন্ত ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়াই প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভারত-সচিব বৃদ্ধ সাধু জনকে তলব করিলেন। এই দারুণ মাঘমাসের শীতে বৃদ্ধ জন মর্লি কম্পিত কলেবরে প্রধান-মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলে প্রধানমন্ত্রী বলিলেন "কোন্ ভাগ্যবান্ এখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন ?" ভারত সচিব বলিলেন, "সেই মহাভাগের নাম সার এণ্ড্রু ফ্রেজার।" প্রধান-মন্ত্রী পুনরায় বলিলেন "কলিকাতার কোন সংবাদপত্রের নিকট হইতে

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পুলিশ কর্ম্মচারীরা নষ্টমানের মূল্য-স্বরূপ কত টাকা পাইয়াছে, তাহা আপনার স্মরণ আছে?" সাধু জন বলিলেন "আমার স্মরণ হইতেছে যে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজের নিকট হইতে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ২৫০ শত টাকা মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইয়াছেন। ঐ মোকদ্দমার ব্যয় ভার বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই সচিবপ্রবর আনন্দে আত্মহারা হইয়া "Eureka" অর্থাৎ "আমি পাইয়াছি" এই বলিয়া বারংবার চীৎকার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২৫০ শত টাকা আদায়? এমন না হইলে বিষয়বুদ্ধি? তোমরা দেখিও সার এণ্ড্রু বিলাতে পদার্পণ করিবার পরই তাঁহার কিরূপ অভাবনীয় পদোন্নতি হইবে। এখন ছোটলাটের পেন্সন গ্রহণের কারণটা বুঝিলে? ইতি

(১৯শে মাঘ রবিবার ১৩১৪।)

---

(৭)

তোমাদের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বয়স নাকি ইহার মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর হইয়া গেল? তা হইতে পারে, ইংরাজ নবীস ত কম জন্মে নাই, disappointed graduates (নিরাশ গ্রেজুয়েট) অনেক হইয়াছে। একটা পনের টাকা বেতনের চাকুরির সন্ধান

পাইলে তিনশত বি, এ, আবেদন হস্তে সেই দিকে ধাবিত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছে বৈকি।

এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় একটা আনন্দোৎসব করিবার রীতি বিলাতে প্রচলিত আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় ত আর এদেশীয় নয়, একেবারে খাস বিলাতি আমদানি, বিলাতিপানি, বিলাতি বিস্কুট, বিলাতি বিলাসের সঙ্গে বিলাতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ও একই জাহাজে চড়িয়া এদেশে আসিয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্ব-পণ্ডিতগণ তাঁহাদের Alma Mater এর (বাঙ্গালা তর্জ্জমা ঠিক আসিল না) বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হইল দেখিয়া একটা উৎসবের আয়োজন করিতেছেন।

কিছু মনে করিও না ভায়া। উৎসবের নাম শুনিলেই আমার ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন—"দীয়তাং ভুজ্যতাং" মনে পড়ে, নানা প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথাও মনে পড়ে। উৎসবের সহিত যদি হোম যজ্ঞ না থাকিল, লুচি মণ্ডা না থাকিল, যথাসম্ভব কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা না থাকিল, তাহা হইলে আর উৎসব কি ? কিন্তু ইংরাজের শাস্ত্রে তাহা লেখে না। আর তোমরাও ইংরাজের নকলনবীশ, তোমরাও তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্দ্ধ শতাব্দী উৎসবে তাহা করিবে না। তোমরা সভা কবিবে, বক্তৃতা করিবে, সম্মানিত উপাধি দান করিবে, তাহার পর ঘরে ফিরিবে। বিশেষ কোন খরচাই নাই। অথচ এক মহোৎসব হইয়া যাইবে।

শুনিলাম তোমরা,—শ্রীবিষ্ণু—তোমাদের বিশ্ব-পণ্ডিতেরা এই মোচ্ছব উপলক্ষে কতকগুলি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিবেন। এই সকল ব্যক্তির নামের তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি। পণ্ডিতগণের নাকি একটা মহাভ্রম হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর তাহার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যবানের তালিকা হইতে মহাভাগ্যবান সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের নাম বাদ পড়িয়াছিল। সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে; সার এণ্ড্রু Doctor of Literature (সাহিত্য-পণ্ডিত) উপাধি লাভ করিবেন। লাটের মুন্সি রিজলির নামও বাদ যায় নাই; মেডিকেল কলেজের বম ভোলার নামও আছে। নাম নাই কেবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর, আর ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের। তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাপ কাঠিটা একবার আমায় দেখাইতে পার?

তোমাদের বিশ্ব-পণ্ডিতগণ বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবেন না তাহা জানি; তবুও কথাটা বলিতে হয়, দুইটা উপদেশ অযাচিত ভাবেও দিতে হয়। আমার পরামর্শ এই, বিশ্ব-বিদ্যালয়টি কলিকাতার অথবা বাঙ্গালার; এই বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৫০ হইয়াছে। এ উপলক্ষে বিলাতী পণ্ডিতদিগের তৈলাক্ত মস্তকে তৈল প্রদানের প্রয়োজন কি? বাঙ্গালা দেশের বাহিরে যাইবারই বা আবশ্যক কি? বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতদিগেরই সম্মান কর না কেন? তোমাদের তালিকায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাবু, শ্রীযুক্ত প্রতুল বাবু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বাবুর

নাম স্থান পাইয়াছে। বেশ কথা আরও কয়েকটা নাম বলি। তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম সুপক্ক ফল—প্রথম এম, এ, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সশরীরে বর্ত্তমান, তাঁকে একটা উপাধি দাও না। তিনি ত তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম বিজয়-নিশান। তারপর ডাক্তার রাসবিহারী; কবি রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ, অরবিন্দ ঘোষ, রায় চুনিলাল বসু প্রভৃতিকে উপাধি প্রদান কর, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

---*---

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীতে নাকি চুরি ও ঘুষের ভারি প্রচলন; সেই জন্য যাহারা ঘুষ লয় না বা পায় না, তাহারা দল বাঁধিয়া একটা কমিশন বসাইতে চাহিয়াছিল। চেয়ারম্যান সার এলেন বাহাদুর নাকি প্রথমে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন, পরে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করায় কমিশন এক প্রকার ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। দেখিতেছি এই কারণে মাননীয় রাধাচরণ বাবু ভারি বিরক্ত হইয়াছেন, আমি ত বিরক্তির কোন কারণই দেখিতেছি না। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে "অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী, আর অর্দ্ধেক সকল গোষ্ঠী।" কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আয় কম বেশী সত্তর লক্ষ টাকা; আফিষের বেতন হিসাবে দিতে হয়, কম বেশী তেইশ লক্ষ। আরও নয় লক্ষ টাকা ঐ খাতে খরচ পড়িলে তবে ত মা ষষ্ঠীর পোষায়। সোজাসুজি বেতন হিসাবে তাহা খরচ লিখিতে ত চক্ষু লজ্জাও হয়; সুতরাং আর বার লক্ষ বাজে

খরচের শীর্ষে স্থান প্রাপ্ত হইলে আমাদের ক্ষোভের কোনই কারণ নাই। আমাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ যে ধাঙ্গড়, মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি সাধু সজ্জনের সেবায় লাগিতেছে, ইহাতেই আমাদের পরমার্থ লাভ হইতেছে। আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রদান করিয়া থাকি। তাহার পরিবর্ত্তে, কলের জল, গ্যাসের আলো অথবা আবর্জ্জনা পরিষ্কার চাই না। ইতি

(২৮শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩১৪।)

---

(৮)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদের লালবাজারে হাড়িকাঠ পোঁতাই আছে, কামার কিংসফোর্ড খাঁড়া হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, 'জয় মা' বলিয়া পুরোহিত ছোটলাটের মুন্সি একটি একটি বলি অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর —আর আবার কি? আর যাহা, তাহা ত দেখিতেছ।

আচ্ছা ভায়া, আমাদের গবর্ণমেণ্টের কি বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে লোপ পাইয়াছে? ইংরাজের কারাগার, যাহার নাম শুনিলে পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ছেলের শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইত, সেই কারাগারে যাইবার জন্য বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গালীর যুবক দলে দলে প্রস্তুত। বীরের ন্যায় অম্লানবদনে জেলে যাইতেছে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

এই প্রায় একসঙ্গে তিনজন যুবক জেলে গেল; যুগান্তরের বিভূতিভূষণ, সন্ধ্যার মানবেন্দ্র, নবশক্তির মনোমোহন রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে কারাগারে চলিয়া গেল। আবার ঐ দেখ, আর তিনজন যুবক ঐ তিনজনের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নাম রেজেষ্টারী করিতে গিয়াছে। যুগান্তরের বিভূতির স্থানে অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যার মানবেন্দ্রের স্থানে যোগেন্দ্রনাথ সেন, আর নবশক্তির মনোমোহনের স্থানে বিহারীলাল রায় প্রকাশক ও মুদ্রাকর হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা কারাগারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এত দেখিয়াও যদি রাজপুরুষগণের চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে আর কথা বলা বৃথা।

বাঙ্গালীর ছেলে যে আর ইংরাজের কারাগার দেখিয়া ভয় পায় না, বাঙ্গালী যুবক যে শত অত্যাচার বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, এ কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে এখন যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, পিনাল কোডের ধারা দেখাইয়া তাহা দমন করা অসম্ভব। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দেশবাসীর মনে যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা দুই চারিটা কারাবাসে দমন করা যাইবে না। ইংরাজ রাজপুরুষগণ মনে করিতেছেন আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করিলেই সমস্ত শান্ত হইয়া যাইবে। আমরা বলি, আইনের বন্ধন দৃঢ় করিলে হইবে না, প্রীতির বন্ধনটা দৃঢ় করিতে পার?

বাঙ্গালী এখন ইংরাজকে ভাল বাসেনা। ইংরাজ ত কোন দিনই বাঙ্গালীকে ভাল বাসে নাই। পূর্ব্বে ইংরাজের নিকট বেত খাইয়াও বাঙ্গালী কিছু বলে নাই; এখন বেতের বদলে বেত তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন দেশের যুবক ও বালকেরা গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখড়া করিয়াছে। এ সকল দেখিয়াও কি রাজপুরুষেরা বোঝে না যে সে দিন আর নাই। লাল পাগড়ির দিন চলিয়া গিয়াছে। পিনাল কোডে আরও নূতন ধারারই সন্নিবেশ কর, আর নূতন নূতন আইনই কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। যতদিন রাজপুরুষ-মস্তকের মধ্য হইতে দমননীতি বিদায় গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন তাঁহারা গণ্ডগোল আরও পাকাইয়াই তুলিবেন।

ইতোমধ্যে জনরব প্রচারিত হইল যে, কণ্ঠরোধ করিয়া বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুর সত্বরই লেখনী-রোধের ব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ কেহ এমনই সংবাদ দিলেন যে, আইনের খসড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এখন একবার টেবিলে ফেলিলেই হয়। যখন কণ্ঠরোধের হুকুম হইয়াছিল, তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে এই বোকামি নম্বর এক। লেখনী-রোধের আইনের কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে বোকামি নম্বর দুই আসিতেছে। আমাদের মনে হয় যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণের বুদ্ধি নামক পদার্থটির একান্তই অভাব হইয়াছে, নতুবা এত ভ্রম কি সহজে হয়?

ও কথা থাকুক। ভায়া রাগ যদি না কর, গালাগালি

যদি না দাও, তবে, একটা কথা বলি। দেখ, এই যে সিডিশনের মামলা তুলিয়া গবর্ণমেণ্ট তোমাদের প্রিণ্টার ও প্রকাশকদিগকে জেলে পাঠাইতেছে, এই কাজটা কি ভাল হইতেছে? গবর্ণমেণ্টের ভাল মন্দের কথা বলিতেছি না, তোমাদের মত উৎকট স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়দিগের পক্ষে কি এটা গৌরবের বিষয় হইতেছে? তোমরা একবার এই কথা বলিতে গিয়া বিলক্ষণ গালাগালি খাই-য়াছ, তাহা জানি। তবুও কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

---*---

যে সকল বাছারা জেলে গেল, তাহারা কি কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া জেলে গেল? তাহারা আইনের বাঁধনে পড়িয়া কারাগারে গমন করিল, আর তোমরা—যাহারা ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিলে, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে আরামসুখ উপভোগ করিতেছ। যদি লেখার দারিত্বও লেখক গ্রহণ করিতে ভীত হয়, তবে সে লিখিতে যায় কেন? আমার কথা এই, তোমরা স্বদেশ-হিতৈষী, তোমরা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিতেছ, তোমরা "বন্দে মাতরমের" প্রধান পাণ্ডা। তাহার জন্য তোমাদের প্রশংসা করি; কিন্তু যখনই মনে হয় যে, তোমরা তোমাদের যুবক পুত্রগণকে জেলে পাঠাইয়া নিজেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছ, তখনই তোমাদের উপর অশ্রদ্ধা হয়, তখনই তোমাদিগকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়। আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তোমরা এমন করিয়া সোণার বাছাদিগকে জেলে পাঠাইও না, যদি জেলে যাইতেই হয়, তবে তোমরা নিজে যাও। যাহার কলমে আগুন জ্বলে, সে এত ভীরু, এত কাপুরুষ হইবে কেন? আর যদি

তাহা না পার তাহা হইলে এই মেঘনাদবৃত্তি ত্যাগ কর, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার বক্ষে এখনও অযত্নসম্ভূত তৃণলতা যথেষ্ট আছে, তাই গলাধঃকরণ করিয়া রোমন্থন করিতে করিতে পশু জীবনের অবসান কর, সম্পাদকের, সংবাদ পত্র-লেখকের পবিত্র আসন কলুষিত করিও না। দোহাই ধর্ম্মের, আমি ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেছি না, তোমাদের সকলকে বলিতেছি। বৃদ্ধের বচন গুলি একটু ভাবিয়া দেখিও। ইতি

১০ই ফাল্গুন শনিবার ১৩১৪ সাল।

---

(৯)

সম্পাদক ভায়া,

অনেক দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে. আমাদের দেখিবার ও শুনিবার অনেক বাকি আছে। সেই জন্য এক এক সময় মনে করি, যে কয়টা দিন এই প্রবাসে থাকিব, সে কয়টা দিন আর কথা কহিব না, এবারকার যাত্রাটা দেখিয়া শুনিয়াই কাটাইয়া দিই, পরে আবার যখন ফিরিয়া আসিব, তখন যদি এই জন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান নষ্ট না হয়, তাহা হইলে কিছু বলিব। কিন্তু কেমন বয়স দোষ, চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। কিছু বলিব না মনে করিয়া বসিয়া থাকি, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না! তাই আজ আবার দুই একটা কথা বলিতেছি।

আশু বাবু বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া সমাজে, বিশেষতঃ সংবাদ পত্র মহলে বড়ই হুলস্থূল বাধাইয়াছেন। সকল ব্যাপারে যেরূপ হইয়া থাকে, এই ব্যাপারেও সেইরূপ হইয়াছে অর্থাৎ কেহ আশু বাবুকে সমাজদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছে, আবার কেহ বা তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করিতেছে। এরূপ দলাদলি, কথা কাটাকাটি সকল দেশে সকল সময়েই হইয়া থাকে, সুতরাং বঙ্গদেশে না হইবে কেন? এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে কাহার লাভ ও কাহার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আশু বাবুর জামাতৃলাভ, তাঁহার কন্যার পতিলাভ, জামাতা বাবাজীবনের সযৌতুক পত্নীলাভ এবং ইতর জনের মিষ্টান্ন লাভ ত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ কাহার হইয়াছে জান? তোমাদের অর্থাৎ সংবাদপত্র ওয়ালাদিগের।

শীতকাল কাটিয়া গেল, সংবাদ পত্র মহলেও হাহাকার উপস্থিত হইল, কি লিখিব? কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, কাউন্সিলের অধিবেশন শেষ হইল, কি লিখিবে! তোমরা এই ভাবনাতে অধীর হইয়াছিলে। এমন সময় আশুবাবুর গৃহে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইল, তোমরা নূতন উৎসাহে কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলে। কেহ আশু বাবুকে গালি দিলে, কেহ প্রশংসা করিলে, যে দিক দিয়াই হউক, কাগজটা পুরিয়া গেল, নগদ বিক্রয়ও কিছু হইল। মোটের উপর তোমাদের আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক উভয় প্রকার লাভ হইল। সুতরাং এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে তোমরাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ হইয়াছ, একথা

তোমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আধিভৌতিক লাভের কথাটা বলি নাই, সেটা গালাগালি।

---*---

সে দিন একদল অর্ব্বাচীন যুবক একখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতে আসিয়াছিল। সহসা আমার প্রতি তাহার এইরূপ অসম্ভব অনুরাগ দর্শনে আমার মনে একটু সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল, পরে বুঝিলাম যে আমার সন্দেহ বৃথা হয় নাই। সে সেই সংবাদপত্র পড়িয়া আমাকে শুনাইল "আশুবাবু পরপুরুষের হস্তে আপনার বিধবা কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছেন, সমর্পণ ব্যাপারটা অন্তঃপুরেই হইয়াছিল" ইত্যাদি কত কথাই সে সেই সংবাদ পত্র হইতে পাঠ করিয়া আমায় শুনাইল। আমাকে শুনাইবার উদ্দেশ্য কি জান? আমি ক দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, এখন দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কুৎসিত ভাষায় রসিকতা করিলে কোন সংবাদ পত্রেরই আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় না, বরং নষ্ট হয়। সে আমার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, সুবিধা পায় না বলিয়াই অনেক সংবাদ পত্র সাধু সাজিয়াছে। যেদিন সুবিধা পাইবে সেই দিন আবার পুরাতন দুর্গন্ধময় রসিকতাকে ঝালাইয়া তুলিবে। দেখিলাম যে তাহার কথাই সত্য।

---*---

এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে তুমি, অর্থাৎ শ্রীমান হিতবাদী এক প্রকার মৌনভাবই ধারণ করিয়াছিলে, এখনও মৌন হইয়াই আছ। তোমার এই মৌন ভাব অবলম্বনের কারণ কি, তাহা ত

বুঝিতে পারিলাম না। অনেকে বলিতেছে যে "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্"। আবার কেহ কেহ বলিতেছে "তত্র মৌনং হি শোভনং"। কোন্‌টা সত্য ?

আমি সমাজ-সংস্কারক নহি এবং শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকও নহি। সুতরাং আশুবাবু কন্যার বিবাহ দিয়া ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, শাস্ত্রসম্মত কার্য্য করিলেন কি শাস্ত্রের অবমাননা করিলেন. তাহা বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে একটা কথা এই যে, আশুবাবু কোন্ সমাজে ছিলেন এবং কোন্ সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে একজন ইংরাজ বণিকের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার প্রপিতামহকেই কিছু দিনের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। তিনি শ্বেতাঙ্গ স্পর্শ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে আসন পাইয়াছিলেন। আর এখন ? এখন যে ব্রাহ্মণ সন্তান সাহেবের পানিস্পর্শ সুখ লাভে অধিকারী হয়েন (ঘুষি হিসাবে নহে, করমর্দ্দন হিসাবে) তিনিত সমাজে পূজিত। এইত সমাজ! শত বৎসরের মধ্যে যে সমাজে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সমাজকে একটা গণ্ডির ভিতর পূরিয়া রাখিবার চেষ্টা কি বালকোচিত নহে ?

আবার এ কথাও বলি যে, সমাজ প্রবল স্রোতঃশালিনী তরঙ্গিণীর মত আপনার গন্তব্যপথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতেছে,

সেই সমাজকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে পরিচালিত করিবার চেষ্টা কি বাতুলতা নহে? অনেকে বলিতেছে যে আশু বাবু বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া সমাজসংস্কারক হইবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। লোকে যাহাই বলুকনা কেন, আমি একথার আস্থা স্থাপন করি না, আমাদের সমাজের সংস্কারক এখন কেহই হইতে পারে না। রাম-মোহন রায়কে ও বিদ্যাসাগরকে অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলেন, কিন্তু আমি তাহা স্বীকার করি না। সমাজ-সংস্কারক কখনও বিদেশী রাজার রাজবিধানের সাহায্য গ্রহণ করেন না। আমরা বোধ হয় স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের পর বঙ্গদেশে আর কোন সমাজ-সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন নাই।

নদীর স্রোতে শত শত তৃণ ভাসিয়া যায়। যে তৃণটী সর্ব্বাগ্রে থাকে, সে জলস্রোতকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় না, স্বয়ং জল স্রোতের অনুসরণ করে মাত্র। আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের সমাজ-সংস্কারক আখ্যাধারী ব্যক্তিরাও তৃণের ন্যায় প্রবল সমাজ-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন মাত্র। তাঁহারা সমাজকে নিজের ইচ্ছামত পথে পরিচালিত করিতে পারেন না, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সমাজ যে দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তাঁহারা সেই পথেই পরিচালিত হইতে থাকেন। তবে তাঁহারা জলস্রোতে প্রবমান অগ্রবর্ত্তী তৃণের ন্যায় সমাজস্রোতে অগ্রবর্ত্তী হয়েন বলিয়া সকলে মনে করে যে, তিনিই বুঝি সমাজকে ভগীরথের ন্যায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

প্রবল নদীর স্রোতে প্রবমান তৃণের ন্যায় আমরা সকলেই এই বিশাল সমাজ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। কাহার সাধ্য এই স্রোতের গতিরোধ করিবে? যিনি অগ্রগামী হইতেছেন, তিনি মনে করিতেছেন আমিই নেতা, আমার ইঙ্গিতে এই বিরাট সমাজ পরিচালিত হইতেছে; আর যিনি পশ্চাদবর্ত্তী হইতেছেন, তিনি মনে করিতেছেন, আমি প্রাচীন রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজকে সংযত ও নির্দ্দোষ করিয়া রাখিতেছি। হায় ভ্রান্ত! আজ যদি রঘুনন্দন স্বয়ং সশরীরে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে তিনি কি আমাদিগকে হিন্দু সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারেন? অথচ আমরা ত তাঁহারই প্রদর্শিত পথে গমন করিতেছি। কথাটা কি জান? আজ যাহাকে এক বৎসরের শিশু দেখিতেছ, কুড়ি বৎসর পরে সে যুবকরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, অথচ তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে না। তাহার অস্তিত্ব থাকিবে, কিন্তু তাহার লক্ষণের পরিবর্ত্তন হইবে। এই পরিবর্ত্তনে কে বাধা প্রদান করিবে?

এখন লাভ লোকসানের ব্যাপারটা বুঝিলে? সংবাদপত্র ছাড়া, আর এক শ্রেণীর লোকের এবার বেশ লাভের সম্ভাবনা আছে। যাহারা, "আপনি মোড়ল" গোছের পণ্ডিত, তাঁহারা সাজিয়া আসিয়া দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্লের মায়ের মত সম্মুখে দাঁড়াইয়া "আমার সঙ্গে বিচার কর" বলিয়া জনসমাজে বড়পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিয়াছে, এ কি কম লাভ? অর্থাৎ যে আশুবাবুর বিরোধী, সে হয় বড় পণ্ডিত, না হয় বড় সামাজিক, না হয় বড়

াৰ্ম্মিক, না হয় অতি বড় আর একটা কিছু। আশু..বু কন্যার ববাহ না দিলে ত এই "বড়" মহাশয়গণ যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিতেন! এখন কাহার লাভ বল দেখি? ইতি—

২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩১৪।

---

(১০)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের বচন কোন কালেই যুবকের গ্রাহ্য হয় না। যুবক যদি বৃদ্ধের কথা শুনিত, বৃদ্ধের পরামর্শ লইয়া কাজ করিত, তাহা হইলে হয়ত অনেক গোলমালের—অনেক অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বৃদ্ধ—বৃদ্ধ, যুবক—যুবক।

তবে এ বৃথা কর্ম্মভোগ কেন? অনর্থক তোমার কাগজের খানিকটা স্থান মধ্যে মধ্যে জুড়িয়া বসা কেন? এখন প্রশ্ন করিতেছ, কিন্তু যখন আমার মত বৃদ্ধ হইবে, তখন বুঝিবে যে, মানুষের যখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি মনেরও বল কমে, তখন জিহ্বার বলবৃদ্ধি হয়, সেই জন্যই বৃদ্ধ বাচাল হয়। 'বৃদ্ধের বচনের' ইহাই এক নম্বরের কৈফিয়ৎ।

আর একটা কথাও আছে। আমরাও এককালে যুবক ছিলাম, আমরাও এককালে ভারত উদ্ধারের জন্য বক্তৃতা করিয়াছি। তবে তখন আমরা স্বদেশী করিতে পারি নাই, বয়কট করিতে শিখি নাই; খবরের কাগজে ইংরাজের বিরুদ্ধে লিখিয়া জেলে যাইবার জন্যও প্রস্তুত হই নাই। তখন যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের নায়ক ছিলেন, আমাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন, তাঁহারা আবেদন নিবেদন করিয়াছেন, বিধিসঙ্গত আন্দোলনের (Constitutional agitation) মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন; আমরা তাহাই তখন বুঝিয়াছিলাম, কাজও তদ্রূপ করিতাম।

তাহার পর তোমাদের এই বর্ত্তমান স্বদেশীর প্রবল বন্যা যখন আসিয়া পড়িল, "বন্দে মাতরম্" যখন তোমাদের মন্ত্র হইল, স্বরাজ লাভ যখন তোমাদের চরম সাধনার বিষয় হইল, তখনও আমরা এত কালের শিক্ষা, এতদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া একেবারে তোমাদের দলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলাম না। আমরাও স্বদেশী চাই, বয়কট চাই; আমরাও স্বদেশের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে যথাসাধ্য খাটিতে প্রস্তুত; কিন্তু বুড়া একটু ধীরে চলে, বুড়ার পাকা চুলের মধ্যে যে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে—বুড়া এক সেকেণ্ডে তাহা সমস্ত ভুলিতে পারে না। বুড়ার এই অপরাধ, ইহার জন্য বুড়াকে তুচ্ছ করিও না।

যাক বাজে কথা। এখন দুই একটা কাজের কথারই আলোচনা করা যাউক। কলিকাতা লালবাজারে গোরা বিচারক শ্রীমান কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জজ সাহেব হইয়া গিয়াছেন; ইহাতে তোমরা নাকি ভারি আনন্দিত হইয়াছ? ইহার মধ্যে আনন্দের কথা কি আছে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। গ্রীষ্মকালে মজঃফরপুরে যথেষ্ট আম্র ও লিচু জন্মে, সেখানে শ্রীমানের উদর-তৃপ্তি হইবে; আম্রের মধুর রসে তাঁহার তিক্ত হৃদয় অভিসিক্ত হইবে; ইহাই যদি তোমার আনন্দের কারণ হয় তবে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু তোমরা যদি হাঁফ ছাড়িয়া বল "রাম বল বাঁচা গেল", তবে সেটি তোমাদের ভুল। কবির কথায় বলিতে হয়,—

এক গোরা যাবে পুনঃ অন্য গোরা হবে
লালবাজারের গদি শূন্য নাহি রবে॥

বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের কথা লইয়া খুব কথা কাটা-কাটি হইতেছে। ভারত-তরণীর বুড়া কর্ণধার একেবারে 'অতিষ্ঠ' হইয়া পড়িয়াছে। লোকটা সত্যসত্যই "হালে পানি পাই-তেছে না।" এতকাল যাঁহারা মাঝিগিরি করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন গোল ছিল না, রাজার মত হুকুম চালাইতেন আর এদিকে কলে কাজ হইয়া যাইত। আর এখন? সে কথা আর বলিও না! এখন উঠিতে বসিতে প্রশ্ন, আর প্রশ্নেরই বা বহর কেমন! প্রশ্ন হইল, নিপাতগঞ্জের ডেপুটী কমিশনর সেদিন খবরের কাগজওয়ালা-

দিগকে আণ্ডামানে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়াছেন! একথা কি মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে সে পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার বিলম্ব কত? কর্ণধার উত্তর করিলেন "সব জানাইব, একটু সবুর কর"। এই রকম কত প্রশ্নই হয়! এদেশীয় ঝুনা সিবিলিয়ান হইলে বলিত "নেকাল দেও রাস্কাল লোগোঁকো।" কিন্তু মর্লি একে বুড়া, তায় সাধু, তায় আবার পলিটি—সেয়ান; তিনি শুধুই বলিতেছেন "সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলিবে।"

ঐ যে কলিকাতার কয়লাঘাটের কাছেই ফিরিঙ্গির একটা খবরের আড্ডা আছে, সেই আড্ডায় মহাপ্রভুরা দিনকে রাত্রি করিতে চান, খাঁটি মিথ্যাটাকে একেবারে জীয়ন্ত সত্য করিতে চান। তারা বলে কি জান? তারা প্রচার করিতেছে যে, এই যে এত স্বদেশী, এত বয়কট দেখিতেছ, এ সব কিছুই না। বিলাতি কাপড় পূর্ব্বে যেমন কাটিত, এখন তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কাটিতেছে, আমদানি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই, আবার বিলাতী বস্ত্রে দেশ ছাইয়া যাইবে। চক্ষু কর্ণ থাকিতে যে লোকে এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, চক্ষু কর্ণহীন ইংলিশম্যান কি তাহাও বুঝিতে পারে না? দেখিতেছে সব, বুঝিতেছে সব, কিন্তু কি করিবে বল! পশার বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যার প্রচার করিতেছে। ওরা ঐ রকম করিয়াই থাকে, ওদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের

বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করিতে হয়! দেশ. বস্ত্রে দেশ ছাইয়া পড়িল, আর সাধু পুরুষ বলে কিনা বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বাড়িয়াছে। এ কথায় কেহ ভুলিতেছে না। স্বদেশীর জয় হইবেই হইবে। ইতি

১৬ই চৈত্র রবিবার ১৩১৪।

---

(১১)

সম্পাদক ভায়া,

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা বল, যেন বৃদ্ধের বৈতরণী পারের বিলম্ব না হয়। বুড়া বয়সের কথা যুবকদের মনের মত হয় না, যুবকেরা যাহা চায়, বুড়া তাহা দিতে পারে না, সুতরাং বুড়ার কথায় অনেকেই বিরক্ত হয়। কেহ কেহ বা বুড়ার গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করিতে চায়। তথাপি বৃদ্ধ পাঁচ জনকে "বচন" শুনাইতে ইচ্ছা করে।

সেই ইচ্ছাটাকে দমন করিতে পারিনা বলিয়াই তোমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করি, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি অযাচিত উপদেশ প্রদান করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। তোমরা সংবাদপত্রের সম্পাদক, তোমরা লোকশিক্ষক, স্বদেশহিতৈষী। তোমাদের কথা দশজনে শোনে, তোমাদিগকে দশ জনে মানে।

তোমরা যাহাতে ভাবিয়া চিন্তিয়া দশটা কথা বল, বুড়ার তাহাই ইচ্ছা, সেই জন্যই "বৃদ্ধের বচন।"

*

তোমরা দেখিতেছি বিধবার বিবাহ লইয়া খুব আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছ। তোমাদের "বঙ্গবাসী" বলিতেছেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোথাকার কে ? সমাজ তাহাকে মানে না, সমাজের সে কেহ নহে, সে ব্রাহ্মণই নহে। কোথাকার কে বিধবা মেয়ের বিবাহ দিল, তাহাতে হিন্দুসমাজের কিছুই যায় আসেনা।

*

কিন্তু এদিকে দেখিতেছি বঙ্গবাসী গাছ কোমর বাঁধিয়া এই কয় সপ্তাহ অবিশ্রান্ত আশু বাবুর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, তোমরাও তাহার ভাগ পাইতেছ। আশু বাবু যদি তোমাদের সমাজের কেহই না হন, তাহা হইলে তুমি "বঙ্গবাসী" এমন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার উপর গালিবর্ষণ করিতেছ কেন ? এদিকে বলিতেছ, দশটা আশু বাবু মেয়ের বিবাহ দিলেও সমাজের কিছুই আসে যায় না, অথচ তোমাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে, তোমাদের পণ্ডিতবাহিনীর রণসজ্জা দেখিলে ত সে কথা মনে হয় না। তোমাদের কথায় ও কাজে কবে মিল হইবে ?

*

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার বিবরণ তোমাদের পত্রে পাঠ করিয়াছি। তিনি এ কয়দিনের মধ্যে যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন

তাহাও পাঠ করিয়াছি। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বিপিন বাবু আসিলে দলাদলিটা আরও পাকিয়া উঠিবে। "একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।" একা তিলকে রক্ষা নাই, এবার আবার তিলকের উপরে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক শোভিত হইবে। কিন্তু আমিত দেখিতেছি, ছয়মাস নির্জ্জনে বাস করিয়া ১৮০ দিন হাততালির হাত এড়াইয়া বিপিনবাবু বেশ থিতাইয়া আসিয়াছেন। বিপিনবাবু দলাদলি ভাঙ্গিতে চান, এক সঙ্গে মিলিয়া কংগ্রেস করিতে চান, মেটার পার্শ্বে তিলককে বসাইতে চান, মদনমোহনের বামে অরবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চান। বৃদ্ধও একদিন এই কথা বলিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন।

গবর্ণমেণ্টের সেতারের নাকি তার ছিঁড়িয়াছে; সেইজন্য বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এমন কি মগের মুল্লুক পর্য্যন্তও বেসুরা বাজিতেছে। কে একজন প্রকাণ্ড ওস্তাদকে নাকি অনেক টাকা প্রণামী দিয়া এদেশের তার বিভাগের সুর বাঁধিবার জন্য আনা হইয়াছে। এই ওস্তাদ সুর মিলাইবে কি, আরও কয়েকটা তার ছিঁড়িয়া একেবারে যন্ত্রটাকে অচল করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সকল ওস্তাদে মিলিয়া শুধু পিড়িং পিড়িং করিতেছেন, আর ওদিকে তাঁহাদের জাত ভাই এবং পরমাত্মীয়গণ একেবারে আসর ছাড়িয়া ভাগাড়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার চেম্বার অব কমার্স বেচারী বেনেদের আমমোক্তার। সে কাঁদিয়া আকুল; দেখিতেছে আর দুই চারি দিন এমনই বেসুরা বাজিলে বেণের পুঁটুলীতে

হাত পড়িবে। তাই সে ঘোর চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। সেই চীৎকারের ফলে সিমলার টনক নড়িয়াছে। শীঘ্রই যন্ত্রের সুর বাধা হইবে। ধর্ম্মঘটে বাঙ্গালী নাই, তাই চোটটা স্বদেশীর উপর পড়িল না। ইতি—

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩১৫।

---

(১২)

সম্পাদক ভায়া,

কেমন? আপদ কাল উপস্থিত হইয়াছে ত? এ সময়ে একবার বৃদ্ধের বচনে কর্ণপাত কর। দেখিতেছ না, চারি দিকে শ্বেতাঙ্গের আরক্ত লোচন। ইহাতে অনেককেই ভস্মীভূত হইতে হইবে।

আমিত ভায়া, একেবারে অবাক হইয়াছি। এ কি ব্যাপার? ইহার সহিত ত হিন্দুত্বের নাম গন্ধও নাই, ইহার মধ্যে আমি ত এক বিন্দুও স্বদেশী দেখিতেছি না। ইহা যে একেবারে পশ্চিমে আমদানী মাল। ইহা যে দানবের অস্ত্র। মানবের দ্রব্য ত ইহা নহে।

স্বদেশের

হায় বিলাতী শিক্ষা, তুমি এদেশটীকে একেবারে বিলাত, একেবারে রুষিয়া করিয়া ফেলিয়াছ। তাহা না হইলে বাঙ্গালীর ছেলে বোমা প্রস্তুত করে? গাড়ী উল্টাইতে চায়? হত্যাকারী হয়? ইহার একটুও স্বদেশী নহে। ইহা সেই বিলাতী শিক্ষা। বিলাত হইতে নিহিলিজ্‌ম্, এনারকিজ্‌ম্ জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়াছে; আর আমাদের গোটা কয়েক ভ্রান্ত যুবক তাহাকে পরম উৎসাহে বরণ করিয়া লইয়াছে।

যাহা কিছু বিলাতী, তাহাই না তোমরা বয়কট করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছ? বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ই বুঝি তোমাদের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। কেন? এই বিলাতী নিহিলিজ্‌ম্, এনারকিজ্‌ম্গুলাকে বয়কট করিতে কে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল? হিন্দুত্বের সহিত, গীতা উপনিষদের সহিত গুপ্তঘাতকের কোন সম্বন্ধ নাই। এ প্রকার ষড়যন্ত্রের কোন প্রকার পোষকতা হিন্দু শাস্ত্রে করে না। এমন নরাধমের জন্য হিন্দুর শাস্ত্রে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুর যুদ্ধ নীতিতে সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই। সেই হিন্দুর দেশে কি না গোপনে বোমা ছুড়িয়া লোকের প্রাণনাশের চেষ্টা!

চাহিয়া দেখ, তোমাদের এই নীচ কাপুরুষোচিত চেষ্টার কি ফল হইল। তুমি ক্ষুদিরাম * তোমার হস্তে নিরপরাধা অসহায়া রমণী ও কুমারীর প্রাণ গেল। ভারতমাতার উদ্ধারব্রতে দীক্ষিত হইয়া, তুমি প্রথমে মাতা ও ভগিনীর প্রাণসংহার করিলে। যাঁহারা তোমার শত্রু নহেন, যাঁহারা তোমার কোন অনিষ্ট করেন নাই, যাঁহারা তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার কুভাব হৃদয়ে পোষণ করেন নাই, তুমি তাঁহাদেরই রক্তে বাঙ্গালা দেশের ধরণী সিক্ত করিলে। এই পাপের ফল, সুধু তোমাকে নহে, সমস্ত বাঙ্গালীকে ভোগ করিতে হইবে।

এখনও বলি বৃদ্ধের বচন শোন; তোমার ও বিলাতী আমদানী এনারকিজ্‌ম্, নিহিলিজ্‌ম্ দ্বারা এদেশে কাজ হইবে না।

---

* মিঃ কিংসফোর্ড, কলিকাতার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। যাহারা স্বদেশীর নামে দেশে অশান্তির সঞ্চার করিতেছিল, মিঃ কিংসফোর্ড তাহাদের কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এজন্য বঙ্গের বিপ্লববাদীর দল তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়াছিল। মিঃ কিংসফোর্ড কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে বদলী হইলে, ক্ষুদিরাম বসু নামক এক যুবক মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণ বিনাশের জন্য মজঃফরপুরে গমন করে। এক দিন ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরের অন্যতম উকীল মিঃ কেনেডির গাড়ীকে মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া, তাহার উপরে বোমা নিক্ষেপ করে। সেই গাড়ীতে শ্রীমতী কেনেডি ও কুমারী কেনেডি ছিলেন, উভয়েই বোমার আঘাতে নিহত হয়েন, গাড়ীর কোচম্যানও এই দুর্ঘটনায় মারা যায়। নরহত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কি পড় নাই ? ভারতবর্ষে ও সব জিনিসের স্থান নাই ; ভারতবাসী ও সকল দানব অস্ত্রের পক্ষপাতী নহে। ইহার অন্য প্রমাণ আর কি দিব, নিরপরাধা রমণী ও কুমারী হত্যাই কি ইহার প্রমাণ নহে ? ভারতমাতা কি এই হত্যার দ্বারা স্পষ্ট-বাক্যে বলিলেন না যে, এমন দানব শক্তিতে ভারতের কার্য্য হইবে না। ঐ যে রমণী ও কুমারীর শোণিতে মজঃফরপুরের ভূমি রঞ্জিত হইয়াছে, উহারই ফলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ভারতবর্ষ মুনি ঋষির দেশ, ভারতবর্ষ যোগী সন্ন্যাসীর আশ্রম, ভারতবর্ষ রাম যুধিষ্ঠিরের লীলাক্ষেত্র, এখানে পাশ্চাত্য সয়তানের আমদানি করিলে তাহাতে সুফল কিছুতেই হইবে না, কিছুতেই হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, হে ক্ষুদিরাম, হে মন্তরামগণ, কোথাও এমন ষড়যন্ত্র দেখিতে পাইবে না ; এভাব বাঙ্গালীর ভাব নহে, এভাব ভারতবাসীর ভাব নহে। হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা স্বতন্ত্র, হিন্দুর হৃদয় অন্য উপাদানে নির্ম্মিত, ইহার মধ্যে রুসের প্রবর্ত্তিত, ইউরোপের অবলম্বিত ঘৃণিত অপবিত্র ভাব যাহারা আনিয়াছে, তাহারা নিজের সর্ব্বনাশ ত করিয়াছেই, দেশেরও সর্ব্বনাশ করিল। মহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাহারা নীচ উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন দিনই সিদ্ধ হয় নাই, কোন দিন হইবেও না। ক্ষুদিরামের দলের যদি কেহ এখনও বাহিরে বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধের এই কথা কয়টী এই ঘোর আপৎকালে গ্রহণ করুক। তাহাদের মঙ্গল হইবে, দেশের কল্যাণ

হইবে, মাতৃমন্ত্র সফল হইবে। নতুবা যড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিলে তোমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; আর তোমাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণ পদদলিত হইবে, ভারতবর্ষ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ইতি—

২৭শে বৈশাখ রবিবার ১৩১৫।

---

(১৩)

সম্পাদক ভায়া,

বুড়ার লজ্জা নাই, তাই আবার তোমাদিকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। তোমাদেরও কিন্তু দোষ আছে, তোমরা বৃদ্ধের বচন না ছাপিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

যাক্ সে কথা। ভায়া আমাকে একটি সংবাদ দিতে পার ? এই যে বিলাতে এস, এম, মিত্র না সিদ্ধমোহন মিত্র নামধারী একটা লোক আছে, তাহার বংশ পরিচয়টা একবার তোমরা দিতে পার ? আর তাহার একখানি ঠিকুজি দিতে পারিলে আমি একবার তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেখিতে পারি।

যাই বল, তোমরাই কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে বাড়াইয়া তুলিলে। কোথাকার কে, সিদ্ধ কি পোড়া, একটা জীব কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ

করিয়া বিলাতে গিয়াছে। সেখানে যাহা হয় বলিতেছে, লিখিতেছে, তাহাতে এত বড় একটা বাঙ্গালী জাতির কি যায় আসে? দুই দশটা কালাপাহাড় যদি দেশটা ওলট-পালট করিতে পারিত, তাহা হইলে এত দিন হিন্দুর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হইত।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ সে দিন তোমাদের একটা রঙ্গমঞ্চে, চৈতন্য লাইব্রেরির এক অধিবেশনে "পথের কথা" ও "পাথেয়র কথা" বলিয়াছেন। আমি কথাগুলি বঙ্গদর্শনে পড়িয়াছি। রবীন্দ্র বাবু একচোটে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। আমি ত ভায়া একবার পড়িয়া পথই পাই নাই, তা পাথেয় সংগ্রহ করা ত দূরের কথা। তোমরা সমজদার লোক, রবীন্দ্র বাবুর কথাগুলির কবিত্ব বাদ দিয়া একটা সার সংগ্রহ প্রকাশ কর, আমাদের পাথেয় যুটুক।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি এখন বাড়ীওয়ালাদিগের উপর পড়িয়াছে। সে দিনের একখানি খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার বাড়ীওয়ালারা ভাড়াটিয়াদিগের নিকট হইতে অধিক ভাড়া লয় কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হইবে। ইহার আবার অনুসন্ধান, নির্দ্ধারণ কেন বাপু? দলে দলে ছেলে স্কুলে কলেজে পড়িতে যায়, তাদের জন্য বাড়ী চাই। তারা ত আর রোজগার করে না যে, তাদের টাকার মায়া থাকিবে;

বাড়ীওয়ালারা যে ভাড়া চায়, তাহারা তাহাই দিতে স্বীকৃত হয়; ইহা বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি হইবার একটি কারণ।

---*---

দ্বিতীয় কারণ, মফস্বলে এখন যার একটু পয়সা হয়, সেই বরফ পানি, বিজলির পাখার বাতাস খাইবার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আড্ডা করে। সে কালে দেখিয়াছি বড় বড় রাজা জমিদারেরাও নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কলিকাতায় যাইতেন না। এখন বার্ষিক হাজার টাকা আয়ের তালুকদার, জোতদারও কলিকাতায় যাইয়া জমিদার হইয়া বসেন; তার জন্য বড় বাড়ী চাই; নতুবা যে বাবুগিরি রক্ষা হয় না। এই মফস্বলের বাবুরাও কলিকাতার বাড়ী ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার পর সাহেব লোকের কথা। সে কালের সাহেব লোক এমন করিয়া কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া বড় একটা এদেশে আসিত না; সুতরাং সাহেব লোকেরা দল বাধিয়া হোটেলে খাইত আর ক্লাবে ইয়ারকি দিত। এখন তিনশত টাকা বেতনভোগী সাহেবও পরিবার লইয়া বাস করে। বাড়ী ভাড়া বাড়িবে না ত কি? কিন্তু মিউনিসিপালিটির এত মাথা ব্যথা পড়িল কেন? যার বাড়ী আছে সে ভাড়া দিবে, যার টাকা আছে সে ভাড়া লইবে; তুমি বাপু তার মধ্যে কথা বল কেন?

---*---

আসল কথা কি জান; মিউনিসিপালিটির দামোদর কিছুতেই ভরিতেছে না। এত টাকা আদায় হইতেছে, তবুও খরচা

কুলায় না, তবুও ধার। তাদের ভেলুয়েশন মতে যে বাড়ীর ভাড়া ৩০ টাকা, বাড়ীওয়ালা সেই বাড়ী ৪৫ টাকায় ভাড়া দিতেছে। কর্ত্তারা ভাবিতেছেন "বাড়ীওয়ালারা-ত বেশ দশ টাকা লাভ করিতেছে, আমরা সহরের শ্রী-বৃদ্ধি করিতেছি, তাহার জন্যইত ভাড়া বেশী হইয়াছে; সুতরাং বাড়ীওয়ালারা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিবে না কেন?" কেমন, এই ত অভিপ্রায়? তা বাপু, তোমরা খুব টেক্স বাড়াও। এমন বাড়াও যে আমাদের মফস্বলের বাবুরা খরচার জ্বালায় অস্থির হইয়া আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুক। তবে মধ্যবিত্ত ও চাকুরে বাবুদের কথা বলিবে? তাহারা আট টাকা মণ চাউল কিনিয়া আধপেটা খাইয়াও বাঁচিয়া আছে, বাড়ী ভাড়া অধিক হইলেও যে করদিন পারে বাঁচিবে, তাহার পর শমন ভবনে গমন করিবে। সেখানে ত আর ট্যাক্স দিতে হইবে না, সেখানে টাকায় পাঁচ সের চাউলও বিক্রয় হর না। সুতরাং তাহাদের জন্য ভাবনা নাই।

বড় মানুষেরা দেশে আসিবে, মধ্য-অবস্থাপন্ন চাকুরেরাও স্ত্রী-পুত্র পরিবার দেশে পাঠাইয়া দিবে; তাহার ফলে পল্লীর শ্রী-ফিরিবে। দেখ সম্পাদক ভায়া, এই সত্তর, আশী, কি একশত টাকার বেতনের চাকুরেরা সপরিবারে কি সুখে যে কলিকাতায় বাস করে, তাহা আমি মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঐ বেতনে কি সংসার চলে? ছেলেপিলেরা কি পেট ভরিয়া খাইতে পায়? তাই দেখিতে পাই, কলিকাতায় যে সকল চাকুরে থাকে, তাদের

ছেলে-মেয়েরা কেমন যেন হইয়া যায়। কলিকাতায় সুখত কত ? টাকায় চারিসের দুগ্ধ, তাহার মধ্যেও আড়াই সের জল। শিশুরা সেই দুগ্ধ পান করে ; তাই কি কেহ পেট ভরিয়া দুগ্ধ পায় ? তাহার পর বাজারের জলখাবার ; সেত বিষ। তবুও কেহ পল্লীগৃহে আসিবে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "দেশে যে ম্যালেরিয়া !" আরে বাপু, তোমরা যদি দেশের দিকে চাও, তোমাদের ছেলে-মেয়ে যদি দেশে থাকে, তাহা হইলে দেশের জঙ্গলও থাকে না, জলাশয়ও ভাল হয়, স্বাস্থ্যরক্ষারও বন্দোবস্ত হয়। তোমরা থাকিবে বিদেশে—আর আমরা কতকগুলি দরিদ্রলোক পল্লীগ্রামে থাকিব, আমাদের সাধ্য কি ? তাই গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কলিকাতার বাড়ীভাড়া খুব বাড়ুক, পল্লীর ছেলে পল্লীতে ফিরিয়া আসুক ; পল্লীর মঙ্গল হউক। তোমরা বৃদ্ধের এ কথায় হয় ত রাগ করিতেছ ; কিন্তু বৃদ্ধ অনেক ভুগিয়া কথা কয়টি বলিল। ইতি—

২০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩১৫।

---

(১৪)

সম্পাদক ভায়া,

সপ্তাহান্তে দুই চারিটি বচন দিতে আসি। তোমার বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা বলিতে পারি

না, কিন্তু বালকেরা মধ্যে মধ্যে এই বৃদ্ধের উপর বড়ই বিরক্ত হয়।

---*---

বালকে ও বৃদ্ধে অনেক প্রভেদ, বালক সম্মুখে সংসারের অতুল সুখ সম্পদ দেখে; বালকের হৃদয়ে অসীম বল, বালক মনে করে দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্জাণ্ডারের অপেক্ষা সে কিছুতেই হীন নহে; আর বৃদ্ধ সম্মুখে দেখে ভবপারের তরণী, পশ্চাতে চাহিয়া দেখে কত বিফল চেষ্টা, কত ব্যর্থ আয়োজন তাহাকে পরিহাস করিতেছে।

---*---

সে কথা এখন থাকুক। তোমাদিগকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আজ তিন বৎসর পর্য্যন্ত তোমরা যে স্বদেশী ও বয়কটের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিলে, এখন কি তাহা ছাড়িয়া দিলে? এই বোমা বিভ্রাটের পর হইতে তোমাদিগের ত এবিষয়ে একেবারেই আগ্রহ দেখিতেছি না। তোমাদের এই অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যের জন্যই এখন ধীরে ধীরে মফস্বলের বাজারে বিলাতী দ্রব্য আবার প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে।

---*---

বিলাতী কাপড়ের দর কমিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ তোমরা রাখ? এখন সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। চাউল, দাইল, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, পাণ প্রভৃতি যে দ্রব্য কিনিতে যাইবে, তাহাই একেবারে অগ্নিমূল্য। লোকের কষ্টের সীমা নাই। মধ্যবিত্ত

গৃহস্থ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তাহার পর সময় বুঝিয়া নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল খরচ চালাইতে গৃহস্থের প্রাণ বাহির হইতেছে। এই সময়ে যদি বিলাতী কাপড় কম মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন দরিদ্র ব্যক্তি সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে? তোমরা যাহাই বল না কেন, আমরা কিন্তু মফস্বলের অবস্থা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বিলাতী দ্রব্য যেন আবার দেশে প্রবেশ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সময়ে তোমরা যদি পুনরায় "বন্দে মাতরম্" বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, সকলকে বুঝাইতে থাক, তাহা হইলে স্বদেশের জন্য অনেকে এই সস্তার প্রলোভন সংবরণ করিতে বাধ্য হইবে।

---*---

আমার কথা এই যে, তোমরা স্বদেশী আন্দোলন কিছুতেই বন্ধ করিও না। অন্যান্য বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা দেশে আসিয়া স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য তুমুল আন্দোলন করিয়াছে; এবার কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া রহিয়াছে। সম্পাদক ভায়া, তোমরা সকলে স্পষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া দাও যে, স্বদেশী প্রচারে সিডিশন হয় না, স্বদেশী প্রচার আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বোমা বিভ্রাটের যাহা হয় হউক, তাহার জন্য আমাদের পরম পবিত্র কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করিব কেন? আমি একথা বলিতেছি না যে, তোমরা ভয় পাইয়াছ। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি যেন অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে, তোমরা অন্যান্য কার্য্যে এরূ মনঃসংযোগ করিয়াছ যে, স্বদেশীর কথা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়াছ।

কিন্তু ভায়া কিছুতেই স্বদেশী বন্ধ করিও না। স্বদেশীই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, এ কথা সকলকে আবার বুঝাও; সাবধান, অবসাদের ছায়ামাত্রও যেন তোমাদের কার্য্যে দেখিতে না পাওয়া যায়।

---*---

তাহার পর আর একটী কথা তোমাদিগকে বলিব। বৃদ্ধের কথায় তোমরা রাগ করিও না। তোমরা সহরে থাক, তোমরা মফস্বলের লোকের কষ্টের কথা হয় ত বুঝিতে পার না। তোমাদের রান্নাঘরে নলের মুখ দিয়া জল পড়ে, তোমাদের শৌচাগারে পর্য্যন্ত কলের জল বিদ্যমান; তোমরা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, এই জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র মাথায় লইয়া পল্লীরমণীগণ চার পাঁচ মাইল দূর হইতে কর্দ্দমাক্ত বিষময় জল আনিয়া পিপাসা নিবারণ করে? এবার যে প্রকার জলকষ্ট হইয়াছে, এমন কষ্ট আমরা অনেক দিন দেখি নাই। কাহার দোষ দিব? দোষ আমাদের অদৃষ্টের। দেশের লোকের মধ্যে যাহার দু পয়সার সংস্থান আছে, সেই কলিকাতায় বাস করিতেছে; গ্রামের কথা তাহার আর মনে হয় না। বহুদিনের পুরাতন জলাশয় সকল সংস্কার অভাবে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে দিন আর নাই, যখন জলাশয় প্রতিষ্ঠাকে লোকে জীবনের একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিত। তোমরা মফস্বলের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কি কোন ব্যবস্থাই করিতে পার না? দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তোমাদের যত্ন ও চেষ্টা প্রশংসনীয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলকষ্ট দূর করি-

বারও চেষ্টা কর না কেন। এই স্বদেশীর দিনে পল্লীগ্রামের এই অভাব দূর করিবার জন্য যদি তোমরা চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইবে। অন্ন ত গিয়াছে, এখন জলটুকুও যদি যায়, তাহা হইলে দেশ যে অল্পদিনের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হইবে। তাহার পরে কি তোমরা "স্বরাজ্য" প্রতিষ্ঠা করিবে? ইতি—

২৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩১৫

---

(৬৫)

সম্পাদক ভায়া,

আমি তোমাদের কালকাতার বোমার রকমটা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের পত্রে যে কত সময়ে, কত রকম রকম সংবাদ পাঠ করিতেছি, তাহা আর বলিতে পারি না।

প্রথমে পড়িলাম—তোমাদের সহরে বোমার আড্ডা ধরা পড়িয়াছে। যাহারা বোমা প্রস্তুত করিত, তাহারা মাণিকতলার একটা এঁদো পোড়ো বাগানে আড্ডা করিয়াছিল। এ কথাটা বুঝিলাম, এমন ভয়ানক কাজে যাহারা হাত দিয়াছে তাহাদের পক্ষে ঐ রকম পোড়ো বাগানেরই প্রয়োজন।

তাহার পর দেখি কিনা সহরের মধ্যে শ্যামবাজারেও একটা আড্ডা। সহরের এক কোণে শ্যামবাজার খানিকটা নিরাপদ স্থান বটে। শেষে শুনি কিনা একেবারে সহরের বুকের উপর হ্যারিসন রোডে বোমা প্রস্তুত হইয়াছে! কথাটা প্রথমে মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কলিকাতা সহর, হ্যারিসন রোড, এমন প্রকাশ্য স্থানে বোমা তৈয়ারি হইত, আর পুলিশের লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা মোটা বেতনভোগী কর্ত্তারা ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই! প্রশংসা করিব কাহাকে? বোমাওয়ালাদিগকে না তোমাদের সহরের পুলিশ কে?

তাহার পর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পার হইয়া বোমা নাকি পুনায় ও বোম্বায়ে গড়াগড়ি যাইতেছে; শ্রীহট্টেও নাকি একটা আড্ডা বাহির হইয়াছে। কোথায় কলিকাতা আর কোথায় বোম্বাই—পুণা। বোধ হয় পুলিশের লোকেরা চারিদিকে খুব ছুটাছুটি করিতেছে। এই বোমা জিনিসটা কি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে? তোমরা যাহাই বলনা কেন, আমার কিন্তু মনে হয়, এখন তোমরা যে সকল সংবাদ দিতেছ, তাহার অনেক গুলিরই মূলে সত্য নাই। তোমরা একদিন সংবাদ দিলে, গ্রেষ্ট্রীটের রাস্তায় বোমা গড়াগড়ি যাইতেছে, আবার কয়েকদিন পরে বলিতেছ কি না সার্কুলার রোডের আবর্জ্জনার মধ্য হইতে একটা রিভলভার বাহির হইয়াছে! সে দিন ঐ সারকুলার রোডের একটা উপাসনালয়ের দ্বারের উপর একটা বোমা পাওয়া গিয়াছে। এ সকল কথা শুনিলে যে ছেলেখেলা বলিয়া

মনে হয়। কি জান ভায়া, তোমাদের সহরের কথা তোমরাই বলিতে পার। আমরা পল্লীগ্রামে বসিয়া ও সকল কথার অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারি না।

আর একটা কথা তোমাদের কাগজেই পড়িলাম। বড়লাট বাহাদুর এক বেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বোমার ও তোমাদের উপর দুই দুইটা আইন জারি করিয়াছেন। আইন পড়িয়াও দেখিলাম। বুঝিলাম তোমরা যদি মানুষ মারিবার পরামর্শ দাও, তাহা হইলে তোমাদের পত্র বন্ধ, তোমাদের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইবে। ইহার জন্য আবার একটা নূতন আইন কেন? তোমাদের জন্য যে আইন আছে, তাহাই ত কল্পতরু বিশেষ। এমন কোন অপরাধ নাই যাহার দণ্ড ঐ আইনে দেখিতে না পাওয়া যায়। তবে ঐ ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিবার কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু তাহারও ত পথ ছিল এবং তোমাদের পুলিশের লোকেরা ত সে পথ ধরিয়াছিল। এক একবার খানাতল্লাসী কর, আর দশ পনের মণ অক্ষর লইয়া যাও। কাহার ঘরে কত অক্ষর আছে? দুই চারিবার অক্ষর ধরিয়া টানা-টানি করিলেই ত তোমাদের কাজ শেষ হইবে। আর "যুগান্তর"কে লোকান্তরে পাঠাইবার জন্যই বা এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা আইন কানুন ভাল বোঝ, তোমরাই বৃদ্ধের এ কথাটির উত্তর দিও। ইতি

২৩শে জৈষ্ঠ রবিবার ১৩১৫

(১৬)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের কুশল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি।

—*—

তোমাদের কলিকাতায় আজকাল যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, দিনের পর দিন যে ভাবে লোকের বাড়ী খানাতল্লাসী হইতেছে, তাহাতে কখন যে কাহার কি হয়, তাহা বলা যায় না।

—*—

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যাহারা চরমপন্থী তাহাদেরই বুঝি বিপদ, তাহাদেরই নাম বুঝি পুলিশের খাতায় লেখা আছে; কিন্তু এখন আর সে বিশ্বাসও নাই। সাক্ষী—তোমাদের সখি "সঞ্জীবনী"—সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়।

—*—

সঞ্জীবনীর কৃষ্ণকুমার বাবু যে গরম দলভুক্ত নহেন, এ কথা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে; তাঁহার বাড়ী যে খানাতল্লাসী হইবে, এ কথা কেহ কখন ভাবে নাই। কিন্তু তোমরাই একদিন সংবাদ দিলে যে, কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে, এ

অবস্থায় তোমাদের কুশল যে সর্ব্বদাই শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাতে আর কথা কি ?

এইত গেল বোমা-বিভ্রাটের পরিণাম। তাহার পর তোমাদের মাথার উপর ত দিবানিশি মুদ্রণশাসনী আইন ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। কখন যে সে বজ্র কাহার মস্তকে পড়িবে, তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার 'কেসরী' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং যে প্রবন্ধের জন্য তিনি অভিযুক্ত হইয়া হাজতে রহিয়াছেন, সেই প্রবন্ধের সরকারি ইংরাজি অনুবাদ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি ; তাহাতে যদি সিডিশন হয়, তাহা হইলে, ভায়া হে, তোমরা যে এত নরম, তোমরাও প্রতিদিন সিডিসান করিতেছ।

বৃদ্ধের বচন তোমরা কোন কালেই গ্রাহ্য করিতে চাও না, এই বড় দুঃখ। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, নূতন মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার সেই incitement to violenc কথাটাকে টানিয়া যত বড় ইচ্ছা তত বড় করা যাইতে পারে। মনে কর তুমি একটা অন্যায় কার্য্য দেখিয়া বলিলে 'দেখ তোমার কাজটা ভাল হইতেছে না।" অমনি তুমি আইনের ফাঁদে পাড়লে ; তুমি iucitement to violence করিলে। এমন আইন মাথার উপর লইয়া তোমরা যে কেমন করিয়া সংবাদপত্র

চালাইবে, তাহা আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তোমরা যদি 'হিন্দু নাশন' অথবা মিররের" অনুকরণে কাগজ চালাইতে পার, তাহা হইলে তোমাদের সাত খুন মাপ। কিন্তু তাহা পারিবে কি ?

ভাল কথা মনে হইয়াছে। যে দিন তোমাদের পত্রে পাঠ করিলাম যে, ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তোমাদের খবরের কাগজ ওয়ালাদের ভুসুণ্ডী শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ভায়া "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আমার মনে একটা উপাধি লাভের আশা জাগিয়াছে। নরেন্দ্র সেনও বৃদ্ধ, আমিও তাই; তিনিও বোমার বিরুদ্ধে, আমিও তাই; তিনিও বোমাওয়ালাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ লইতেছেন, আমিও সে সংবাদ পূর্ব্বেই লইয়া বসিয়া আছি। এ অবস্থায় আমার কি একটা উপাধি লাভ হইতে পারে না ? তোমাদিগকে একটা আফিসের গুপ্ত কথা (official secret) বলি; সরকারের তহবিলে একটা উপাধি এখনও মজুদ আছে, নগেন্দ্র ঘোষের জন্যই সে নূতন উপাধিটা আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু 'মিঃ' শব্দের সহিত সেটা খাপ খাইবে না বলিয়া ঘোস নন্দনের প্রার্থনা মত সেটি সরকারী গুদামে রহিয়া গিয়াছে। তোমরা বলিয়া কহিয়া সেই "রাই রাইয়াঁ" উপাধিটা আমাকে দেওয়াইতে পার ?

বচন

আমি সরকারের অনুগ্রহে, এই খেতাব পাইয়া "খেতাব-হারামী" করিব না ; আমি যথাসম্ভব সরকারের কাজ হাঁসিল করিব। আমি কি কি কাজ করিব, তাহা এখনই বলিতেছি। (১) আমি স্বদেশীর বিরুদ্ধে শয়নে স্বপনে কথা বলিব, (২) আমি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণকে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" রকমে গালাগালি দিব, (৩) আমি প্রত্যেক কার্য্যে সরকারের পক্ষ সমর্থন করিব, (৪) আমি মাননীয় বিচারপতি ফ্লেচার প্রমুখ হাইকোর্টের জজদিগের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা করিব এবং তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিব, (৫) আমি এই বোমা ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করিব, (৬) আমি প্রতিদিন নূতন নূতন লোকের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিব, (৭) সরকার বাহাদুর যখন যে কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করিবেন, তাহাই করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। কেমন ইহাতেও কি উপাধি প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব না ? আরও একটা কাজ করিবার কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; আমি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে রাজভক্তির সার্কুলার বিলি করিব। ইতি

(২৯শে আষাঢ় সোমবার ১৩১৫ সাল।

---

(১৭)

সম্পাদক ভায়া,

দেশের কি হইয়াছে বলিতে পার ? এত রাজদ্রোহের মামলাত, ভায়া, আমার বয়সেও দেখি নাই। সমস্ত ভারতবর্ষেই কি বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়াছে নাকি ?

—————*—————

তোমরা কি বলিবে জানিনা, কিন্তু আমি বলিতে পারি, আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে রাজদ্রোহ হইতে পারে না। যাহারা হিন্দু, তাহারা রাজদ্রোহী হইতেই পারেনা, কখনও হয় নাই। এই সোজা কথাটা যে আমাদের রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

—————*—————

সংবাদপত্রে আর কোন কথা নাই, কেবল রাজদ্রোহের সংবাদ। বাঙ্গালা দেশে রাজদ্রোহ, বোম্বায়ে রাজদ্রোহ, মান্দ্রাজে রাজদ্রোহ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজদ্রোহ, পঞ্জাবেও রাজদ্রোহ। সর্ব্বত্রই রাজদ্রোহ, এমন বিষম কথাত কখনও শুনি নাই। আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তারা পাগল হইয়াছেন নাকি ?

—————*—————

তাহার পর তোমাদের পত্রেই পাঠ করিলাম যে, বোম্বায়ে শ্রীযুক্ত তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে;

সেই মোকদ্দমার বিচার হাইকোর্টের সেসনে হইতেছে। কিন্তু তাহার জন্য এত আয়োজন কেন? শুনিলাম যে কত লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত বোম্বায়ে লইয়া আসা হইয়াছে। সেখানে কি একটা যুদ্ধ বাধিবে?

—*—

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সেকালের লোক আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। যে সাদা কথাটা আমরা বুঝিতে পারি, তাহা যে মহা পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? শুনিয়াছি বিলাতের ভারত সচিব মহাশয় পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি কি এমন সোজা কথাটা বুঝিতে পারিতেছেন না?

—*—

এদেশে রাজদ্রোহ নাই, রাজদ্রোহ হইতেই পারে না। তবে কেহ হয়ত বোমার কথাটা তুলিতে পারে; কিন্তু আমরা এক বাক্যে বলিতে পারি যে, ইংরাজ সরকার এই বোমার ব্যাপার লইয়া যতটা বাড়াবাড়ি করিতেছেন, তাহার ততটা বাড়াবাড়ির কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইংরাজ তিলকে তাল করিয়া একটা হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছেন। আর এদিকে রহস্যপ্রিয় লোক নানা প্রকারে রহস্য করিয়া গোলমালটা আরও বাড়াইয়া দিতেছে। আমারত ইহাই মনে হয়।

—*—

ও সকল বড় বড় কথা থাকুক, দুই একটা ছোট কথা বলি। এই যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তাহা নিবারণের জন্য তোমরাত এখনও বিশেষ একটা কিছু করিতেছ না। তোমরা এখন বোমা বোমা করিয়াই অস্থির হইয়াছ। যে দুই একটা সমিতি এতদিন দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের অন্ন সংস্থানের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও উৎসাহ অভাবে কেমন নিবিয়া যাইতেছে, অথচ অন্নকষ্ট হাহাকার ক্রমেই বাড়িতেছে। এবারে দেশের যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালা দেশে যে প্রচুর ধান্য জন্মিবে তাহা বোধ হইতেছে না। পূজার পরেই দরিদ্রের ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইবে, আমরা এখনই তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সকল কথা শুনিবার লোক কোথায়?

তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহা হইলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে বিগত বৎসরে জেলায় জেলায় জেলা সমিতির অধিবেশন হইল, তোমরা সকলে গিয়া বক্তৃতা করিলে, আরও কত কি করিলে; তাহার পর এত দিন চলিয়া গেল, কিন্তু আরত কিছু শুনিতে পাই না। আমাদের উকিল বাবুরা সেই স্বদেশী পূজার কয়দিন খুব মাতিয়াছিলেন, তাহার পর একেবারে চুপ; কাহারও মুখে একটি শব্দও শুনিতে পাই না। এই শুনিলাম পল্লী সমিতি হইবে, গ্রামে গ্রামে প্রচারক গমন করিয়া দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি, সবই

বক্তৃতা, সমস্তই ত্দিনের আড়ম্বর। এক ময়মনসিংহের অনাথ বাবু ব্যতীত আর কাহারও মনে পল্লীর কথাও জাগে নাই।

আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? পাবনার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে একটা প্রস্তাব হয় যে, যে যে স্থানে পিউনিটিব পুলিশ বসিয়াছে, সেই সেই স্থানের লোকের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হউক। পাবনার প্রাদেশিক সমিতিতেই কিছু টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল, এবং পরে আরও টাকা তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে এ কথাও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন কথাই ত শুনিতে পাওয়া গেল না। যে টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল তাহার দ্বারা কোন্ গ্রামের দরিদ্র লোকের সাহায্য করা হইয়াছে, এবং পাবনার সভার পর আর কোথাও চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছে কি না, এ সংবাদ আমরা কি শুনিতে পাইব না? তোমরা এই কথাটা লইয়া একটু আন্দোলন করিও। ইতি—

(৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩১৫।)

---

(১৮)

সম্পাদক ভায়া,

এখনও যদি দেশের আপৎকাল উপস্থিত বলিয়া মনে না কর, তাহা হইলে তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। তোমরা মনে কর আর না কর, আমরা কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, দেশের ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য বৃদ্ধ আবার তোমাদিগকে সেই পুরাতন কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমাদের সেকালের লোকের এক একটা প্রথা বহুকাল ধরিয়া অবাধে চলিয়া আসিত। সেই সকল প্রথা নানা সময়ে নানা প্রকার আপদ বিপদের মধ্য দিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিত বলিয়া কেহ সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পত্র লিখিবার পাঠের উল্লেখ করিতেছি। আমরা এখন বৃদ্ধ হইলেও এক কালে যুবক ছিলাম। চিরকালই আমরা এইরূপ লোলচর্ম্ম গলিতদশন স্থবির ছিলাম না; যৌবন কালে আমরাও প্রেমের মহিমায় পাগল হইতাম, গৃহিণীকে প্রেমপত্র লিখিতাম, গৃহিণীর নিকট হইতেও প্রেমপত্র পাইতাম, কিন্তু কখনও পাঠ বদলাই নাই।

গৃহিণী পত্রের পাঠ লিখিতেন "শ্রীচরণ কমলেষু" আমরাও গৃহিণীকে লিখিতাম "পরম কল্যাণীয়া"। ইহার অধিক আর কিছু নহে। কিন্তু এই যে এখন তোমরা নানা প্রকারের "নবরে নব নিতুই নব" পাঠ আবিষ্কার করিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর, ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়াছ কি? এখন প্রণয় পত্রে যে সকল পাঠ ব্যবহৃত হইতে দেখি, তাহা যে কিরূপ রাজবিদ্বেষ-প্রচারক, কিরূপ রাজবিদ্রোহপূর্ণ, তাহা কখনও চিন্তা করিয়াছ কি? যদি না করিয়া থাক, তাহা হইলে এই সময়ে চিন্তা করিয়া দেখিবার মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই সুযোগে নূতন প্রণয়-পাঠের প্রকৃত অর্থগুলি ভাল করিয়া অবধান করিও।

---*---

তোমরাই না সেদিন লিখিয়াছ যে, একটি রমণী তাঁহার পুত্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন "তোমার জন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি" এই কথার মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজবিদ্বেষের অঙ্কুর আবিষ্কার করিয়াছেন। তবেই দেখ, ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যখন জননীর লিখিত পত্র পুত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সিডিশনের মামলায় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন প্রেমপত্র গুলি যে খাঁটি সিডিশন হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত না দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না।

---*---

মনে কর, একটি নব-বিবাহিতা বালিকা তাহার পতিকে সম্বোধন করিয়া পত্রে লিখিল "প্রাণেশ্বর।" আর সেই পত্র যদি কোন সুযোগে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তগত হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে? ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের সূক্ষ্ম অস্ত্রে এই "প্রাণেশ্বর" শব্দের বিশ্লেষণ করিবেন এবং স্থির করিবেন যে, লেখিকা রাজ-বিদ্রোহিণী। কারণ, রাজা অথবা রাজপুরুষ অথবা রাজার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি পুলিশ ভিন্ন অন্য কেহ কোন লোকের ধন বা প্রাণের ঈশ্বর হইতে পারেন না! পুলিশ যখন প্রজার ধন প্রাণের কর্ত্তা, তখন অন্য কোন লোককে "প্রাণেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করা এবং দেশের রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করা কি একই কথা নহে? পুলিশ বর্ত্তমান থাকিতে অন্য কোন পুরুষ রাজবিধান অনুসারে কোন রমণীর "প্রাণেশ্বর" হইতে পারে না।

যদি "প্রাণেশ্বরের" পরিবর্ত্তে "প্রিয়তম" শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও বিপদ সামান্য নহে। রাজা অথবা রাজপুরুষগণকে "প্রিয়তম" না বলিয়া অন্য কোন পুরুষকে "প্রিয়তম" বলিলে ত স্পষ্টই রাজবিদ্বেষ প্রকাশ পায়। "প্রিয়তম"ই বল আর "প্রাণেশ্বর"ই বল, রাজা বা রাজপুরুষ ব্যতীত এই কথায় আর কাহারও দাবী থাকিতে পারে না। সিংহাসন এবং মুকুটে যেরূপ একমাত্র রাজারই দাবী আছে, (তা' সিংহাসন কাষ্ঠেরই হউক, আর স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিতই হউক এবং মুকুটটা ফুলেরই হউক বা মণিমাণিক্য খচিতই

হউক) অন্য কাহারও তাহাতে দাবী থাকিতে পারে না, সেইরূপ "প্রিয়তম" "প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি সম্বোধনেও রাজা অথবা রাজপুরুষ ভিন্ন আর কাহারও দাবী থাকিতে পারে না। সুরেন্দ্র বাবু মাথায় ফুলের মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিরূপ বিভ্রাট হইয়াছিল মনে আছে ত * ?

আমাদের অক্ষয়কুমার পাকা লোক ছিলেন; কারণ তিনি সেকালের কিনা, তাই চারুপাঠে "তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ" লিখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া ছিলেন; তাঁহার সে উপদেশ তোমরা পড়িয়াছ কি ? তিনি লিখিয়াছিলেন, "পাপরূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ?" দত্ত ভায়ার সে কালের উপদেশ এখন পালন কর, কোন বিপদ ঘটিবে না। সতত মনে রাখিও "গোয়েন্দারূপ পুলিশ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া তোমাকে হাজত মন্দিরে লইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?" ভায়া, যদি তোমাদের বাটীতে তোমার গৃহিণীর লেখা "প্রিয়তম"

---

* স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতার বড়বাজারে একটা স্বদেশী সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উদ্যোগীরা সুরেন্দ্র বাবুর কণ্ঠে পুষ্পমাল্য এবং মস্তকে একটি পুষ্প-মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন। কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র এই ব্যাপার উপলক্ষে সুরেন্দ্র বাবুকে "বিদ্রোহী" "বৃটিশরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী" প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

"প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি সম্বোধনযুক্ত কোন পত্রাদি থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে তাহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখ। কারণ "গোয়েন্দারূপ পুলিশ" ইত্যাদি।

প্রজা যাহাতে ধর্ম্মপথে থাকিয়া শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার পালন করে, রাজার সে দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। আমাদের রাজারও কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা নাই; দেখ না, পুনার তিলক ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন অথচ শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার পালন করেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৩ বৎসর হইল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি "বনং ব্রজেৎ" বিস্মৃত হইয়া সংবাদপত্র লইয়া আছেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু রাজা ত আত্মবিস্মৃত নহেন, তাই তিলকের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিবার পর হইতেই (অনেকে বলেন পূর্ব্ব হইতেই) রাজপুরুষগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। রাজপুরুষগণ বারবার তিনবার, অর্থাৎ তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীমান তিলক বানপ্রস্থ অবলম্বনের কোন আয়োজন করিলেন না, তখন অগত্যা তাঁহাদিগকেই সেই আয়োজন করিতে হইল। ঘাটে ষ্টীমার আসিল, বিচারালয়ে বিচার হইল, জুরিরা বলিলেন "গিল্টি" আর অমনি বিচারপতি তাঁহাকে "বনং ব্রজেৎ" করিতে বাধ্য করিলেন।

একটা কথা উঠিয়াছে যে, তিলক "গিল্টি" কি না? আজ কাল-কারবাজারে কে যে গিল্টী আর কে যে খাঁটি তাহা স্থির করা বড়

সহজ নহে। দেখ না, তিলক এতদিন দেশের লোকের নিকট কেমন খাঁটি সোণা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া ফাঁকি দিয়া এত দিন খাঁটি সাজিয়াছিলেন, তাহা এইবার স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। ফৌজদারি দণ্ডবিধির আগুনে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি যে গিল্‌টী, ইহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। কেবল তিলক বলিয়া নহে, বাঙ্গালা দেশেও এইরূপ অনেক গিল্‌টী এখন খাঁটি সাজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু দেখিবে একবার ১২৪ ক ধারার আঁচ লাগিবামাত্র তাঁহারাও চটিয়া যাইবেন, তখন বুঝিবে যে তাঁহারাও "গিল্‌টী"। ১২৪ ক ধারায় খাঁটি হওয়া অর্থাৎ "নট গিল্‌টী" হওয়া যে সে লোকের কর্ম্ম নহে।

তোমার বয়স এখনও ৫০ হইতে কয়েক বৎসর অবশিষ্ট আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। কারণ যখন "নরা গজা বিংশে শত" ছিল, তখন ছিল "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" কিন্তু এখন, গজের যাহাই হউক, নর ত ৬০ বৎসরেও বড় ওঠে না, সুতরাং সে অনুপাতে পঞ্চাশটা পঁচিশ করিয়া লওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এ যুক্তি রাজপুরুষগণ অগ্রাহ্য করিবেন না। দুই দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে, অনেক পঁচিশ বৎসরের বৃদ্ধকেও রাজপুরুষগণ বান-প্রস্থ অবলম্বনে বাধ্য করিবেন। এই আলিপুরের বিচারেই দেখিবে, বৃদ্ধের বচন সত্য কি না।

তিলকের জন্য অনেকে দুঃখ করিতেছেন, দুঃখের মাত্রা যেখানে অতিশয় প্রবল, সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শোণিতপাতও

হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান তিলক রাজাদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন, ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণ ত দেখি না। যদি তাঁহার প্রতি কাহারও যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকে, তবে তিলক পিনালকোর্ডের বহির্ভূত যে সকল মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সেইগুলি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করুন। যদি তিনি ছয় বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তিনি যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেই রূপই আছে, কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, তাহা হইলে কি তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না? লোকে তাঁহার জন্য মাথা ফাটাফাটি করিয়াছে শুনিলে কি তিনি কৃতার্থ হইবেন? যাহারা এইরূপে দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া তিলকের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিলককে চিনিতে পারে নাই। তাহারা সত্যসত্যই তিলককে গিল্‌টী বলিয়া মনে করে। ইতি—

(১২ শ্রাবণ সোমবার ১৩১৫।)

---

(১৯)

সম্পাদক ভায়া,

গতবারে যখন তোমার পাঠকগণকে আমার বচনামৃত পান করাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম, তখন মনে করি নাই যে, আমার লেখাটা তুমি অবিকৃত ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

করিবে। মনে করিয়াছিলাম যে, সম্পাদকীয় প্রথায় যদিও আমার লেখার "কার্য্য" কাটিয়া "কর্ম্ম" না কর; তাহা হইলেও অন্ততঃ ফুটনোটে একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিবে। অথবা "প্রাপ্ত পত্রাদির জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন" বলিয়া একটা সাফাই গাহিয়া রাখিবে। কিন্তু তুমি সে সকল কিছু কর নাই বলিয়া বড় গোলযোগ হইয়াছে!

তুমি স্বীকার কর আর না কর, আমি শুনিয়াছি যে, গতবারে আমার "বচন" গুলি প্রকাশ করিবার পর হইতেই তোমার অনেক পাঠক, কিংকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তোমার নিকট পরামর্শ লইতে যাইতেছেন। অনেকে নাকি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "আমাদের রমণীরা যদি রাজপুরুষদিগকে 'প্রিয়তম' 'প্রাণেশ্বর' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে আমরা (অর্থাৎ শ্রীমান পুরুষেরা) কি করিব? আমরা কি—"ইত্যাদি। তোমরা হয় ত মনে করিবে যে, হাঁ, এ কথাটা একটা ভাবিবার মত কথা বটে! কিন্তু ভায়া, ভাবিবার পূর্ব্বেই গোড়ায় গলদ করিও না। আগে ভাবিয়া দেখ দেখি, এদেশে শ্রীমান পুরুষ কয়জন আছে?

মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ থাকিলেই পুরুষ হয় না, সভায় দাঁড়াইয়া গলাবাজি করিতে পারিলেও পুরুষ হয় না, অথবা আফিষে গিয়া চাকরি করিতে পারিলেও পুরুষ হয় না। পুরুষের ভাব পৌরুষ, যাহার পৌরুষ নাই সে আবার পুরুষ কি? যে ব্যক্তি পুরুষকারের উপর

একান্ত নির্ভর করে, সেই ত পুরুষ। মনে আছে, মহাভারতে সূত-পুত্র কর্ণ কি বলিয়াছিলেন? তাঁহাকে "সূতপুত্র" বলিয়া গালি দেওয়া হইলে তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তন্ত পৌরুষম্!" এই ত পুরুষ মানুষের কথা! কেবল Being given to understand বলিয়া দরখাস্ত লিখিয়া চাকরি সংগ্রহ করিলে, কি পুরুষ হয়? ফ্রান্সে একজন পুরুষ জন্মিয়াছিলেন—নেপোলিয়ান। যখন একজন ঘটক তাঁহার কুলগৌরব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন নেপোলিয়ান সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব-পুরুষের পরিচয় চাহি না; আমার পরিচয় ফণ্টনেটের যুদ্ধের দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" নেপোলিয়ানের জীবনের ঐটাই প্রথম যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে নেপোলিয়ান জয় লাভ করিয়াছিলেন।

এখন বুঝিলে যে, যাহারা দৈবের উপর সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পিতৃপিতামহের নামে পরিচয় দেয়, তাহারা পুরুষ নহে বরং তাহাদিগকে কাপুরুষ বলাই সঙ্গত। শুনিতে পাই ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন "মনুষ্যত্ব" শব্দ ব্যবহার করিতেন না, তিনি "পৌরুষ" কথাটাই ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। "Humanity" অপেক্ষা "Manliness" শব্দটা তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি পরদুঃখকাতরতাকে Manliness বলিতেন; দয়ামায়া, সরলতা, সাধুতা, সাহস, বীর্য্য, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণকেই এক কথায় Manliness বলিতেন।

তাঁহার মতে পুরুষের যে সকল গুণ থাকা উচিত, তাহার সমস্তই পৌরুষের অন্তর্গত। গ্লাডষ্টোন স্বয়ং পুরুষ ছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি পুরুষের লক্ষণটা যে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বীকার করি।

আমি ভায়া এখন বঙ্গদেশকে রমণীরাজ্য বলিয়াই মনে করি। এদেশে পুরুষ কোথায়? তিন বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর দেশে এখনও অবাধে বিলাতী বস্ত্র বিক্রীত হইতেছে, যে বাঙ্গালী বিলাতী সিগারেট অস্পৃশ্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর দেশে এখন বিলাতী সিগারেটের শত সহস্র দোকান খোলা রহিয়াছে, ইহাই কি বাঙ্গালীর পুরুষত্বের লক্ষণ? ধিক্ বাঙ্গালীর পুরুষত্বকে। বাঙ্গালী যখন পুরুষ হইবে, তখন রাজপুরুষ দিগকে তাহারা কি বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহা বলিয়া দিব, এখন নহে। আমি অনধিকারীকে উপদেশ প্রদান নিরর্থক বলিয়া মনে করি।

একটা কথা বহু প্রাচীন কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, "বীজ আগে না বৃক্ষ আগে?" বৃক্ষ না হইলে ফল হয় না এবং ফল না হইলেও বীজ পাওয়া যায় না, সুতরাং বৃক্ষই আগে হইয়াছিল, আবার অগ্রে বীজ না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তিও অসম্ভব, সুতরাং বীজই অগ্রে। এই প্রশ্নের কখনও মীমাংসা হয় নাই এবং ভবিষ্যতে

হইবেও না। এখন আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাহার মীমাংসা কর দেখি। আজকাল সিডিশনের হুজুগে একটা কথা শুনিতে পাই "Government established by law" একথাটা আমাদের রাজার দণ্ডবিধিতে আছে। এখন বল দেখি, গবর্ণমেণ্ট আগে না আইন (রাজবিধান) আগে? Government established by law না Law established by Government? অগ্রে কি গবর্ণমেণ্ট হইয়া পরে রাজবিধান প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, না প্রথমে রাজবিধান প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে সেই বিধান অনুসারে গবর্ণমেণ্ট হইল? বিধানের দ্বারা যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বিধানের প্রণেতা কে? ইহার একটা সদুত্তর দাও দেখি? ইতি

(২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩১৫)

---

(২০)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদের পুলিশের জ্বালায় কাগজ পত্র পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। পুলিশের লাল পাগড়ি ওয়ালারা দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, কেবল জিজ্ঞাসা করে "মশাই কি 'যুগান্তর' পান?"

আচ্ছা, এ লোকগুলার কি আক্কেল বল ত! 'যুগান্তর' কবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যখন ছাপা হইত তখন তোমাদের সহরের নগদ বিক্রয় মিটাইয়া দিয়া তবে দুই এক খণ্ড মফস্বলে আসিত আর ছোড়ারা তাহাই লইয়া হৈ চৈ করিত। আমরা কদাচিৎ এক আধ খানি দেখিতে পাইতাম।

এখন তোমাদের মুখেই শুনি যে, মধ্যে মধ্যে নাকি 'যুগান্তর' লেফাফার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কোথাও কোথাও দেখা দেয়। তা ভায়া, আমি কবুল জবাব দিতেছি, আমি কোন দিন সে লেফাফা পাই নাই। পাছে অন্য কোন খবরের কাগজের গ্রাহক বা পাঠক হইলে শেষে যুগান্তরের লেফাফাও একদিন আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে "সর্ব্বং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছি। তোমাদের কাগজ পড়িয়া কি শেষে জেলে যাইব?

সে দিন একটা ছোকরা বলিতেছিল যে, বাঙ্গালা দেশে যত বড়-মানুষ আছেন, তাঁহারা সকলে নাম স্বাক্ষর করিয়া দেশের দশজনের নিকট এক অনুরোধ:পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে রাজভক্তির কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন দেশের দশজনকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা দেশের মধ্যে টাকায় বড়, রাজ দরবারে তাঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে, সকলেই অল্পবিস্তর জমাজমী রাখেন, এ অবস্থায় তাঁহাদের দুইটা কথা বলি-

বার অধিকার আছে বৈকি ? ছোকরা গুলা এমন বদ যে, তাহারা এ কথা মানিতে চাহে না।

এই মাতব্বর ব্যক্তিগণ উপদেশ দিতেছেন যে, "তোমরা খুব স্বদেশী কর, কিন্তু বয়কটটা ছাড়িয়া দাও। স্বদেশীর জন্য ত কোন গোল হইতেছে না, উহার সহিত বয়কট সংযুক্ত হইলেই আর "অনেষ্ট স্বদেশী" থাকে না। শ্বেত কৃষ্ণে এই যে কথান্তর মনো-মালিন্য ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, বয়কটই উহার কারণ ; অতএব সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ঐ বয়কটটা ছাড়িয়া দাও"। এই গেল এক দফা উপদেশ দশ জনের উপর। তাহার পর দ্বিতীয় দফায় ইহাঁরা সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে বলিতেছেন যে "তোমরা বাপু এখন একটু সুর নরম কর। বৃথা চীৎকার, রাগারাগি, গালাগালি করিয়া দেশটাকে গরম করিতেছ কেন ? ফল যে কি হয় তাহা ত দেখিতেছ। অতএব "গুডবয়ের" মত এখন দশটা বাজে কথা লেখ, চটাচটি করিও না।" শেষ দফায় ইহাঁরা ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন "তোমরা বাপু এখন ও সব রাজনীতির মধ্যে যাও কেন ? এখন পড়াশুনা কর, পাশ কর, জলপানি আদায় কর, পদক লও। তাহার পর যখন দশ জনের এক জন হইবে, তখন দেশের কাজে, দশের কাজে হাত দিও।" বৃদ্ধ বলিতেছেন—তথাস্তু।

ভায়া, তুমি বলিতে পার, তোমাদের এই কলিকাতার বোমার
মলা গুলি কবে শেষ হইবে ? এই ত দেখিতে দেখিতে তিন
ন হইতে চলিল, কিন্তু একটা ব্যতীত আর কোন মোকদ্দমারত
ষ দেখিতেছি না। হ্যারিসনরোডের বোমার মামলা আর
ড়াইবার উপায় থাকিলে হয়ত শ্রীমান নর্টন বাবাজীবন তাহার
ষ্টা দেখিতেন ; কিন্তু সে উপায় আর নাই। আলিপুরের মামলা
আরও কতকাল চলিবে, তাহা কেহই বলিতে পারিতেছে না।
মান নর্টন, শ্রীমান আশুতোষ বিশ্বাস এবং আরও দুই চারিজন
ারিষ্টার ও উকিল বিলক্ষণ দশ টাকা পাইতেছেন। যে প্রকার গতিক
খিতেছি, তাহাতে এই মামলায় সরকারের অর্থাৎ গরিব আমাদের
ই তিন লক্ষ টাকা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" ব্যয় হইবে। এত গোলমালের
স প্রয়োজন ছিল বাপু ? সেই বহু দিনের পুরাতন রেগুলেশানটাকে
একবার ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে ; দেশের দশজনও
াহার অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছে। সেইটাকে লাগাইয়া দিলে
াকরা গুলাও এতদিন হরিণবাড়ি ও আলিপুর করিত না, শ্রীমান
টন প্রভৃতির পূজার জন্যও দেশের এতগুলি টাকা উৎসর্গ করিবার
য়োজন হইত না ; নরেন্দ্র গোস্বামীরও দরকার পড়িত না, বৃদ্ধের
নুরোধ এই যে আলিপুরের প্রথম দলের যাহা হইতেছে তাহা ত
ার নিবারণ করিবার উপায় নাই, বর্ত্তমান যে দ্বিতীয় দল গঠিত
ইয়াছে এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় দলও গঠিত হইবার যে সুসংবাদ
ীমান নর্টন প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের জন্য একটা
রাসরি ব্যবস্থা হইলে লোকগুলাও অল্পে অব্যাহতি পায়,

সরকারেরও টাকা বাঁচে, মিঃ বারলিও নিশ্বাস ফেলিয়া বাচেন। ইতি

(২৮শে শ্রাবণ বুধবার ১৩১৫।)

---

(২৩)

সম্পাদক ভায়া,

আমি যে বৃদ্ধ হইয়াছি তাহাতে আমিও আর কণামাত্র সন্দেহ করি না। তোমাদের নিকট দুই একটা বচন ঝাড়িবার জন্য আমি বৃদ্ধ হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে একটু ধারণা ছিল যে, আমি বোধ হয় এখনও বৃদ্ধ হই নাই। এখন কিন্তু আমার সে ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির একটিমাত্র কথায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি বাস্তবিকই বৃদ্ধ হইয়াছি। ব্যাপারটা খুলিয়া বলি।

গত বুধবারে মিঃ বার্লি বোমার মামলার প্রথমদলভুক্ত আসামিদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন That you……did wage war against the king…… অর্থাৎ তোমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ বা সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছ। এই যুদ্ধটা কোথায় হইয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "at various places in Bengal including 32Muraripukur road, Maniktolla."

অর্থাৎ মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডের ৩২ নম্বরে এবং বঙ্গের নানাস্থানে। সমরের উল্লেখও যে তিনি না করিয়াছেন, তাহা নহে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখের বৎসর খানেক পূর্ব্বে। যাক, এখন দেশ ও কাল স্থির হইয়া গেল, পাত্রও পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে। এক পক্ষে মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপশালী ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, অপর পক্ষে আলোচ্য মোকদ্দমার অভিযুক্ত ৩০।৩২ জন আসামী। এত বড় একটা মহাযুদ্ধ হইয়া গেল, আর আমি মাণিকতলার বাজারের নিকট থাকিয়াও ইহার কোন সংবাদ পাইলাম না; ইহা কি আমার বার্দ্ধক্যের পরিচয় নহে?

যখন সকল যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদই ইতিহাসে স্থান পায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে তিব্বত অভিযান পর্য্যন্ত যখন কোন যুদ্ধই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঐতিহাসিকের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, তখন মাণিকতলার এই মহাসমরও যে, ইতিহাসে স্থান পাইবে; তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসে স্থান পাইবে বলিয়াই আমার ভাবনা হইয়াছে। যদি তোমাদের কল্যাণে আরও ১০।১৫ বৎসর খোস মেজাজে ও বহাল তবিয়তে তোমাদের (এখন আর আমাদের বলিব না) এই পৃথিবীতে বিচরণ করি, তখন ছোট ছোট ছেলেরা আমাকে বোকা বনাইবে বলিয়া ভয় হয়। তাহারা যখন বলিবে "বৃদ্ধ, তুমি বহুকাল মাণিকতলার বাস করিয়াছ. আমরা ইতিহাসে "Battle of Maniktolla" পাঠ করিয়াছি, তুমি সেই

মহাসমর প্রত্যক্ষ করিয়াছ, আমাদিগকে সেই যুদ্ধের গল্প বল।” তখন আমি কি বলিব? তখন কি আমি তাহাদিগকে বলিব যে, সেই মহাযুদ্ধের কামান নিচয়ের মহাগর্জ্জন আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই, আগ্নেয়াস্ত্র মুখনিঃসৃত ধূময়াশি আমি দর্শন করি নাই, এমন কি যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রে একটা মৃতদেহ বা একবিন্দু শোণিত পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই? তাহারা আমার এ কথার বিশ্বাস করিবে কি? তাহারা তখন হয় আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিবে, নতুবা মনে করিবে, যুদ্ধের পূর্ব্বেই উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহরচনা প্রভৃতি দেখিয়া কাপুরুষের ন্যায় আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু ভায়া, দোহাই তোমাদের, আমি সত্য বলি-তেছি, মাণিকতলার যুদ্ধের কোন আয়োজন বা চিহ্ন দেখি নাই, এবং গত ১১ বৎসরের একদিনও মাণিকতলা পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করি নাই। সুতরাং এত বড় যুদ্ধটার কোন সংবাদই যে আমি পাইলাম না, সেটা আমার বার্দ্ধক্যবশতঃ বলিতে হইবে।

—*—

ভায়া, বিপিন বাবু বিলাত যাত্রা করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছেন। যাহা ধ্রুব—যাহা অবধারিত, যাহা অনিবার্য্য, তাহাকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভারতের চারিদিকেই যেরূপ দ্বীপান্তরের ধূম পড়িয়াছে, তাহাতে “কি জানি কখন কার সন্ধ্যা হয়।” আজ যিনি কলিকাতায় বিচরণ করিতে-ছেন, কাল তাঁহাকে যে বিচারকের আদেশে আণ্ডামানে গমন

করিতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? এই দ্বীপান্তর বাসের সংক্রামকতার সময় বিপিন বাবুর আত্মনির্ব্বাসন তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। তবে অনেকে বলিতে পারেন, বিচারকের আদেশে সাগর যাত্রা করিলে তাঁহাকে আর ষ্টিমার ভাড়াটা দিতে হইত না, রাজরোষে পতিত হইলে রাজকোষ হইতেই রাহা খরচের ব্যবস্থাটা হইত। কিন্তু বিপিন বাবু দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে বিপিন বাবুর কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন যে, রাজকোষে ঐ টাকাটা থাকিলে আর একজন স্বদেশভক্তের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

ভায়া, তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে দেখিতেছি আমাদের মত বৃদ্ধদের আর এখানে থাকা উচিত নহে, এখন সেই প্রাচীন "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতির অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমি বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টনের কথা বলিতেছি। বৃদ্ধ উকিল দুর্গাচরণ সান্যাল যেরূপ শেষ বয়সে নূতন করিয়া পশার করিবার জন্য দিনাজপুরে গমন করিয়াছিলেন, আমাদের নর্টন সাহেবও সেইরূপ শেষ বয়সে নূতন পশার করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতির স্বভাবই এই যে মক্কেলের নিকট প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য প্রতিপক্ষদলকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মৌখিক তাড়না করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ নর্টনও সেজন্য আলিপুরের যুবক ব্যারিষ্টারদিগকে দুই একবার মৌখিক তাড়না করিতেন। বৃদ্ধ হইয়া যদি কোন যুবককে বলা যায় "আঃ আহাম্মুক,

বোঝ না মিছে ছেলেমানুষি কর কেন?" অথবা "ছোঁড়াগুলার জ্বালায় আমাদের আর কথা কহিবার যো নাই" তাহা হইলে সে কথাটা বিশেষ দোষের নহে। কিন্তু নর্টন ভায়া ঐ রূপ দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কি অবশেষে তাঁহাকে আদালতের মধ্যে এমনি করে অপ্রস্তুত করা কর্ত্তব্য? তোমরা যাহাই বল না কেন তিনি যখন আদালতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন "I desire also to express my regret that in the heat of the moment I permitted myself to addres Mr. Chatterjee in a language which betrayed irritation." তখন বাস্তবিকই আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। ছি ছি বৃদ্ধকে এ রূপ করিয়া অপ্রস্তুত করাটা কি ভাল হইয়াছে? ইতি—

(৭ই ভাদ্র রবিবার ১৩১৫।)

---

(২২)

সম্পাদক ভায়া,

সাবধান; মান্দ্রাজ প্রদেশে সম্পাদকমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে; বোম্বায়েও তাহার বাতাস লাগিয়াছে। উজান বাহিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিতে আর কতক্ষণ! তাই বলিতেছি, সাবধান ভায়া, সাবধান!

কি লিখিলে যে রাজদ্রোহ হয় না, তাহা যখন একেবারেই জানিতে বা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তখন আমার বিবেচনায় তোমাদের হয় সম্পাদকের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুলিশের গোয়েন্দা হওয়া উচিত, আর না হয় একেবারে কৃষিকার্য্য। এতদুভয়ের কোনটিতেই রাজরোষের ভয় নাই।

ঘর গৃহস্থালী আছে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে, একটু বুঝিয়া চলা ভাল। দিন সময় বড়ই মন্দ পড়িয়াছে। এই দেখ না শ্রীমান বিপিনচন্দ্র পাল বাবাজীবন কেমন বুদ্ধিমাম্ বালক। কবে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে, কবে কি গোলযোগ হইবে, আর অমনি জেল। কাজ কি বাপু? দেশের কাজ কি আর বিদেশে, ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের সীমানার বাহিরে বসিয়া করা যায় না? তাই পাল বাবা-জীবন ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতের দুঃখ-কাহিনী শুনাইতে গেলেন। ব্যবস্থাটা বেশ হইয়াছে। অতি-সাবধান বৃদ্ধ বলিতেছেন ;—

"বাহবা, বাহবা, বাহবা নন্দলাল ?"

সে দিন একখানি ইংরাজি খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম যে, শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার নামক কালীঘাটের মা কালীর একজন সেবায়েৎ সমস্ত সেবায়েতের পক্ষ হইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, মা কালীর মন্দিরের সীমার মধ্যে স্বদেশী সভা বা ঐ রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে তোমাদের নিকট আমার কয়েকটি

স্বপক্ষের

কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম কথা এই যে, শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার মহাশয়টি কে? আমি মা কালীর সেবারেৎ এক হরিদাস হালদারকে জানিতাম, তিনি "সন্ধ্যার" খুব একজন গোঁড়া ছিলেন, স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করিতেন, কালীঘাটের চরমদলের একজন নেতা ছিলেন। ইনি কি সেই হরিদাস? তাহার পর আর এক হরিদাস হালদারের কথা তোমাদের পত্রেই পড়িয়াছিলাম। তাহার বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছিল। এই হরিদাস কি তিনি? তোমরা আমার এই সন্দেহটা ভঞ্জন করিও। পাড়াগাঁয়ে থাকি, অনেক কথা জানিতে পারি না, তাই অনেক সময় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

আমি মনে করিয়াছিলাম বোমা এবং সিডিসনের চাপে পড়িয়া বুঝি কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাইল। কিন্তু এখন দেখিতেছি কংগ্রেসের প্রাণবায়ু একেবারে বাহির হইয়া যায় নাই, তবে যে প্রকার সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে ভয় হইতেছে যে, গত বৎসরের সান্নিপাতিক জ্বরের পর ২৪ বৎসরের যুবক কংগ্রেসের স্মৃতি-শক্তির লোপ হইয়াছে, বিগত ২৪ বৎসরের কোন কথাই তাহার মনে নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, এত বড় একটা ফাঁড়া যে কংগ্রেস কাটিয়া উঠিয়াছে, ইহাই পরম লাভ। ও পাড়ার বরাটে ছোঁড়াগুলা বলিতেছে, এমন ভাবে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা উহার মরণই ভাল ছিল। কি জানি ভায়া, তোমাদের এক এক জনের এক এক মত! বলি মান্দ্রাজ কংগ্রেসে যাইতেছ ত?

তোমাদের পুলিশের নাকি অন্ধকার দেখিয়া ভয় হয়, তাই তাহারা অন্ধকারে তোমাদিগকে সভা করিতে দিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের এত ভয়ের কারণটা কি? দুষ্ট ছেলেগুলো নাকি অন্ধকারে পুলিশের লালপাগড়ি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িয়া থাকে। পুলিশ হয় ত ভাবিয়াছেন, আজ ঢিল ছুড়িল, কাল হয়ত আঠার ইঞ্চি ছুড়িবে, তারপর প্রশ্রয় পাইলে হয় ত একেবারে জীবন্ত বোমা Live Bomb! আমি কিন্তু এ ভয়ের কোনই কারণ দেখিনা। তোমাদের কলিকাতার ছেলেদের সহিত পুলিশের একটা মধুর সম্পর্ক হইয়াছে; তাহারই জন্য দুই একটা ছেলে একটু মধুর আলাপ—একটু পাড়াগেঁয়ে তামাসা করিয়া থাকে, ইহা ত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। ইহার জন্য কি এমন একটা কাণ্ড বাধাইতে হয়? পুলিশের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। লোকগুলা রহস্যও বোঝে না। ইতি

(১৫ই ভাদ্র সোমবার ১৩১৫।)

---

(২৩)

সম্পাদক ভায়া,

বাতাস কোন্ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছ কি? এবার এক নূতন ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছে। দুইজন কালা আদমির হাতে একজন কালা আদমি

মারা গিয়াছে * ব্যাপার ত এই অতি সামান্য, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার লইয়াই যে কলিকাতার এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান "ভারতবন্ধু" অর্থাৎ Statesman and Friend of India এবং প্রয়াগের পাইয়োনীয়ারের মধ্যে তরজার লড়াই বাধিয়া উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই দুইখানি সংবাদপত্র এক নগর হইতে, এমন কি এক প্রদেশ হইতেও প্রকাশিত হয় না। হইলে আর এক দফা রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল। এখন এই দুইখানি সংবাদপত্রকে বাক্যব্যয় করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে, কাছাকাছি থাকিলে বোধ হয় উভয়কেই গুলি বারুদ ব্যবহার করিতে হইত।

কলিকাতার ইংলিশম্যান, ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ, নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যাকারিদ্বয়কে কাপুরুষ, পিশাচ, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিলেন। কিন্তু প্রয়াগের কর্ত্তার তাহা সহ্য হইল না, তিনি চটিয়া লাল হইলেন, বলিলেন "বাপুহে, তোমরা যে হত্যাকারিদ্বয়কে কাপুরুষ বিশ্বাস-ঘাতক প্রভৃতি বলিতেছ, একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তাহারা

---

* আলিপুরের ষড়যন্ত্রের যে মামলা হইতেছিল সেই মামলার অন্যতম আসামী শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রলাল গোস্বামী এপ্রুভার বা সরকারী সাক্ষী হইয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করিয়াছিল, পুলিশ তাহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়াছিল। এই নরেন্দ্রনাথ কারাগারে অবস্থান-কালে ষড়-যন্ত্রের মামলার অন্যতম আসামী কানাই-লাল দত্তের হস্তে নিহত হয়। হত্যাপরাধে কানাইলালের ও তাহার সহকারী বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

কি কাপুরুষতার কার্য্য করিয়াছে? কারাবাসের মধ্যে যাহারা বন্দুকের গুলিতে নরহত্যা করিতে পারে; তাহারা কি কাপুরুষ? তাহারা ত জানিত যে, কারাগারের ভিতর কাহাকেও হত্যা করিলে তাহাদের পলায়নের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, তাহাদিগকে হয় আত্মহত্যা করিতে হইবে, না হয় ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। যাহারা আপনাদের মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও নিজদলের একজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করিয়া অন্য দশজনকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহারা কি কাপুরুষ? ইত্যাদি ইত্যাদি। পাইওনীয়ার এরূপ আভাসও দিয়াছেন যে, কালে এই দুইজন যুবক বঙ্গদেশে দেবতা বলিয়া পূজিত হইবে। প্রয়াগবাসী চারি আনার পাইওনীয়ার এই কথাগুলি নিতান্ত নরম সুরে বলেন নাই।

পাইওনীয়ারের কথা শুনিয়া কলিকাতার এক আনার ষ্টেটস-ম্যান একেবারে চটিয়া লাল হইয়াছেন। বাবাজীবন বলিয়াছেন যে, "এই কথা যদি কোন কালা আদমীর কাগজে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই কাগজের সম্পাদকের মাথা বাঁচান দায় হইত—তাহার অদৃষ্টে বড়ই গুরুতর রাজদণ্ড লাভ হইত, কারণ পাইওনীয়ার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও প্রত্যক্ষভাবে নরহত্যার প্রশ্রয় ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। এখন যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে তাহাতে কি এমন কথা মুখে আনিতে আছে? আমাদের "ভারতবন্ধু" ষ্টেটসম্যান বলেন যে, নরেন্দ্র গোস্বামী যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টও অন্যায়

করিয়াছেন। কারণ গবর্ণমেণ্ট ত সেই অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়াছেন। পাইওনীয়ার যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে যুক্তি আজ কলিকাতায় এই সভ্যতালোকোদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীর কোন ভদ্র-লোকের মুখে শোভা পায় না, অসভ্য বর্ব্বর সমাজে ঐরূপ যুক্তি খাটিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

---*---

উভয় পক্ষের সার মর্ম্ম ত এই, এখন আর একটা কৌতুকের কথা বলি। সে দিন কলিকাতার আপরাহ্নিক এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র "এম্পায়ার" বলিয়াছেন যে, নরেন্দ্র গোস্বামীর মৃত্যু সংবাদে বঙ্গদেশে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল, হরির লুট হইয়াছিল, এমন কি অনেক বাঙ্গালীর গৃহ সন্ধ্যাকালে আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। "এম্পায়ারের" শ্বেতাঙ্গ সংবাদদাতারা বয়োবৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছেন যে, এই মৃত্যু সংবাদে তাহারা—অর্থাৎ বাঙ্গালীরা আদৌ দুঃখিত হয় নাই, কারণ বিশ্বসঘাতকের অনুরূপ দণ্ডই হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হইলে এম্পায়ারের মতে নরেন্দ্র গোস্বামীর মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছে।

---*---

কিন্তু ভারতবন্ধু ষ্টেট্সম্যান বলিতেছেন :—"Indian public opinion has condemned the crime with unbroken unanimity, and in terms which would shock the Allahabad moralist." অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণ

একবাক্যে এই পাপ কার্য্যের প্রতি এমন স্পষ্ট ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে যে, তাহা শুনিলে প্রয়াগের নীতিবাগীশ মহাশয়কেও কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, ষ্টেট্‌সম্যানের কথার মূল্য অধিক না এম্পায়ারের কথার মূল্য অধিক? যদি কাগজের মূল্য ধরিয়া কথার মূল্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে এম্পায়ার ও ষ্টেট্‌সম্যানের কথার মূল্যের মধ্যে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না, কারণ উভয়েই এক আনা এবং সে হিসাবে পাইওনীয়ারের কথার মূল্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের কথার মূল্য অপেক্ষা চারিগুণ অধিক, কেননা পাইওনীয়ার চারি আনা।

——————*——————

এখন এম্পায়ারের কথা সত্য না ষ্টেট্‌সম্যানের কথা সত্য? উভয়েই যখন শ্বেতাঙ্গ, তখন স্বীকার করিতেই হইবে উভয়েই সত্যবাদী, কেন না লর্ড কর্জ্জন স্পষ্টই বলিয়াছে "সাদা চামড়ায় মিথ্যার আঁচ সহিতে পারে না, মিথ্যাটা কালা আদ্‌মিদিগেরই নিজস্ব সম্পত্তি।" কিন্তু উভয়ের কথা যখন সম্পূর্ণ বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর একটা কিছু গূঢ় রহস্য নিহিত আছে; এখন একবার সেই রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

——————*——————

এম্পায়ার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা আনন্দিত হইয়াছে. এখানে আনন্দকারী যে কে, তাহার কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান ষ্টেট্‌সম্যান এই খানে একটু চাপিয়া গিয়াছেন। তিনি "বাঙ্গালী" বা "ভারতবাসী" না বলিয়া বলিয়া-

ছেন, "Indian public opinion" অর্থাৎ ভারতীয় জন-সাধারণের অভিমত। এই "অভিমত" কাহাদের, যদি স্থির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন গোলযোগই থাকে না।

---*---

পৃথিবীর সকল সভ্য ও উন্নত সমাজে, রাজ্যশাসন কার্য্য যে অভিমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহাই জন-সাধারণের অভিমত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, এখন যে উন্নত ও সভ্য, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতারাং এই ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী যাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, তাহারাই ভারতের জনসাধারণ। সহবাস-সম্মতি আইন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গব্যবচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার যাহাদের অভিমত অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে, তাহারাই ভারতের জন-সাধারণ। তাহারা যে নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যা-ব্যাপারে অশ্রাব্য ভাষায় এই পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে, তাহা ষ্টেট্সম্যান ও ডেলিনিউজের উক্তি হইতে ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভায়া, এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, এম্পায়ারের কথাও সত্য, আর ষ্টেট্সম্যানের কথাও সত্য।

---*---

এখন আর একটি কথা বলিয়া বৃদ্ধ বিদায় লইবে। পাইওনীয়ারকে নিরস্ত করিবার জন্য ষ্টেট্সম্যান বিশেষ বিজ্ঞাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং পাইওনীয়ারের কথিত দুইজন গ্রীকের নাম

উল্লেখ পূর্ব্বক পাইওনীয়ারের ঐতিহাসিক অজ্ঞতার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। নিজের সর্ব্বজ্ঞতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ষ্টেটসম্যান বলিয়াছেন ঃ—

"As a matter of fact, no civilised Government declines the aid of approvers." অর্থাৎ কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টই এপ্রুভারের সহায়তা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন না। যখন নরেন্দ্র গোস্বামী নিজের দলের শত্রু হইয়া ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহার কয়েক দিন পরে ফরাসী চন্দননগরের একজন অভিজ্ঞ উকিলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "নরেন্দ্র গোস্বামী কলিকাতাতে এপ্রুভার হইলেও চন্দননগরে নিস্কৃতি পাইবে না। সেখানে মেয়রের বাটীতে বোমা নিক্ষেপের অপরাধে তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে।" শুনিয়া আমি বলিলাম "সেখানে যদি নরেন্দ্রনাথ এপ্রুভার হয়?" ফরাসী উকিল বলিলেন "ফরাসী আইনে এপ্রুভার হইবার ব্যবস্থা নাই, ফরাসী বিচারালয়ে আসামী সকল অবস্থাতেই আসামী। তাহাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিবার প্রথাকে ফরাসীরা ঘৃণা করে।" যদি ফরাসী উকিলের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ষ্টেট্সম্যানকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট civilised অর্থাৎ সুসভ্য নহে। এখন বল দেখি ষ্টেট্সম্যানের সর্ব্বজ্ঞতা অধিক, না পাইওনীয়ারের ইতিহাসের জ্ঞান অধিক? ইতি

২২শে ভাদ্র সোমবার ১৩১৫।

(২৪)

সম্পাদক ভায়া,

লিখিব কি, কলম ধরিতে ভয় হয়। মেদিনীপুরের ব্যাপার * দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। এতদিন মেদিনীপুরের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে এক একবার মনে হইত যে, এতগুলা ভদ্রলোককে ধরিয়া পুলিশ যে, টানাটানি করিতেছে, এই টানাটানি হইতে হয় ত তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে। পুলিশ যত লোককে ধরে, তত লোক মরে না। এই দেখ না, অম্বিকানগরের রাজা রাইচরণ ধবল দেবকে ধরিয়া পুলিশ বিলক্ষণ টানাটানি করিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নরেন্দ্র গোস্বামীর কথার উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ যে জাল পাতিয়াছিল, রাজা রাইচরণ সে জাল ছিঁড়িয়া, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেলেন। পুলিশ যখন দেখিল

* যে সময় কলিকাতাতে মাণিকতলার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে বহু শিক্ষিত যুবক আলিপুরের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরেই, অর্থাৎ আলিপুরের বোমার মামলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মেদিনীপুরের পুলিশ তথাপ একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, এমন কি নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরকে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে নিক্ষেপ করে। পরে রাজা বাহাদুর এবং অধিকাংশ আসামীই সম্পূর্ণ নিরপরাধ সপ্রমাণ হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

যে, হালে আর পানি পাওয়া যায় না, তখন মানে মানে রাজাকে ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু মেদিনীপুরের কাণ্ডে আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পুলিশ যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা সত্যসত্যই ষড়যন্ত্র, খেলাঘরের ষড়যন্ত্র নহে। সত্য সত্যই মেদিনীপুরের লোকে তথায় এক বিরাট ইঙ্গমেধ যজ্ঞ করিবার আয়োজন করিয়াছিল। মেদিনীপুরের হেলে, পুঁয়ে, চিতি, ঢোঁড়া পর্য্যন্ত সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হইত, স্বয়ং বাসুকি ওয়েষ্টন সাহেবও পরিত্রাণ পাইতেন না। তাঁহাকেও মেদিনীপুরের ইঙ্গমেধ যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি দিতে হইত। এই আয়োজন সহসা হয় নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়াছেন যে, গত ডিসেম্বর মাস হইতেই ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের জন্য কুশ সমিধ্ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? যাহারা ইঙ্গমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিল, তাহারাই এখন সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। মেদিনীপুরের বিপ্লববাদীরা ভস্মলোচনের মত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অবশেষে নিজের দৃষ্টিতে নিজেরাই ভস্মীভূত হইতেছে।

মেদিনীপুরেই যে এই ইঙ্গমেধ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তোমার আমার তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। যাহারা এই যজ্ঞের আয়োজন

করিয়াছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষ্যীভূত বলিয়া মিঃ ওয়েষ্টন খোস-মেজাজে ও বহাল-তবিয়তে এই কথা বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি তোমার অথবা তোমার পাঠকগণের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহকে যে রাজদ্রোহ বলিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, এ কথা মনে রাখিও। রাজপুরুষগণের বিশেষতঃ পুলিশের কথায় অবাধে বিশ্বাস স্থাপন করা রাজভক্তি প্রকাশের অন্যতম লক্ষণ।

সে দিন প্রয়াগের পাইওনীয়ার ভায়াও এই কথা বলিয়াছেন। পাইওনীয়ার সে দিন শ্রীমান কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কার্য্যের অনুকূল সমালোচনা করিয়া একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল, আর তোমরা অমনি আকাশের চাঁদ পাইলে। মনে করিলে পাইওনীয়ার তোমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী মুরুব্বী। কিন্তু তাহার পর প্রয়াগী ভায়ার কাণ্ডটা দেখিলে ত? বাঙ্গালীরা পুলিশের কথাকে অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করে না, সেইজন্য পাইওনীয়ার চটিয়া লাল হইয়াছেন। পাইওনীয়ারের কথার ভাবটা এইরূপ যে পুলিশ যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তখন সকলেরই মনে করা কর্ত্তব্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিকই অপরাধী, তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল ব্যারিষ্টারগণ যে সকল কথা বলেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং এই কারণে পুলিশের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া যদি কেহ আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার

জন্য অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সেই ধৃষ্টতা কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য নহে। যে পাইওনীয়ার তোমাদের এরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমরা মধ্যে মধ্যে তাহাকে গালি দাও, ইহা অপেক্ষা অকৃতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে ?

—————*—————

এই নিরবলম্ব ঠাকুরের ওরফে যতীন্দ্র বাঁড়ুয্যের কথাটা ভাবিয়া দেখ দেখি। পুলিশ যখন আমাদের নিরবলম্ব ঠাকুরকে মাণিক-তলায় বোমাবিভ্রাটের একজন পাণ্ডা বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় রপ্তানি করিল, তখন নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিরুদ্ধে তাহারা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিল। তাহারা যে নরেন্দ্র গোস্বামীর এজেহারের উপর নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ মেদিনীপুরের বাসুকি বলিয়াছেন যে, কোন আসামীর এজেহারের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইতেছে না, এমন কি যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভদ্রসন্তানদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, তাহার তুলনায় এপ্রুভারের এজেহারকে নগণ্য প্রমাণ বলিতে পারা যায়। সুতরাং নিরবলম্ব ঠাকুরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু সেই সকল অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও কি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাল হইয়াছে ? ইহাতে যে লোকে পুলিশের উপর সন্দেহ করিবে; মেদিনীপুরের ভাগ্যবিধাতা ওয়েষ্টনের উক্তি বিফল হইবে, ইহা কি কেহ ভাবিয়াছ ?

—————*—————

এখন লোকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, নিরবলম্ব ঠাকুরের বেলা পুলিশ যেমন কোন অবলম্বন পাইলনা, সেইরূপ অন্য দুই চারিজন আসামীর বেলাও যে তাহারা নিরবলম্ব হইয়া না পড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? ধর, এই রাজা রাইচরণ। এইরূপ দুই একজন আসামী সম্ভবতঃ পুলিশের জাল ছিঁড়িবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীমৎ নিরবলম্ব স্বামী না হয় সন্ন্যাসী তাঁহার পক্ষে অট্টালিকা ও কারাগার, রাজধানী ও মহারণ্য সকলই সমান। তাঁহার পক্ষে না হয় রাজভোগ ও কারাগারের কদন্ন এক হইতে পারে; কিন্তু পরে যে সকল আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে এখন হইতে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য বাধ্য করা হইতেছে কোন্ যুক্তি অনুসারে? এই চারুচন্দ্রের† কথাই ধর না কেন; বেচারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিল যে, কারাগারে তাহাকে একটা সঙ্কীর্ণ কক্ষে একাকী থাকিতে আর যৎপরোনাস্তি কদর্য্য খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। যদি পরে চারুচন্দ্র নিরপরাধ বলিয়া অব্যাহতি লাভ করে, তাহা হইলে কোন্ অপরাধে সে বেচারাকে এই তিন চারি মাস নির্জ্জন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কোন যুক্তিযুক্ত সরল উত্তর দিতে পারেন? আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে আমরা ত এইরূপ বুঝি যে, যতক্ষণ কোন বিচারক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী না বলিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তিকে নিরপরাধ বলিয়া মনে

† চন্দননগর ডুপ্লেক্স কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বোমার মামলার একজন আসামী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নিরপরাধ বলিয়া সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করেন।

মনে করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, আমাদের রাজার আইনেও নাকি এই কথা বলে। তবে তোমরা বলিতে পার যে, আইনের কথা ও আইনের মর্য্যাদারক্ষাকারী রাজপুরুষগণের কথা যে এক হইতেই হইবে, এরূপ কিছু লেখাপড়া নাই। যদি "ওয়েষ্টন পাইওনীয়ার এণ্ড কোম্পানীর" কথা শিরোধার্য্য কর, তবে সকল গোলযোগই মিটিয়া যায়—কেন না, একের মতে পুলিশ বিনাপ্রমাণে কাহাকেও গ্রেপ্তার করে না এবং অপরের মতে পুলিশের কথায় অবিশ্বাস করা মহাপাপ! সুতরাং পুলিশ যখন কাহাকেও অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করে, তখন সে নিশ্চয়ই অপরাধী এবং যখন সে অপরাধী, তখন তাহার দণ্ডভোগ করা কর্ত্তব্য। প্রথমে ত এই ব্যবস্থাই চলুক—বিচারের কথা পরে হইবে। ইতি—

৩১শে ভাদ্র বুধবার ১৩১৫।

---

(২৫)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের বচনে দেখিতেছি কোন কাজই হইতেছে না, বচনগুলি নিতান্তই বাজে খরচ হইয়া যাইতেছে।

স্বদেশের

তোমরা যদি সকলে বৃদ্ধের বচন শুনিতে এবং সেই মত কাজ করিতে, তাহা হইলে কি চারিদিকে এই সকল গোলমাল বাধিয়া উঠে, না তোমাদিগকে প্রতিদিন অশান্তির সংবাদ প্রদান করিতে হয়? আমি বুড়ামানুষ বলিয়া তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না, এখন দেখ দেখি, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, পাঞ্চাল, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি সকল স্থানেই গোল বাধিয়া উঠিল।

তোমাদের ভায়া সকলই তাড়াতাড়ি, সকলই বাড়াবাড়ি; তোমরা ধীর স্থির ভাবে কিছুই করিতে পার না। তোমাদের হয়ত মনে হয়, এক রাত্রিতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে; নিদ্রাভঙ্গের পরই তোমরা দেখিতে চাও যে, তোমাদের 'স্বরাজ' লাভ হইয়াছে। দেশের উন্নতি কি এক দিনের কাজ, না এক বৎসরের কাজ?

তোমরা এক চোটে, একেবারে সকল বিষয়ে হাত দিয়া বসিয়াছ; তোমরা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করিবার জন্য স্বদেশী ও বয়কট করিলে, ভাল কথা। খাঁটি (honest) স্বদেশীই হও, আর মেকি স্বদেশীই হও, ঐ স্বদেশীটাই প্রাণপণে ধরিয়া থাক; যত দিন দেশের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি না হয়, যত দিন বস্ত্রের জন্য, কাহারও মুখের দিকে চাহিতে না হয়, ততদিন অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া 'স্বদেশীর' সেবা কর। কিন্তু—তোমাদের তাহা সহিল না, তোমারা যে এক দমেই ভারত উদ্ধার করিতে চাও।

তাহার ফলে এক দল গেল কংগ্রেস ভাঙ্গিতে, এক দল গেল বোমা গড়িতে, এক দল গেল মানুষ খুন করিতে, এক দল গেল 'স্বরাজ' লাভ করিতে; তাহার ফল এই হইল যে, এখন তোমাদের প্রিয় স্বদেশী পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—*—

'তোমারা' বলিয়া কথা বলিতেছি, ইহাতে রাগ করিও না। আমি জানি, 'হিতবাদীর' তোমরা "স্বদেশী" ব্যতীত আর কিছু প্রচার কর নাই। তোমাদের "হিতবাদীই" বলিয়াছেন যে, দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, একমাত্র 'স্বদেশী"-কেই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু "তোমরা" এক দল বলিলে কি হয়, চারিদিকে যে নানা দল, নানা মুনির নানা মত। এই নানা মতের ফেরে পড়িয়া এখন কি হইতেছে দেখিতেছ! যাক সে কথা, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন আমি বলি কি, তোমরা অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল "স্বদেশী"কেই মুক্তির অস্ত্র বলিয়া চাপিয়া ধর, অন্য কোন গণ্ডগোলের মধ্যে যাইও না। তাহাতে এখন ফল হইবে না, হইতে পারে না। যাহাতে দেশের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, যাহাতে দেশের দুঃখী দরিদ্র দুই বেলা পেট ভরিয়া অন্ন পায়, যাহাতে দেশের লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসে, তাহারই চেষ্টা কর।

—*—

এখন তোমাকে দুই চারিটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে এক দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলাম যে, নূতন "জাতীয়

ধনভাণ্ডারের” অধ্যক্ষ মহাশয়েরা একটা সভা করিয়া তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত টাকাগুলির কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বোধ হয়, তাহার পর সভা হইয়াছিল; কিন্তু তোমরা সে সম্বন্ধে একটি কথাও বল নাই। তোমরা যে জান না—তাহা কেমন করিয়া বলিব? বোধ হয় জানিয়া শুনিয়াও সে সংবাদটা দাও নাই। এ কাজটা কি ভাল হইয়াছে? যখন এ চাঁদা আদায় করা হয়, তখন ভায়া, তোমরাও ত কম চিৎকার কর নাই, তখন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে তোমরাও দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এখন সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থের কি সদ্ব্যবহার হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, তাহার কথা বলিতে চাহ না কেন? আমি বুড়া মানুষ, এ কথাটা অনেকবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেও ছাড়ি নাই। কিন্তু তোমরা বড়মানুষ, তাই বুঝি আমাদের কথায় যে কিছু সার আছে তাহা তোমরা মনে করিতেই পার না।

রাজনীতির কথা এবারে থাকুক। একটু সাহিত্য চর্চ্চা করা যাক। দেখ, বিগত বৎসরে যখন কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের যত্নে, চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে তাঁহার রাজধানীতে “সাহিত্য-সম্মিলনের” অধিবেশন হয়, সে সময় সংবাদ-পত্রে পাঠ করিলাম যে, আগামী বৎসরের “সাহিত্য-সম্মিলন” রাজসাহীতে হইবে, নাটোরের শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তোমাদের সে “আগামী বৎসর” যে

"বিগত" বৎসরে পরিণত হইবার যোগাড় হইল, কিন্তু "সাহিত্য-সম্মিলনের"ত কোন কথাই শুনিতে পাই না। রাজসাহী জেলাতে নাকি খুব নামওয়ালা সাহিত্যরথী সকল আছেন, তাহার উপর স্বয়ং নাটোরের মহারাজ নিমন্ত্রণকারী, তবুও কথাটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে কেন? একজন বন্ধু বলিতেছিলেন যে, লাট হেয়ারের রাজ্যে নাকি আঠার মাসে বৎসর! তাহা হইলে এখনও মেয়াদ ফুরায় নাই।

---*---

তোমরা যদি রাগ না কর, তাহা হইলে আর একটা রহস্যের কথা বলি। গত পূর্ণিমা উপলক্ষে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় একজন সাহিত্য-সেবকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। গঙ্গাস্নান, মা কালীদর্শন প্রভৃতি শেষ হইলে অপরাহ্নকালে সাহিত্য-সেবক মহাশয় বলিলেন যে, সে দিন তাঁহা-দের "পূর্ণিমামিলন"। আমাকে তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, সহরের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের বড় ধার ধারি না। যেখানে ভাল কাজ হইতেছে, সেখানে বিনা নিমন্ত্রণেও গমন করিতে দ্বিধা বোধ হয় না। বিশেষতঃ এটা ত কলিকাতা-বাসী ও প্রবাসী সাহিত্য-সেবকগণের পবিত্র সম্মিলন; এখানে গমন করিয়া দুইটা সাহিত্যের কথা, দুইটা জ্ঞানের কথা, শুনিবার প্রলোভন সংবরণ করা আমার মত পল্লীগ্রামবাসীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই তোমাদের পূর্ণিমা-সম্মিলনে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রায় দেড় ঘণ্টা অবস্থান করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে,

সেটা সাহিত্য-সম্মিলন, না, নাচ-গানের মজলিস্। বড় বড় সাহিত্যরথী মহাশয়গণ তাঁহাদেরই মত উচ্চ দরের লোকের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন, বাজে গল্প করিতেছেন, ছোট ছোট নবীন সেবকগণ এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এতগুলি সাহিত্য-সেবক একত্র মিলিত হইয়া যে এমন ভাবে সময় নষ্ট করিতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার ছিল না। মাসের মধ্যে একদিন এই পবিত্র সম্মিলন; এ সময় যদি পরস্পর আলাপ পরিচয়, সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন কথা, পুরাতন কথার আলোচনা প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেই শোভন হয়। কিন্তু সেদিকে ত কাহারও আগ্রহ দেখিলাম না। মনে হইল, বাহির হইতেই তোমরা বেশ, সংবাদপত্রে তোমাদের সভাসমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করাই ভাল। সে দিন বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম, তাই কথাটা তোমাদের মারফৎ সাহিত্য-দরবারে পেশ করিলাম। ইতি—

৫ই আশ্বিন সোমবার ১৩১৫।

---

(২৬)

সম্পাদক ভায়া,

৺পূজা আসিয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু পূজার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমরাই না হয় বুড়া হইয়াছি, আমাদেরই না হয় আমোদ, আনন্দ ফুরাইয়াছে, আমরাই না হয় ভবপারের

তরণার জন্য খেয়াঘাটে বসিয়া আছি ; কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপায় দেশে ত ছেলেপিলেও অনেক দেখি। তারাও কি বুড়া হইয়াছে ?

ভায়া, সে দিন আর নাই। সে প্রাণভরা আনন্দ নাই, সে গালভরা হাসি নাই, সে দেশভরা প্রীতি নাই। কেন নাই ? তুমি বলিবে, সে গোলাভরা ধান নাই, সে পুকুরভরা মাছ নাই, সে গোয়ালভরা গাভী নাই ; হাসির ফোয়ারা তাই শুকাইয়া গিয়াছে, আনন্দের বাজার তাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পূজার আমোদ তাই অন্তর্হিত হইয়াছে।

কেন এমন হইল ? "সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গভূমি এমন হইল কেন ? কাহার দোষে এ সকল চলিয়া গেল ? সে দিন এক জন অকাল-বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, দোষ অদৃষ্টের। ব্যস্, উহার উপর আর কথা নাই। হাতের কাছে অদৃষ্ট বেচারি আছে, যত বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবার সুবিধা। "অদৃষ্টে নাই আমি কি করিব ?" এমন সুন্দর কথা আর নাই। "অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হউক আবার সব ফিরিয়া আসিবে।" তবে আর কি, অদৃষ্টের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া নিশ্চেষ্ট জড়জীবন যাপন কর, আর উচ্ছন্ন যাও।

দেখ ভায়া অদৃষ্টবাদের দিন ফুরাইয়াছে। অমন জড়ভরতের মত বসিয়া থাকিলে চলিবে না, এ কথা কেহ কেহ বুঝিয়াছে, তাই

একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছে। তোমরা গোল করিও না। চারিদিকে একটু চাহিয়া দেখ, বাঙ্গালীর হৃদয়ে আর একটা শক্তি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ শক্তিতে অবহেলা করিও না—এ পুরুষকারকে তুচ্ছ করিও না, ইহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিও না। বুড়ার কথা শোন, তোমরা ঐ অদৃষ্ট নামক অপদেবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই ধনধান্য-সুখ-সম্পদ সমস্ত হারাইয়াছ। এখন যদি একটু শুভ দিনের আগমন-বার্ত্তা পাইয়াছ, তাহার সংবর্দ্ধনা কর। দুই চার বৎসর পরে দেখিবে, গোলায় ধান আসিবে, গোয়ালে গাই আসিবে, পুকুরে মাছ আসিবে।

একটা কথা জানিয়া রাখ, এখন পূজা হয় না, এখন মা অন্নপূর্ণা পূজা গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন না। এখন যা দেখ ও কিছুই নহে। পূজার আয়োজন কেহ করে না, মাকে ভক্তি ভাবে কেহ ডাকে না, শুধু বৎসরান্তে একটা বৃথা আড়ম্বর করে, একটা তামাসা করে। বাঙ্গালাদেশে দুর্গোৎসব অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অনেক দিন মা এ দেশে আসেন নাই। তোমরা শুধু বৃথা একটা ব্যাপার কর। জিজ্ঞাসা করি, দেশে এই যে ত্রিশকোটী বাঙ্গালী আছে, ইহার মধ্যে কয় জন মায়ের পূজার জন্য আয়োজন করিয়াছে? কয় জন শক্তিলাভের জন্য সাধনা করিয়াছে? সাধনা করিবে না, পূজার

আয়োজন করিবে না, মহাশক্তির আবাহন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করিবে না, মা আসিবেন কেন ?

"ধনং দেহি বিদ্যাং দেহি" বলিলেই ধন আসে না, বিদ্যালাভ হয় না। সাধনা করিতে হয়। বল দেখি সাধনা করিয়াছ কি ? ধনলাভের জন্য, বিদ্যালাভের জন্য, প্রকৃত সাধনা করিয়াছ কি ? দেশের দুর্গতিনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছ কি ? যাহারা চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের কামনা সফল হইয়াছে। তিন বৎসরের অধিককাল 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছ, বল দেখি ধনাগমের জন্য, দেশের দুর্গতিনাশের জন্য, দুঃখ দারিদ্র্য লাঘবের জন্য কতটুকু চেষ্টা করিয়াছ ? বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিন্তু দেশী বস্ত্র সংগ্রহের জন্য কি করিয়াছ ! ঐ এক গঙ্গাতীরে "বঙ্গলক্ষ্মী-কটনমিল" ব্যতীত তোমরা আর কি করিয়াছ ? দেশের জনসাধারণ যে দরিদ্র, তাহা জানি, কিন্তু ধনকুবেররা ত আছেন, কোম্পানীর কাগজ ত অনেকের ঘরে আছে ; কৈ ? জেলায় জেলায় এক একটা কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য স্থূলোদর ধনীর লৌহ সিন্দুকের দ্বার ত উদ্‌ঘাটিত হইল না ? এখনও-ত দেখি কাগজের তাড়া লইয়া অনেকেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যাইয়া থাকেন। ইহার নাম সাধনা নহে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না। ইহাতে শক্তির উপাসনা হয় না।

স্বপ্নের

ভায়া, একটা ব্যাপার দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ আছে। কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য কৈ? কলিকাতার বাজারে দেখি, শুধু স্বদেশী সাবান, স্বদেশী এসেন্স, আর স্বদেশী গন্ধতৈল, স্বদেশী বিলাস দ্রব্যেরই ছড়াছড়ি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া এই স্বদেশী সাবান, স্বদেশী এসেন্স, স্বদেশী সিগারেট, স্বদেশী মাথামুণ্ডের কারখানা স্থাপন করিয়া আপনারা ভারি স্বদেশী বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন, তাঁহারা কি ঐ টাকার দ্বারা দেশী চিনির কারখানা করিতে পারিতেন না? দেশী কাপড়ের কল করিতে পারিতেন না? দেশী লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিতেন না? বিলাস দ্রব্যের কি এতই প্রয়োজন হইয়াছে? আট টাকা মণ চাউলের বাজারে এত সাবান, এসেন্স, গন্ধতৈলের ব্যবস্থা কেন? জিজ্ঞাসা করি কয় জন গর-আবাদি জমিতে ধানের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কয় জন ইক্ষুর চাষ করিয়াছেন, কয়জন তুলার চাষের আয়োজন করিয়াছেন? তোমাদের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি একবার পড়িয়া দেখিও; দেখিবে, শুধু বিলাস দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, আর তাহার সহচর ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন। ছিঃ! ইতি—

১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩১৫।

---

(২৭)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক।

—————*—————

ভায়া, এবার পূজাটা যে কোন্ দিক দিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি বুড়া বলিয়াই যে বুঝি নাই তাহা নহে অনেক অল্পবয়স্ক ছেলেদের মুখেও এই কথাই শুনিতেছি।

—————*—————

পূজার পূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানীতে যে প্রকার খানাতল্লাসের ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, এবার হয় ত মা দুর্গাকে পর্য্যন্ত অস্ত্র আইনের গোলে পড়িতে হইবে। ঘরে সামান্য একখানি কুক্‌রি থাকিলে আর রক্ষা নাই, আর মা দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কিন্তু মা দুর্গার সৌভাগ্য যে, পূজার সময় তোমাদের পুলিশ কমিশনার হালিডে বাহাদুর সিমলায় বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাই মা দুর্গা পুলিশের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কোন প্রকারে পর্ব্বতাবাসে ফিরিয়া গিয়াছেন।

—————*—————

মেদিনীপুরের ভদ্রলোকের ছেলেগুলা, বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কৃপায় এবার পূজা দেখিতে

পাইয়াছেন। যে রকম গতিক দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভদ্রলোক-দিগকে হাজতে পচিতে হইত। যাহা হউক আপাততঃ কয়েক দিনের জন্য যে দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়াছে; ইহাই পরম আনন্দের বিষয়। চারিদিকে কিন্তু জনরব যে, যে দিন মেদিনীপুরের বিচার আরম্ভ হইবে, সেই দিনই পুনরায় সকলকে হাজতে' প্রেরণ করা হইবে। যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শুনিতেছি, এবার নাকি মান্দ্রাজে কংগ্রেস বসিবে? এটা কি সেই সাবেক কংগ্রেস না প্রয়াগা কংগ্রেস? যদি সাবেক কংগ্রেস হয়, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, কিন্তু প্রয়াগের গণ্ডী দেওয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল। প্রয়াগী কনভেনসনের ছাপ মারা কংগ্রেসকে অনেকে কংগ্রেস বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। চারিদিকে একটু আধটু গোলযোগও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও প্রতিবাদ হইয়াছে। আমি এই কথাটা একেবারে বুঝিতে পারিলাম না যে, মাতৃভূমির সেবাব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন জেদ কেন? আমি ভায়া, একটা স্পষ্ট কথা বলি, তোমাদের কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কংগ্রেসকে ভালবাসেন না, তাঁহারা আপন আপন ক্ষমতা প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যস্ত। ছিঃ!

তোমাদের পত্রে পাঠ করিলাম যে, রাখীবন্ধনের দিনে কেহ কলিকাতা সহরে লাঠি লইয়া বাহির হইতে পারিবে না বলিয়া কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে। এ আদেশের অর্থ কি? এই যে আজ কয়েক বৎসর রাখীবন্ধনের উৎসব দেশময় হইতেছে, কলিকাতা সহর হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র গ্রামে পর্য্যন্ত সভাসমিতি হইতেছে, শোভাযাত্রা বাহির হইতেছে, ইহার কোনটিতে কখনও কি কোন প্রকার হাঙ্গামা হইয়াছে? তবে আর এ অতি সাবধানতার কি প্রয়োজন? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা ত লাঠি লইয়া বাহির হইতে পারিবে না, কিন্তু পুলিশের উপরও কি সেই হুকুম জারি হইয়াছে? পুলিশের কনষ্টেবলরাও কি সেদিন লাঠি ছাড়িয়া বাহির হইবে? ঘোষণাপত্রে কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সেই যে, সুয়েজখালে প্রবেশ করিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পর এত দিনের মধ্যে তাঁহার আর কোন খোঁজ খবর মিলিতেছে না। ঘরের ছেলেকে জাহাজে তুলিয়া এমন ভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা ত উচিত নহে। বিপিনবাবু ইংলণ্ডে গেলেন কি ফ্রান্সে গেলেন, তাহার কোন সংবাদই তোমরা দিতেছ না। একে ত এই সময় বিপিন বাবুর সমুদ্রপারে যাওয়াটাই নানা কারণে সঙ্গত হয় নাই। অবশ্য তিনি এবং তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু একেবারে চুপ করিয়া যাওয়াটা ত তাঁহার

পক্ষে ভাল হয় নাই। সম্পাদক ভায়া, বিপিন বাবুর সংবাদটা শীঘ্র তোমাদের পত্রে প্রকাশ করিও। লালা লজপত রায় বিলাত গেলেন, তাঁহার সংবাদ ত সর্ব্বদাই পাওয়া যাইতেছে। গোখলে মহাশয় বিলাতে কি করিতেছেন, কি না করিতেছেন, তাহারও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, অথচ বিপিন বাবুর কোন সংবাদই নাই, এ কেমন কথা? তিনি কি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন? কিন্তু তাহা হইলেও সমুদ্রপারে যাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইতি—

২৬শে আশ্বিন সোমবার ১৩১৫।

(২৮)

সম্পাদক ভায়া,

ব্যাপরটা বুঝিলে কি? কর্ত্তারা রাখীবন্ধনের দিন কলিকাতার সভা করিতে দেন নাই। তাঁহারা সভা করিতে দেন নাই বলা ঠিক নহে, সভার অধিবেশনে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না, তবে সভার জন্য যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সময়ে সভার অধিবেশন হওয়া একরূপ অসম্ভব। সুতরাং "তোমরা সভা করিতে পাইবে না" একথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। "তোমাকে উঠাইব না,

তোমার উঠানে চাষ করিব” কর্ত্তারা এখন এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

---*---

কর্ত্তারা মনে করিলে যে কোন নীতির অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে লাভালাভ কিরূপ হইবে, তাহা তুমি এই বৃদ্ধকে বুঝাইয়া দিতে পার কি? এই যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ সভার অধিবেশনে কর্ত্তারা বাধা প্রদান করিতেছেন, ইহাতে লোকে প্রতিবাদে ক্ষান্ত থাকিবে? না, বঙ্গব্যবচ্ছেদকে অখণ্ডনীয় বিধান বলিয়া মনে করিবে? সভা বন্ধ করিলেই যে লোকের অসন্তোষ দূর হয় না, এ কথা তোমরা যেরূপ বুঝ, কর্ত্তারাও সেইরূপ বুঝেন। তবে জানিয়া শুনিয়া স্বদেশী নেতা-দিগের পশ্চাতে গোলদীঘি হইতে পার্শিবাগান, পার্শিবাগান হইতে মওলা আলির দর্গায় তাড়া করিয়া বেড়াইতেছেন কেন?

---*---

যদি ৭০।৭৫ হাজার লোকে একটা ময়দানে সমবেত হইয়া একযোগে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলে “আমরা বঙ্গব্যবচ্ছেদ চাই না, আমরা বিদেশী দ্রব্য চাই না” তাহা হইলে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতার পুলিশের বড় সাহেবের কি ক্ষতি হয়? বাঙ্গালী চীৎকার করিবার অধিকার হইতে যদি বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ত বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতি তাহাদের যেরূপ বিরাগ অথবা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে তাহাদের যেরূপ অনুরাগ হইয়াছে, তাহার কণামাত্র হ্রাস পাইবে না। তোমাদের

পুলিশের বড়কর্ত্তা অথবা চব্বিশ পরগণার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারা যদি ইহা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। আর যদি বুঝিয়াও সভা বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। ছেলেবেলায় খেলা করিবার সময় বলিতাম "ঠিক দুপুর বেলা, ভুতে মারে ঢেলা" আর এখন এই বৃদ্ধ বয়সে পুলিশের মুখে শুনিতেছি "ভয় সন্ধ্যাবেলা, ছেলেতে মারে ঢেলা।" মনে আছে ছেলে বেলায় আমরা লালপাগড়িধারী পুলিশ দেখিলে ভয়ে বাটীর বাহির হইতাম না, এখন দেখিতেছি হরিদ্রা বর্ণের উষ্ণীষধারী ছেলের দল দেখিলে পুলিশ বাটীর বাহির হয় না। যে বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে আমি শিশু হইতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হইয়াছি, সেই বিধাতার নিয়মেই কি ভীত এখন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে? বঙ্গীয় বালক ও যুবকগণ রিক্ত হস্তে গান গাহিতে গাহিতে রাজপথ দিয়া সদর্প পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে, আর রেগুলেশন লাঠিধারী, বন্দুকধারী, লাল পাগড়ির দল, হাটে বাজারে, গোখানায় ধোপাখানায় লুকাইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছে? কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

---*---

তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, পুলিশ, কনষ্টেবল ও চৌকিদারদিগকে দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। রাখীবন্ধনের দিন বেচারাদের কি কষ্টই গিয়াছে! কলিকাতায় পুলিশবাহিনীর

প্রধান সেনাপতি মিঃ হ্যালিডে দ্বিতীয় ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ জয় করিবার আশায় কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া স্বয়ং সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার সম্মুখে মিঃ গজনবীর গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিয়া শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাগণ, সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় লগুড় লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। মওলা আলির দর্গার নিকটে কুরুক্ষেত্র হইবে, মনে করিয়া লালপাগড়ির দল প্রস্তুত হইয়া ছিল; এমন সময় সংবাদ আসিল, স্বদেশী সেনা যুদ্ধের পূর্ব্বেই পুলিশ সেনাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মওলা-আলির-দর্গা পরিত্যাগ করিতেছে। বোধ হয় পুলিশের মনে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাহারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু সেনাপতির আদেশ না পাওয়াতে তাহাদিগের এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেচারাদিগকে সেই শূন্য রণস্থলে বসিয়া থাকিতে হইল! হায় কূটবুদ্ধি বাঙ্গালী, পুলিশকে কি রাখীবন্ধনের দিন, মিলনোৎসবের দিন এমনই করিয়া ফাঁকি দিতে হয়? ইতি—

৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩১৫।

---

(২৯)

সম্পাদক ভায়া,

তোমরা যতই মাথা উচ্চ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা কর না কেন, এখনও ইংরাজের সমকক্ষতা লাভ করিবার ক্ষমতা তোমাদের

হয় নাই। ইংরাজ সকল বিষয়েই তোমাদের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় আমার কথাটা সহজে বুঝিতে পারিবে।

—*—

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ বাবাজীবন "সফলতা লাভের সদুপায়" ইতিশীর্ষক একটি প্রবন্ধ কোন সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটা নাকি এখনকার যুবকমণ্ডলীর মনের মত হয় নাই। তোমারাও ত ঐ প্রবন্ধের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করা নাই। পূজার বাজারে শ্রীমতী বসুমতী রবীন্দ্রবাবুকে দুই নৌকায় দণ্ডায়মান করাইয়া যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন। তোমরা অর্থাৎ বাঙ্গলা সংবাদপত্রনিচয় এত করিয়াও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পার নাই। কিন্তু ইংলিশম্যান একটিমাত্র অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া কেমন সুন্দররূপে তোমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন!

—*—

গত ২৩শে অক্টোবর শুক্রবারের ইংলিশম্যান রবীন্দ্র বাবুর থা লইয়া পুরা এক কলমব্যাপী একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের তলদেশে এক জন বাঙ্গালীই ঐ প্রবন্ধের লেখক এইরূপ ইঙ্গিত থাকিলেও উহা যখন ইংরাজ সম্পাদিত ইংলিশম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন উহার দায়িত্ব অর্থাৎ নিন্দা বা প্রশংসার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর লিখিত উক্ত প্রবন্ধের

যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে; কিন্তু ইংলিশম্যান ইংরাজিতে আলোচ্য প্রবন্ধের নাম লিখিবার সময় প্রথম অক্ষর 'S' না লিখিয়া 'B' লিখিয়াছেন, অর্থাৎ "সদুপায়" না লিখিয়া "বদুপায়" লিখিয়াছেন। যদি এক স্থলে এইরূপ অক্ষরের পরিবর্ত্তন থাকিত, তাহা হইলে উহা ছাপাখানার অপদেবতাদিগের কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু বারবার তিনবার অর্থাৎ যত বার তিনি ঐ কথাটা লিখিয়াছেন, তত বারই "সদুপায়ের" পরিবর্ত্তে "বদুপায়" লিখিয়াছেন। ইহা অপদেবতার কার্য্য নহে, দেবতারই কার্য্য। এরূপ একটী মাত্র অক্ষরের পরিবর্ত্তনে দেশের জনসাধারণের মনের ভাব তোমরা প্রকাশ করিতে পার কি? এখন বহুকাল ধরিয়া ইংরাজের নিকট এ সকল বিষয় শিক্ষা কর।

এখন রবীন্দ্রনাথের এই "সদুপায়" বা "বদুপায়" সম্বন্ধে একটা কথা বলি। বহুকাল পূর্ব্বে বোধ হয় ২৫।৩০ বৎসর হইল রবীন্দ্র বাবুর লেখা "বিবিধ প্রবন্ধ" অথবা "বিবিধ প্রসঙ্গ" এইরূপ কি এক খানা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়স্ক; আমরা তখন চশমা কিনিয়াছি। সেই পুস্তকে রবীন্দ্রবাবু একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে, আমরা ছাগমাংস ভোজন করিয়া ছাগশিশুর অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতেছি। ছাগশিশু আমাদের পাকস্থলীতে স্থান পাইয়া ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং অবশেষে আমাদের শুক্র শোণিত, মাংস মস্তিষ্কে পরিণত হয়, সেই

ভাগ্যবান্ ছাগশিশু আমাদেরই শারীরিক অংশবিশেষে পরিণত হইয়া পৃথিবীর কত উন্নতি সাধন করে, কত কবিতা লেখে, কত সঙ্গীত রচনা করে, কত কলকারখানা আবিষ্কার করে। ছাগশিশু বেচারাকে যদি আমরা এইরূপ অত্যন্ত আত্মীয়ভাবে নিজ শরীরে স্থান দান না করিতাম, তাহা হইলে সে হতভাগ্য কখনই গান রচনা করিতে পারিত না বা কবিতা লিখিতে পারিত না ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধটা পাঠ করিয়া তাঁহার ঐ নূতন ধরণের ব্যঙ্গোক্তির জন্য মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছিলাম, তাহার পরে মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুই একটা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। তাঁহার "রাজটীকা" গল্প "আগে চল্" গান প্রভৃতি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর সেই ছাগশিশুর দৃষ্টান্ত যে তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইদানীং তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভাসমিতিতে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও আমার এই ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি সেই নর-শরীরে পরিণত ছাগ-শিশুকে সত্যসত্যই ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। ছাগ-শিশুর ন্যায় যাহারা আপনার অস্তিত্ব অন্যের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া পরোপকার সাধন করে, তাহাদিগকে তিনি সত্যসত্যই ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাই তিনি বঙ্গীয় যুবকগণকে ধীরে ধীরে ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। হায় রবীন্দ্রনাথ! বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই

ক কৈশোরের সেই অভিমতের এই রূপ রোমন্থন করিতে হয়! ইতি—

১০ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩১৫।

---

(৩০)

সম্পাদক ভায়া,

এক দিন বিলম্বে দেখা দিলাম, কিন্তু সে জন্য আমার কোন অপরাধ নাই। সম্রাটের ঘোষণাবাণীর জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলাম।

অদ্য সোমবার ২রা নভেম্বর সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইয়াছে। আজ সেই জন্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই ঘোষণাবাণীর কথা মনে পড়িল। সে দিন বড়লাট লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় ছিলেন না, তিনি এলাহাবাদে দরবার করিতে গিয়াছিলেন, কলিকাতার দরবারের ভার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাহাদুরের উপর অর্পিত হইয়াছিল। হোম সেক্রেটারি মিঃ সিসিল বীডন মহারাণীর অভিভাষণ পাঠ করিলেন, সুপ্রিম কোর্টের অনুবাদক বাবু শ্যামাচরণ সরকার সেই অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেন। কেল্লা হইতে কামানের গর্জ্জনে সেই শুভ সংবাদের সমর্থন করা হইল; রাত্রিতে আলোকমালা পরিধান করিয়া কলিকাতা হাসিয়া উঠিল।

আমার মনে হইতেছে সে যেন কালিকার কথা ; আমরা তখন যুবক ; সেই স্মরণীয় দিনে আমাদের প্রাণে কি উৎসাহ, কি আনন্দ ! যেন আমাদেরই রাজ্যলাভ হইল। মহারাণীর ঘোষণাবাণী যখন বীডন সাহেবের ঘন গুম্ফরাজির মধ্য দিয়া উচ্চারিত হইল, যখন শ্যামাচরণ বাবু উচ্চকণ্ঠে উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেন, তখন সেই ঘোষণাবাণীর প্রত্যেক শব্দ আমাদের প্রত্যেক ধমনীতে কি আনন্দ কি উৎসাহের প্রবাহ ছুটাইয়াছিল ! সে কথা স্মরণ করিলে এখনও—এই বৃদ্ধ বয়সেও যেন হৃদয়ে যৌবনের উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়। আমরাই যেন বৃদ্ধ হইয়াছি, সে উৎসাহ সে আশা সে আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই ; কিন্তু অদ্যকার এই নূতন ঘোষণার দিনে যুবকগণের মধ্যে সে আশা, সে আনন্দ উৎসাহ কই ? হায় অদৃষ্ট ! এখনকার যুবারাও কি আমার মত বৃদ্ধ হইয়াছে ?

*

ভায়া, তোমরা ত যখন তখন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেই ঘোষণার উল্লেখ করিয়া এখনকার রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাক। তোমরা বল যে রাজপুরুষেরা মহারাণীর প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন না, তাঁহারা ঐ সনন্দকে "impossible charter" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা রাজপুরুষদিগের কথা লইয়া এত জল্পনা-কল্পনা কর কেন ? অদ্যকার ঘোষণাবাণীতে ত দেখিলে, সম্রাট মহোদয় স্বয়ং বলিয়াছেন "that benignant promise has been fulfilled" অর্থাৎ সেই সকল প্রতিশ্রুতি পালিত

হইয়াছে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন বলিয়াছেন যে, তাঁহার জননীর প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে, তখন তোমরা কোন্ সাহসে বল যে সেই সকল প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই? তোমরা কি তাঁহার অপেক্ষা অধিক জান? তোমাদের এই সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ কি সম্পাদকীয় অহঙ্কার নহে?

তোমাদের ধৃষ্টতা কি সামান্য? স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে "No man among my subjects has been favoured, molested or disqualified by reason of his religious belief or worship." অর্থাৎ আমার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের পার্থক্য হেতু কোন বিষয়ে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রকাশ করা হয় নাই। অথচ তোমরা এতই ভ্রান্ত যে, বলিয়া থাক, পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট সার ফুলার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অতি মাত্রায় করুণা প্রকাশ করিতেন; লর্ড কর্জ্জন ফিরিঙ্গীদিগকে অত্যধিক কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতেন! এখন তোমরা শত বৎসর ধরিয়া যদি চীৎকার করিয়া বল যে, কোন কোন রাজপুরুষ জাতি বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা কৃপা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কে তোমাদের সে চীৎকারে কর্ণপাত করিবে? অতএব ভায়া বুদ্ধিমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কথা বলিও।

একটা সন্ধান আমাকে বলিতে পার? অদ্যকার এই সম্রাটের অভিভাষণ উপলক্ষে কোথায় ব্রাহ্মণ-ভোজন বা কাঙ্গালী-ভোজন হইবে, তাহার কোন সংবাদ রাখ কি? লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন যে প্রাচ্য দেশবাসী আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্য ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিবার জন্য তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে দিল্লীতে দরবার করিয়াছিলেন। কলিকাতার গড়ের মাঠে কাঙ্গালী-ভোজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল—তবে ব্যয় ভারটা ভজনলাল লোহিয়া মহাশয়ই বহন করিয়াছিলেন,—আতস বাজী আলোকমালারও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু অদ্যকার এই উৎসবে সে রূপ ভোজের আয়োজন ত কোথাও দেখিতেছি না। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য দেশের প্রথার লঙ্ঘন করাটা ভাল হইতেছে কি? ইতি—

১৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩১৫।

(৩৯)

সম্পাদক ভায়া,

ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকেরা ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত আইনজ্ঞদিগের নামের পূর্ব্বে "ডাক্তার" শব্দ দেখিয়া অনেক সময় উঁহাদিগকে চিকিৎসক বলিয়া মনে করে।

উঁহারা যে আইনের ডাক্তার, এ সংবাদ তাহারা অবগত নহে। এত দিন তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে হাসিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহারা মূর্খ নহে, আমরাই মূর্খ, কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত যে আইনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। শ্রীমান্ নর্টন বাবাজীবনের কল্যাণে এইবার তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

আধুনিক চিকিৎসকগণ নাকি স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরে প্রত্যেক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে, যখন কোন রোগ বিশেষের বীজ প্রবল হয়, চিকিৎসকগণও তখন সেই রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন। যে সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেই সকল রোগের চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না। তবে সেই অপ্রকাশিত রোগের বীজ মানব শরীরে সকল সময়েই বর্ত্তমান থাকে, ইহাই আধুনিক বড় বড় চিকিৎসকদিগের অভিমত।

রোগের বীজের ন্যায় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে উক্ত সকল প্রকার অপরাধও প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রত্যেক ভারতবাসীর শরীরে বা কার্য্যে বিদ্যমান থাকে। যখন যে অপরাধটা প্রকাশ পায়, রাজপুরুষগণ তখনই তাহার বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। যে সকল অপরাধের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেই সকল অপরাধের বিচার অথবা তজ্জন্য দণ্ড প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। তবে

যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, অথবা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা হইলে রাজপুরুষগণ প্রচ্ছন্ন অপরাধের বিচারেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই প্রকার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতের সমর্থক, কারণ যখন যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, হোমিওপ্যাথি মতে তখন সেই রোগেরই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

—————*—————

চন্দননগরের চারুচন্দ্রের কার্য্যে রাজপুরুষগণ রাজদ্রোহের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাহারই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, সেই ব্যবস্থার প্রত্যাহার করিতে হইল। রাজদ্রোহের চিকিৎসা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু চারুচন্দ্রের কার্য্যে ত সকল প্রকার অপরাধের বীজ নিহিত আছে, তাহার মধ্যে যে কোন একটার অথবা সকলগুলার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, রোগের শেষ রাখিতে নাই।

—————*—————

শ্রীমান নর্টন বাবাজীবন এই চাণক্য নীতির অনুসরণ করিয়া চারুচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিয়াছেন। চারুচন্দ্রের কার্য্যে নরহত্যায় সহায়তা, অস্ত্র-আইন লঙ্ঘন এবং অন্যান্য সকল প্রকার অপরাধের বীজই নিহিত আছে। শ্রীমান্ তাই একে একে সকলগুলারই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুতরাং রাজদ্রোহের পরিবর্ত্তে এখন চারু-চন্দ্রের, নর-হত্যায় সহায়তা করা ও অস্ত্র-আইন লঙ্ঘনের চিকিৎসা

হইতেছে। যদি নর্টন বাবাজীবনের কৃত রোগনির্ণয় ঠিক না হয়, অর্থাৎ চারুচন্দ্র যদি এই দুই অপরাধেও নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা হইলে জাল, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, না হয় বিঘাটী, বাজিতপুর, বায়ড়া যাহা হউক একটা অপরাধের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। ফরাসি রাজ্য চন্দননগর হইতে চারুচন্দ্রকে অনেক যত্নে কলিকাতায় আনয়ন করা হইয়াছে, এখন যদি বিনা চিকিৎসায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে লোকেই বা কি মনে করিবে, আর চারুচন্দ্রই বা কি ভাবিবেন? তাঁহাকে নীরোগ না করিয়া, তাহার সকল প্রকার রোগের বীজ নষ্ট না করিয়া যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বেচারা বড় আশায় নিরাশ হইবে।

এই চারুচন্দ্রের মোকদ্দমায় একটা নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। চারুচন্দ্র রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও নরহত্যায় সহায়তা ও অস্ত্র-আইন লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার এখনও হয় নাই, সুতরাং বিচারের ফল কি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা সঙ্গত নহে। তবে এই অভিযোগে একটু নূতনত্ব আছে। মনে কর, একদল সিপাহি বিদ্রোহী হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; রীতিমত যুদ্ধও হইল, কিন্তু অবশেষে বিদ্রোহী সিপাহিদল পরাস্ত হইল। বিদ্রোহের অপরাধে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইল, বিচার চলিতেছে, এমন সময় কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট

তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিদ্রোহের অভিযোগ তুলিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্টের সিপাহিদিগের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল এবং সে জন্য বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা ও অস্ত্র-আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইবে। চারু-চন্দ্রের বিরুদ্ধে যে নরহত্যার সহায়তা ও অস্ত্র-আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও কি এইরূপ নহে? ইতি—

২৪শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩১৫।

---

(৩২)

সম্পাদক ভায়া,

বৃদ্ধের বচন বুঝি বন্ধ করিতে হয়। দিন কাল বড়ই মন্দ পড়িয়াছে। বিশেষ তোমাদের কলিকাতা সহরটারই মতিগতি একেবারে বদল হইয়া গিয়াছে। এ সময় বৃদ্ধ কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে, আর তোমরা শেষে হায় হায় করিবে।

দেখ, আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা'; এ কথাটা আরও এক দিন বলিয়াছি। কিন্তু আবার আজ বলিতে হইতেছে আমাদের দেশে কোম্পানী বাহাদুর পুলিশ নামে যে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা স্পর্শ করিলে ছাপ্পান্ন

ঘা। এক বার পুলিশের হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই, যে কোন প্রকারেই হউক নাস্তানাবুদ হইতেই হইবে।

এই দেখ না; তোমার মেদিনীপুরের ব্যাপার, বাপ্‌রে! কি কাণ্ডটাই হইয়া গেল। তোমরা সহরের লোক তোমরা হয় ত ভাবিতেছ বেশী আর কি হইয়াছে? কিন্তু আমরা মফস্বলের লোক; রাজা, জমিদার, বড়মানুষকে আমরা উচ্চশ্রেণীর জীবই মনে করিয়া থাকি। তাঁহাদের গায়ে সহজে কেহ হাত দিতে পারে না। সেকালে জমিদারেরাই ত দেশের কর্ত্তা ছিল; তাঁদের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। আর এখন এ সকল কি? এখন একজন কনষ্টেবলের তাড়ায় রাজাতে ডাকাতে এক লোটায় জল খাইতেছে!

আরে ছি! ছি! মেদিনীপুরের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছি। কোথাকার কে একটা মাতাল, অসচ্চরিত্র ভবঘুরে ছোক্‌রা তাকেই গোয়েন্দা করিয়া, মেদিনীপুরের যাঁহারা মাথা, তাঁদের কি কষ্টটাই না দেওয়া হইল? ভাগ্যে এডভোকেট জেনারেল এস, পি, সিংহ (বাঙ্গলা নামটা জানি না) গিয়াছিলেন, ভাগ্যে বাক্লটায় সাহেবের অনিদ্রা রোগ জন্মিয়াছিল, (ভগবান্ তাঁহাকে সুস্থ করুন) তাই ভদ্রসন্তানেরা মুক্তিলাভ করিলেন। পুলিশ যে কেমন জিনিষ, তাহা বোধ হয় রাজা জমিদারগণ হাড়ে

হাড়ে বুঝিয়াছেন। অতঃপর আর কেহ সাধ করিয়া বেলতলায় যাইবেন না।

---*---

তারপর তোমাদিগকে একটা সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। আমাদের পল্লীগ্রাম সমূহে গুজব উঠিয়াছে যে, দেশে নরম গরম যত স্বদেশী লোক আছে সরকার বাহাদুর নাকি তাহাদের স্পেশ্যাল কনষ্টেবল করিবেন, তাহাদের মুচলেখা লইবেন? কথাটা সত্য নাকি? আমি ত দেখিতে পাই, দুই চারিজন—"আপকে ওয়াস্তে" ব্যতীত দেশের মেয়ে পুরুষ সকলেই স্বদেশী। এত লোককে কনষ্টেবল করিলে শোভা মন্দ হইবে না। অনাহারী হাকিমদের মত গ্রামে গ্রামে অনাহারী কনষ্টেবল হইলে—"স্বদেশীর" মুখ উজ্জ্বল হইবে। তোমারা এক বার হরি হরি বল।

---*---

একটা দুঃসাহসের কথা বলিব। তোমরা ত বিলাতী কাপড় বিলাতী লবণ প্রভৃতি সমস্তই বয়কট করিয়া দিয়াছ, কিন্তু বিলাতী খবরের কাগজও লোকে এখনও বয়কট করিতেছে না কেন? আমার ত মনে হয় আমাদের দেশে, অন্ততঃ আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে, এই যে এত অশান্তি, এত গোলযোগ, এত পাগলামি, এত দ্বেষ হিংসা, এত দলাদলি এত ঢলাঢলি দেখা দিয়াছে, ইহার জন্য কয়েকখানি বিলাতী শ্বেতাঙ্গের পরিচালিত কাগজই অন্ততঃ দশ আনা দায়ী। এরা, দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল আছে কিসে আমাদের দেশের মধ্যে গোল বাধিয়া উঠে, কিসে হিন্দু মুসলমানে

বিবাদ বাধে। এদের জ্বালাতেই রাজপুরুষগণ ক্রমে এমন হইয়া পড়িয়াছেন। তোমাদের এই কাগজগুলাকে বয়কট করা কর্ত্তব্য। একটু সন্ধান লইয়া দেখিও, ওদের পনের আনা গ্রাহকই আমাদেরই দেশের লোক; তারা সকলে যদি বলে যে, "এরা যদি এমন করে আমাদের গালাগালি দেয়, আমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করে, রাজপুরুষদের নিকট অযথা কুৎসা করে, তাহা হইলে ওদের কাগজ পড়িব না"। তাহা হইলেই বাছারা একেবারে এত-টুকু হইয়া যাইবে! পয়সার গায়ে হাত লাগিলে আর বাছাদের মুখে শব্দ থাকিবে না। কি বল?

শুনিতেছি, এ বার নাকি মান্দ্রাজে কংগ্রেস হইবে? আবার এক নূতন কথা শুনিতেছি যে, এটা নাকি তোমাদের চব্বিশ বৎসরের সাবালক কংগ্রেস নয়; সুরাটেই নাকি তাহার পঞ্চত্বলাভ হইয়াছে; এখন নাকি তাহার চিতাভস্মের উপর নূতন কংগ্রেস হইতেছে? আমি কিন্তু কথাটা ভাল করে ঠাওর করিতে পারিতেছি না। সুরাটে ত কংগ্রেসের শেষ হয় নাই; সভাপতি রাসবিহারী ত বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস Sine die অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রহিল। আর এ ত যারতার মুখের কথা নহে, পাকা উকিলের বাণী। আমাদের যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ত কংগ্রেসকে উইল লিখিয়া দিতে দেখেন নাই, তবে এ সকল কি? আবার শুনিতেছি একটা মডারেট কংগ্রেস, একটা এক্সট্রিমিষ্ট কংগ্রেস হইবে। শেষে কি "ঘোষের গঙ্গা"

"বোসের গঙ্গা" হইবে? কি জানি ভায়া, তোমরা রাজনীতিক, তোমাদের কথা "মূর্খেতে বুঝতে পারে দু'চারি দিবসে, পণ্ডিতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।" ইতি—

১লা অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫।

---

(৩৩)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদের এক জন লেখক ত "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" ইত্যাদি একটা গান রচনা করিয়া বিশেষ বাহাদুরী লইয়াছেন, কিন্তু দেশটা যে কাহার তাহা এক বার ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? ভয় নাই, আমি কোন গুরুতর রাজনীতিক সমস্যার কথা অথবা সিডিশনের কথা বলিব না। এ দেশ যে ইংরাজের তাহা ইংরাজও যেমন জানে, আমরা পিতৃপিতামহের আমল হইতে সেইরূপই জানি। তবে তোমাদের লেখক ও কবির দল মাঝে মাঝে না জানিয়া "আমার দেশ" "আমার দেশ" বলিয়া চীৎকার করেন বলিয়াই আজ সকলকে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে হইতেছে যে, দেশ ইংরাজের। সাক্ষী তোমাদের লালবাজারের সহযোগী "এম্পায়ার"।

"এম্পায়ার" সে দিন সংবাদ দিয়াছেন যে, কলিকাতায় দুইটা শ্বেতাঙ্গ-বণিক-সভা এবং ফিরিঙ্গী-স্বার্থরক্ষিণী সভা লাটের নিকটে, বিপ্লববাদীদিগের সরাসরি বিচার এবং অন্য দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সংবাদটা ছাপিবার সময় "এম্পায়ার উহার" উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়াছেন "Calcutta demands Summary Trial" অর্থাৎ কলিকাতা সরাসরি বিচার প্রার্থনা করিতেছে। এখানে কলিকাতা অর্থে যে কলিকাতার দশলক্ষ অধিবাসী নহে, শ্বেতাঙ্গদিগের ঐ তিনটি সভা, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। "কলিকাতাটা" যে শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের নিজস্ব, ইহা সেই মিউনিসিপ্যাল বিলের সময় হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, যদি কলিকাতাটাই শ্বেতাঙ্গদিগের নিজস্ব হইল, তাহা হইলে তোমাদের ঐ "আমার দেশের" অস্তিত্ব কোথায় রহিল ?

———*———

শ্বেতাঙ্গদিগের তিনটি সভা সরাসরি বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া যে, কলিকাতার বাজে লোক অর্থাৎ কালা আদ্‌মিগুলা সরাসরি, বিচার চাহে না, আমি এমন কথা বলি না। আমিত সরাসরি বিচারের একান্ত পক্ষপাতী এবং আমার বিশ্বাস যে, তোমরা যদি একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা কর, তাহা হইলে, তোমরাও উহা বাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিবে। কারণ, যাহা হইবেই, তাহা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। এই যে বোমার মামলা হইতেছে, ইহার কি শেষ নিষ্পত্তি আলিপুরের দায়রায় হইবে ? না, শেষে

হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইবে? তোমাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, আলিপুরে যে সকল আসামী দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হাইকোর্টে আপিল করিবেন। সুতরাং যখন অন্তে সেই "তারকব্রহ্ম" হাইকোর্ট সম্বল, তখন যত শীঘ্র সেই ব্রহ্মলাভ হইবে, ততই মঙ্গল নহে কি?

বর্ত্তমান বিচার প্রণালীতে কত অসুবিধা দেখ; প্রথমে ত ৩।৪ মাস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কাটিয়া গেল, তাহার পর দায়রায় যে কতকাল কাটিবে, তাহা ভগবান জানেন; ইহার পর আবার হাইকোর্ট আছেন। ধর, মোটের উপর এক বৎসর। এই এক বৎসর কাল হাজত-বাসের পর হাইকোর্ট হইতে কোন আসামীর প্রতি পাঁচ বৎসরের কারাবাস-দণ্ডের আদেশ হইল। অর্থাৎ এখন মোটের উপর সেই আসামীর এক বৎসর হাজত বাস ও পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড, এই ছয় বৎসর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সরাসরি বিচারে এই এক বৎসর আর "বেলে খেলা" হইবে না। ইহার উপর, তিন আদালতে তিন দফা উকিল ব্যারিষ্টারের ব্যয়ের কথাটাও নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে।

এইবার একটা গুরুতর কথা বলিতে হইতেছে। সে দিন এম্পায়ারের "কলিকাতা" বড়লাটের নিকট যে তিনটি বর প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি বর এই যে, অতঃপর যদি কোন মোকদ্দমার এপ্রুভার এজেহার দিবার পর এবং তাহার জেরার

পূর্ব্বে কোন ঘাতকের হস্তে এপ্রুভারলীলা সংবরণ করে, তাহা হইলেও তাহার প্রদত্ত এজেহার বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হউক। আমার বোধ হয় যে "কলিকাতার" এই প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। কারণ সে দিন স্বয়ং বড় লাট লক্ষ্ণৌ নগরীতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, বিপ্লববাদীদিগের মূল, উপ-মূল, এমন কি প্রমূল পর্য্যন্ত এপ্রুভারদিগের পরিজ্ঞাত। এপ্রুভার তাহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিবে, সে সকল কথা অন্য লোকের, এমন কি সর্ব্বজ্ঞ পুলিশের পক্ষেও অবগত হওয়া দুরূহ। সুতরাং এপ্রুভারের উক্তি যদি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে বিপ্লবের মূলোৎপাটনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, বাঙ্গালীর রাজভক্তি একেবারে "জড় সে বিগড় গিয়া।" এ অবস্থায় মৃত এপ্রুভারের এজেহার কি পরিত্যাগ করা সঙ্গত? বৃদ্ধের সহিত একমত হইয়া তোমরাও বল "না, পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে।"

---*---

ভায়া, কিসে যে কি হয় বলা যায় না। এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে "শুম্ভ নিশুম্ভের" পালা যাত্রা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার ভিতর যে ভীষণ সিডিশনের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কি তোমাদের সম্পাদকীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিয়াছিলে? ময়মনসিংহের অলোক-সামান্য প্রতিভাশালী মহামহিমান্বিত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড সে দিন এই পৌরাণিক পালার ভিতর পুলিশরূপ অনুবীক্ষণের সাহায্যে সিডিশনের বীজানু দেখিতে

পাইয়াছেন। অতঃপর, যাত্রার রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ বিগ্রহ-পূর্ণ পালা ত দূরের কথা, আদিরসপ্রধান বিদ্যাসুন্দরের পালাও হইবে কি না সন্দেহ। কারণ, অনুসন্ধান করিলে বিদ্যাসুন্দরের গানেও সিডিশন পাওয়া যাইতে পারে। মনে কর, সুন্দর গান গাহিলেন—"ঐ পোহাল, রূপসী, নিশি।" এই নিশি প্রভাত অর্থে যে ভারতের দুঃখ-নিশি প্রভাত নহে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে বিদেশীর অধীনতা পাশ হইতে ছিন্ন করা নহে, তাহা তোমরা কি শপথ করিয়া বলিতে পার? কিছু দিন পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জ্বালায় এ দেশের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকাদিগের অস্তিত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; এইবার সিডিশনের কল্যাণে যাত্রা, থিয়েটার, সঙ্, তামাসা সমস্ত বন্ধ হইবে।

কিসে যে কি হয়, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দেখ। পঞ্জাবের নাউসেরা নামক স্থানে ক্লার্ক নামক একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক-পুরুষ বাস করেন। এই বীরবর দয়া করিয়া আবদুল্লা নামক একটা দর্জ্জির নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই হতভাগা দর্জ্জির আপ্যায়িত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহার ধৃষ্টতা এতই অধিক যে, সে এক খানা পোষ্টকার্ডে বীরবরের নিকট টাকার তাগাদা করিল। তোমরাই বল দেখি, এরূপ অবজ্ঞা কে সহ্য করিতে পারে? ক্লার্ক বাহাদুর ঐ পোষ্টকার্ড পাইয়াই একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের শরণাপন্ন হইলেন। আর যায় কোথা? ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দর্জ্জির

হাতে হাতকড়ি দিয়া তাহাকে আদালতে হাজির করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিলেন, "হয় বল যে এই টাকার কথা মিথ্যা নতুবা তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিব।" দর্জ্জি বেচারার অনেক কষ্টের টাকা, সে এক কথায় ঐ টাকার কথা উড়াইয়া দিতে পারিল না, বরং বাটী হইতে বীরবরের হাণ্ডনোট আনিয়া দাখিল করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যে হাণ্ডনোটটা মিথ্যা নহে, তাহাতে ক্লার্ক সাহেবের শ্রীহস্তের অক্ষর বিরাজমান। তখন তিনি সেই টাকার কথার আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দর্জ্জিকে পেনাল কোডের ৫০০ ধারায় ফেলিয়া অর্থাৎ তাহাকে মানহানির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া সরকারী উকিলকে মোকদ্দমা চালাইতে আদেশ করিলেন। দর্জ্জিও বুঝিল যে "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা"। সে বৃটিশ সিংহকে ঘাঁটাইয়াছে, সুতরাং তাহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।

অবশেষে দর্জ্জি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লাহোর চিফকোর্টে আপিল করিল। বেচারার কপাল ভাল, সে সকল দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু চিফকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ রবার্টসন এটা বিবেচনা করিলেন না যে, তাঁহার বিচারে বৃটিশ সিংহের প্রেষ্টিজের কত ক্ষতি হইল। প্রথমতঃ একজন শ্বেতাঙ্গকে টাকা ধার দিয়া পরে তাঁহার নিকট সেই টাকার তাগাদা করাই যে কত পাপ, তাহা স্থূলবুদ্ধি বিচারপতি বোধ হয় ধারণাই করিতে পারেন নাই। তাহার উপর পোষ্টকার্ড লিখিয়া তাগাদা

করাও যা আর হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভদ্রলোককে অবজ্ঞাত করাও যে তাই, বিচারক এটাও একবার বিবেচনা করিলেন না! সর্ব্বোপরি, ক্লার্ক সাহেব আপনার মানহানির কোন লক্ষণ বুঝিতে না পারিলেও স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ক্লার্ক সাহেবের মানরক্ষার জন্য দর্জ্জির বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনয়ন করিলেন, তখন কি চিফকোর্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ভাল হইয়াছে? কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ কর্ম্মচারী যে কত গভীর চিন্তার পরে এ দেশে ইংরাজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরা যদি তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? যাহাতে হাইকোর্ট পুলিশচালানি মামলায় হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে না পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা হয় না কি? ইতি—

৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫।

---

(৩৪)

সম্পাদক ভায়া,

এক দিন ভীষণ ভবার্ণবের তরঙ্গমালার মধ্যে পতিত হইয়া সাধক ভীতচিত্তে গায়িয়াছিলেন,—

"মায়া ঘোরে মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী" আর আজ দেশের চতুর্দ্দিকে অশান্তির মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া

আমারও মনে হইতেছে "ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী"। ঐ মসিকৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে যে কি বজ্র লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না। তাই সামান্য শব্দে চকিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছি; মনে হইতেছে ঐ বুঝি সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত করিয়া, চক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়া ভীষণ অশনিপাত হইল। এইরূপ ভয়ে ভয়ে আর কত কাল কাটাইব? বিপদ অপেক্ষা বিপদের আগমন সম্ভাবনাটাই অধিক ভয়ঙ্কর।

---*---

যে বৎসর বোম্বায়ে প্লেগের প্রথম আবির্ভাব হইল, তখন কলিকাতায় প্লেগ আসে নাই, কিন্তু "ঐ প্লেগ আসিতেছে" "ঐ প্লেগ আসিতেছে," এই শব্দে প্রত্যহ শীরের এক ছটাক করিয়া শোণিত জল হইয়া যাইত। তাহার পর সত্য সত্যই কলিকাতায় প্লেগ আসিল, প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া প্লেগ নরভুক রাক্ষসের ন্যায় নগর হইতে নগরান্তরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে সময় আমাদের আর ততটা ভয় ছিল না। প্লেগগ্রস্ত রোগীর সহিত এক বাটীতে বাস করিয়াছি, কোন ভয় হয় নাই, সহিয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় আবার এক নূতন প্লেগ আসিবে, তোমরা বিগত কয়েক দিন ধরিয়া এই সংবাদ দিয়া কলিকাতা-বাসীকে অস্থির করিতেছ। কলিকাতায় প্রত্যেক লোকের মুখে পৃথক পৃথক জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যে কোনটাই সত্য নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

---*---

যুদ্ধের

অসময়ে বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় আসিলেন, অসময়ে মন্ত্রণাসভার গুপ্ত অধিবেশন হইল, একটা কিছু হইবে তাহা স্থির হইয়া গেল। কিন্তু সেই একটা কিছু যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারিতেছে না। কেহ বলিতেছে যে, যে দিন হইতে ঐ একটা কিছু কার্য্যে পরিণত হইবে, সেই দিন হইতে, শ্বেত-পল্লীতে কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে। কেহ বলিতেছে যে, না, অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে, বেলা আটটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত আফিষের কাজ কর্ম্ম হইবে। তিনটার সময় সমস্ত আফিষ বন্ধ হইবে, বেলা পাঁচটার পর আর কোন কালা আদমি শ্বেতপল্লীতে পদার্পণ করিতে পারিবে না। যদি পদার্পণ করে তাহা হইলে, সেই হতভাগ্যকে একেবারে আণ্ডামানে রপ্তানির ব্যবস্থা হইবে। এই রূপ অনেকের মুখেই অনেক প্রকার কথা শুনিতেছি। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি ইহার কোনটাই বিশ্বাস করি না।

---*---

ভায়া, তোমরা সংবাদপত্রের সম্পাদক, নিজের আফিষে বসিয়া ত্রিভুবনের সংবাদ সংগ্রহ কর; কিন্তু গড়ের মাঠের উপর বড়লাটের প্রাসাদে সে দিন বড়কর্ত্তা ছোটকর্ত্তা প্রভৃতি মিলিয়া কি পরামর্শ করিলেন, তাহার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? এমন যে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র "ইংলিশম্যান" "পাইওনীয়ার" তাঁহারাও ত কোন সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন না। কি একটা হইতেছে, অথচ কেহই বলিতে পারিতেছে না যে, কি হইতেছে; এ বড় ভয়ানক কথা। হরি ভায়া একবার ৫ আইনের অপরাধ করিয়া

পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরে ভায়ার মুখে শুনিয়াছি যে, পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার, প্রহার প্রাপ্তি, হাজতবাস প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীমান কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; কিন্তু যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভায়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীরস্বরে রায় পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন ভায়া মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীমুখ হইতে যে কি রায় বাহির হইবে, তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করাটাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। বড়লাটের মন্ত্রণা সভা হইতে যে রায় বাহির হইবে, তাহা যত দিন আমাদের কর্ণগোচর না হইতেছে, তত দিন সুস্থির হইতে পারিতেছি না।

দেখ ভায়া, তোমরা ঐ এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলার মুখে জুজুর নাম শুনিয়া ভীত হইও না। উহারা তোমাদিগকে যতই ভয় দেখান না কেন, এটা স্থির জানিও যে, বড়লাট আমাদের জন্য একটা প্রকাণ্ড অন্যায় আইন করিবেন না। লাট সাহেবের বাটীর মন্ত্রণা সভায় সে দিন যে বিষয়েরই আলোচনা হউক না কেন, কৃষ্ণাঙ্গমেধ যজ্ঞের যে পরামর্শ হয় নাই, ইহা স্থির। তবে একটা নূতন কিছু হইলে প্রথম প্রথম দিন কতক তাহা কেমন কেমন বাধ-বাধ মনে হয়। দুই দিন পরে আবার তাহা বেশ সহিয়া যায়। সতীদাহের নিবারণ হইতে সম্মতি-আইন, অস্ত্র-আইন হইতে মুদ্রাযন্ত্র-বিধান সমস্তই এইরূপ। কিছু চিন্তা করিও না, বড়লাট যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, দুই দিন পরে সমস্তই

আমাদের সহিয়া যাইবে। বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ্য করিও না, আসন্ন আইনের ভয়ে ভীত হইও না, রাজা ও প্রজার কল্যাণকর কাজ করিয়া যাও, পরিণাম শুভ হইবে। ইতি

১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫।

---

(৩৬)

সম্পাদক ভায়া,

পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ শ্বেত পদার্থ মাত্রই হরিদ্রাভ দেখে, এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় যেরূপ প্রত্যেক শব্দকেই বোমার শব্দ বলিয়া মনে করে, তোমরাও দেখিতেছি সেইরূপ রাজপুরুষগণের প্রত্যেক কার্য্যে অবজ্ঞার সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের পক্ষে একটু সংযম অবলম্বন করা ভাল; সংবাদপত্র-পরিচালকগণ এত অসহিষ্ণু হইলে চলিবে কেন? রাজপুরুষেরা যে সব কাজ করেন, তাহার উভয় দিক বেশ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করিও।

কেন এত কথা বলিতেছি জান? তোমাদের পূর্ব্ববঙ্গের একজন সহযোগী বলিতেছেন যে, ঢাকার ছোটলাটের বাটীতে তিন জন বিশেষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক দ্বাররক্ষক গুর্খার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন। নিগৃহীত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে এক জন

আবার বিলেত-ফেরৎ আই, সি, এস, অর্থাৎ সিবিলিয়ান। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনেক সম্পাদকই সহিষ্ণুতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝ দেখি, ইহাতে অন্যায় কি হইয়াছে? সে কালে রাজসূয় যজ্ঞ হইত, সম্রাটের দ্বারে কত নরপতি বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেন। এবারে দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের সময় কোন রাজা রাজড়া এই রূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। সে নিগ্রহটা এত দিন তোলা ছিল, এখন না হয় কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে ত দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।

---*---

আমি বরং এই ব্যাপারে নিগৃহীত বাঙ্গালীত্রয়েরই দোষ দেখিতেছি। তাঁহারা হিন্দুর সন্তান হইয়া চাণক্যের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন কেন? তাঁহারা যখন দেখিলেন যে রাজদ্বারে এক জন প্রহরী দণ্ডায়মান, তখন তাহাকে বান্ধব বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন না কেন? গুর্খাই বল আর পিউনিটিব পুলিশই বল, উহারা অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বন্ধু বলিয়াই পরিচয় দেয়, কিন্তু অদৃষ্টদোষে আমরা উহাদিগকে চিনিতে পারি না। রাজদ্বারেত উহারা আছেই, তদ্ব্যতীত শ্মশানেও উহাদের সঙ্গলাভ হয়। এমন প্রকৃত বন্ধুর হস্তে যদি একটু আধটু লাঞ্ছনাভোগই হয়, তাহা হইলেও দুঃখ করিতে নাই।

---*---

মুদ্রেক্ষর

একটা কথা উঠিয়াছে যে, বৃদ্ধ দুর্গাচরণ সান্ন্যাল নাকি পাগল হইয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, আরও ছয় মাস কাল তাঁহাকে দেখিবার পর তাঁহার মুক্তি প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এ কথাটার অর্থ আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ছয় মাস কাল দুর্গাচরণকে দেখিতে হইবে। কিন্তু কি দেখিতে হইবে? তিনি বাস্তবিক পাগল কি না, ইহাই ত দেখিতে হইবে? তাহার পর, যদি তিনি পাগল হইয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; আর যদি তিনি পাগল না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যত দিন তিনি পাগল না হইবেন, তত দিন কি তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হইবে? ছোটলাটের যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা মন্দ হয় নাই।

দেখ সম্পাদক ভায়া, আমার এক এক বার মনে হয়, তোমাদের এই এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সহযোগীদিগকে এক বার দুই এক সপ্তাহের জন্য আবুহোসেনের ন্যায় হারুণ-অল-রসিদের পদে অভিষিক্ত করিয়া দেখি যে, তাঁহারা কি করেন। বড়লাট বা ছোটলাটের পদে বসাইলে হইবে না, কারণ লাট সাহেবগণ যথেচ্ছাচারী সম্রাট নহেন, স্বয়ং সপ্তম এডোওয়ার্ডও আপনার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু হারুণ-অল-রসিদ হইলে আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। সেইজন্য আমার

বড় ইচ্ছা হয় যে, "ইংলিশম্যান," "পাইওনীয়র" প্রভৃতিকে একবার কয়েক দিনের জন্ত ভারতবর্ষের যথেচ্ছাচার সম্রাটের আসনে স্থাপন করি। তাহা হইলে কি হয় বল দেখি ?

আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমাদের এগ্লো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী ভায়াদিগকে এক দিনের জন্ত ভারতের যথেচ্ছাচারী সম্রাট করিয়া দিলে তাঁহারাত সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত "ব্যাঘ্র-প্রবৃত্তি" সমূহকে এক বার এই কালা আদমিরূপ মেষপালে ছাড়িয়া দিবেন। গোলা, গুলি, বেয়নেট, ড্যাগারের আঘাতে কালা আদমীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষত বিক্ষত করিয়া ব্যাঘ্রপ্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইলে সহযোগীরা তাহাদিগকে পিঞ্জরে পুরিয়া মানব প্রবৃত্তির ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন। এই মানব প্রবৃত্তির সাহায্যে তাঁহারা Crimes Act, Vernacular Press Act, এবং কৃষ্ণাঙ্গগণের উপর Martial Law জারি করিয়া ইচ্ছাটা মিটাইয়া লইবেন। ইহার পর ছোটখাট law ও bye-law প্রভৃতিত আছেই। এই সকল বিধান উপবিধান অনুসারে সাধের কলিকাতা হইতে কৃষ্ণাঙ্গ নির্ব্বাসন, ত্রিশ টাকার অধিক বেতনের সকল কার্য্যেই ফিরিঙ্গী নিয়োগ এবং ট্রাম ও রেলগাড়ীতে মনের সাধে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহ করিয়া এই ভারতবর্ষকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত করিবেন। আহা ! সে সুখের দিন কি আসিবে ?

ছুঁচ্ছের

তোমরা শ্রীমান নর্টন বাবাজীবনকে কেবল ব্যারিষ্টার বলিয়াই জান, কিন্তু তিনি কেবল ব্যারিষ্টার নহেন, তিনি এক জন মহামহোপাধ্যায় কুলাচার্য্য। সে দিন তিনি দায়রার এজলাসে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই ভট্টাচার্য্য। তোমরা এত দিন এই তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলে কি? কলিকাতা পুলিশের বড়কর্ত্তা শ্রীমান হ্যালিডে হইতে মেদিনীপুরের মজহরল হক পর্য্যন্ত যে সকলেই ভট্টাচার্য্য, এই কথা তোমরা কয় জন জানিতে? কলিকাতায় ভট্টাচার্য্যপল্লী বলিলে অতঃপর লালবাজার বুঝিতে হইবে, এ কথা ভুলিও না। পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের নাম লিখিবার সময় মিঃ হ্যালিডে ভট্টাচার্য্য, মিঃ মেরিম্যান ভট্টাচার্য্য মিঃ ক্রিজোনী ভট্টাচার্য্য, মৌলবী মজহরল হক ভট্টাচার্য্য এই রূপ লিখিতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের নামে ভট্টাচার্য্য যোগ না করিলে চাই* কি লাইবেলের অভিযোগও আসিতে পারে। তোমরা একটু সাবধান থাকিও।

২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫।

---

(৩৬)

সম্পাদক ভায়া,

এত দিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জুজু আসিতেছে এই কথায় শিশুমাত্রেই যত ভীত হয়, কিন্তু প্রকৃত জুজু আসিলে অনেক শিশুই

তত ভীত হয় না। একটা কি আইন হইবে শুনিয়া দেশের লোক ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, এখন আইন হইয়া গেল, সকলে নিশ্চিন্ত হইল। দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই নূতন আইন পাশ হইবার পর হইতেই দেশের জন-সাধারণের অসন্তোষ দূর হইয়াছে, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। সকলের সন্তোষের প্রধান প্রমাণ এই যে, কোন স্থানে কোন রূপ গোলযোগ নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর জন-সাধারণ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সভা করিয়া ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিয়াছিল, নানা প্রকারে অসন্তোষ প্রচার করিয়াছিল। সুতরাং তখন বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, ব্যবচ্ছেদ ব্যাপরটা লোকের মনের মত হয় নাই; অনেকেই ঐ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন আইন পাশ হওয়াতে কোথাও কণামাত্র বিরক্তির চিহ্ন নাই, কাহারও মুখে একটা কথা নাই, সভা সমিতি করিয়া এই আইনের প্রতিবাদ করিবার কল্পনাও কেহ করিতেছে না। এতএব, এই এক মাত্র আইনে যে দেশের লোকে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

রাজা অথবা রাজপুরুষগণ যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তাহা প্রজার মঙ্গলেরই জন্য, একথা বলাই বাহুল্য। এই আইনও প্রজার মঙ্গলের জন্যই প্রচার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই নূতন আইনে প্রজার যেরূপ প্রত্যক্ষ মঙ্গল সাধিত

হইয়াছে, অন্য কোন আইনে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। যদি হিসাব করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, ইহাতে প্রজার কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইল। প্রথমতঃ মোকদ্দমার ব্যয়ের বিষয়টা বিবেচনা কর।

এত দিন এ রূপ মোকদ্দমা করিতে হইলে প্রথম দফায় পুলিশের হাতে অনুসন্ধানের ভার পড়িত। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের উদ্বোধন, দায়রায় উহার পরিণতি এবং পরিশেষে হাইকোর্টে উহার পরিসমাপ্তি হইত। আমি চারি কথায় বুঝাইয়া দিলাম বটে কিন্তু বস্তুতঃ অনেক মোকদ্দমায় এই চারিটি অবস্থা অতীত হইতে চারিটি পূরা বৎসর কাটিয়া যাইত। এই চারি স্থানে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষকেই যথেষ্ঠ অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া উকিল ব্যারিষ্টার দিতে হইত এবং অবশেষে কোন আসামী পিতৃপুণ্যে হাইকোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাহার অদৃষ্টে সুদীর্ঘকাল হাজতবাস লাভ হইত।

কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থা কেমন সুন্দর ও সরল হইয়াছে দেখ দেখি। পুলিশ গিয়া যেমন ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর গ্রেপ্তার ও হাজত বাসের ব্যবস্থা হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই, উকিল ব্যারিষ্টারদিগের বাক্য ব্যয় নাই। আসামী পক্ষের কোন বালাই নাই। এমন কি আসামীকে কষ্ট করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের

নিকট হাজির হইতেও হইবে না। সে বেশ মজা করিয়া রাজার মত হাজতে বসিয়া থাকিবে অথচ মোকদ্দমায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি লাভে কণামাত্র ব্যাঘাত ঘটিবে না। তাহার পর একেবারে হাইকোর্টে বিচার ; পূর্ব্বে যাহার হাইকোর্টে আপিল করিবার ক্ষমতা থাকিত না, তাহাকে দায়রার জজের রায় শিরোধার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এখন আর সে হাঙ্গামা নাই, আসামীর ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার অদৃষ্টে হাইকোর্টের বিচার লাভ কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। ইহা কি সামান্য সুবিধা ?

এই ত গেল আর্থিক সুবিধার কথা ; ইহার উপর অন্যান্য সুবিধার কথাও ধর। এক একটা এজলাসে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা চলিবে আর আসামী বেচারাকে সেই সময়টা হাজতে বাস করিয়া "কি হয় কি হয়" ভাবিতে হইবে। এই ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় শূন্যে অবস্থানের অবস্থা অপেক্ষা, যাহা হয় একটা কিছু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া গেলেই ভাল হয় না ? তোমরা যাহাই বল না কেন, আমার মতে এ ভালই হইল। যদি তোমরা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার কর, তাহা হইলে তোমরাও বলিতে বাধ্য হইবে যে, এ ভালই হইয়াছে।

তার পর সভাসমিতির কথা। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ওগুলা আদৌ দেখিতে পারি না। সভাসমিতি করিয়া কিছু লাভ হয় বলিতে পার কি ? লাভের মধ্যে আমি ত দেখিতে

পাই যে, স্বদেশী সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন, মফস্বলে তাঁহাদের অদৃষ্টে জামাই আদরে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহারের বিলক্ষণ ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত আর যে কাহার কি লাভ হয়, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। স্বদেশী সভার বক্তারা হয় ত এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের প্রতি রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিবেন। করুন, তাহাতে বৃদ্ধের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। সত্য কথার সর্ব্বত্র জয়।

বাইবেলে বলে "আদিতে বাক্য ছিলেন" অর্থাৎ কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহার আদিতে—প্রথমাবস্থায় নানা প্রকার বাক্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সভা সমিতি প্রভৃতি বাক্যব্যয়ের কেন্দ্রগুলি সকল কার্য্যের আদিতে প্রয়োজন। যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত বাক্যব্যয়ের জন্য সভা সমিতি করিতে চাহেন, তাঁহাদের দ্বারা কস্মিন কালে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তোমরা যে দেশের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহার প্রথমাবস্থা কি এখনও অতীত হয় নাই? তোমরা বুঝিতে পার আর নাই পাই, রাজপুরুষেরা নিশ্চয় তাহা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা সভাসমিতি বন্ধ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তোমাদের মঙ্গল বা অমঙ্গল কিসে হয়, তাহা তোমাদের অপেক্ষা যে তাঁহারা অধিক বুঝেন, এই নূতন আইনই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ।

এই দুইটি আইনে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এ কথা আমি স্বীকার করি। মামলা মোকদ্দমার কল্যাণে তোমাদের অর্থাৎ সংবাদপত্র ওয়ালাদিগের কাগজ পুরাইবার ভাবনা ছিল না। সাক্ষীর এজেহার, ব্যারিষ্টারের জেরা, বিচারকের রায় এই সকল লইয়া একরূপে বেশ সময় কাটাইতেছিল। সভাসমিতির বিবরণেও খবরের কাগজ অতি সহজে পূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং যদি মোকদ্দমার পরিচালন কার্য্য সংক্ষিপ্ত হয় এবং সভাসমিতিগুলি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে বিলক্ষণ ভাবনার কথা বটে। যে বৎসর দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা বা অন্য রোগের প্রাদুর্ভাব কিছু অল্প হয়, সে বৎসর চিকিৎসক ও গঙ্গাপুত্রেরা দুর্ব্বৎসর বলিয়া মনে করে।

যাহা হউক, আইন ত হইল, কিন্তু একটা কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমরা সম্পাদকীয় আসনে বসিয়া অনেক কথার অনেক নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিতে পার বলিয়াই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই কথাটার অর্থ আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? সে দিন বড়লাটের মন্ত্রণা সভায় নূতন আইন সম্বন্ধে আলোচনা হইবার সময় নূতন ছোটলাট স্যার এডোয়ার্ড বেকার বলিয়াছিলেন "এখন ত এই আইনের বিশেষ প্রয়োজন বুঝিতে পারাই যাইতেছে; যদি ইহাতেও কার্য্যোদ্ধার না হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আরও নূতনতর আইন করিতে হইবে।" "নূতন আইনের" নূতনত্ব এই যে

ইহাতে বিচার প্রণালী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গীন মোকদ্দমা অর্থাৎ রাজনীতিঘটিত মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ না করিয়া একেবারে হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করিবেন।

নূতন ছোটলাট বাহাদুর, প্রয়োজন হইলে, ইহা অপেক্ষাও নূতনতর আইন, করিবেন বলিয়াছেন। সেই নূতনতর ব্যবস্থাটা যে কিরূপ হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বুঝাইয়া দিতে পার? আমি ত একরূপ অনুমান করিয়াছি। আমার বোধ হয়, ছোটলাট বাহাদুরের ঐ কথার উদ্দেশ্য এই যে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে রাজনীতিক মোকদ্দমার প্রথমে পুলিশ ও শেষে হাইকোর্টে দুইপ্রান্তে দুইটা ব্যবস্থা না করিয়া মোটের উপর এক পক্ষের উপরই সমস্ত ভার অর্পণ করিবেন। অর্থাৎ পুলিশ আসামী ধরিয়া দিবে ও হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে, এরূপ ব্যবস্থা না রাখিয়া, হয় হাইকোর্টের বিচারপতিরা আসামী গ্রেপ্তার ও তাহাদের অপরাধের বিচার করিবেন, নতুবা পুলিশ আসামী ধরিয়াই তাহাদের অপরাধের বিচার করিয়া দণ্ড দিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট, দায়রার জজ, হাইকোর্ট প্রভৃতির হাঙ্গামা আর থাকিবে না। ছোটলাট বাহাদুর যদি বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার মতে এইরূপ ব্যবস্থা করা ভাল যে, পুলিশ যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিবে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে আন্দামানে

রপ্তানি করিতে পারিবে *। বিচার কালে বৃথা অর্থব্যয়ের ও সময় নষ্ট করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আর এ ব্যবস্থাতেও বিশেষ নূতনত্ব আছে।

যাহা হউক ভায়া, দুঃখিত হইও না; বড়লাট বাহাদুর অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে, "শাসন-সংস্কাররূপ মিষ্টান্ন ভোজনের পর এই নূতন আইনটা অনেকের পক্ষে তিক্ত লাগিতে পারে; সেইজন্য তিক্তের ব্যবস্থাটা অগ্রে করা হইল।" এই নূতন আইন যদি তোমাদের পক্ষে একান্ত তিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, পরিণামে মূলে তিক্তরস আর থাকিবে না। লর্ড মর্লির ভাণ্ডার হইতে রসনার তৃপ্তিকর সুমিষ্ট লাড্ডু শীঘ্রই তোমাদের পাতে পড়িবে। তখন তোমরা বঙ্গব্যবচ্ছেদ, মুদ্রাযন্ত্র বিধান এবং এই নূতন আইন প্রভৃতি লইয়া আনন্দে দুই হস্ত তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। মহাকবি শেকসপীয়ার বলিয়া গিয়াছেন, "All well that ends well" আমরাও চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"। এখন লর্ড মর্লির লাড্ডু দিল্লীকা লাড্ডুতে পরিণত না হইলেই মঙ্গল।

২৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫।

* দশ বৎসর পূর্ব্বে দূরদর্শী "শ্রীবৃদ্ধ" যে কথা বলিয়াছিলেন এখন তাহা সত্যে পরিণত হয় নাই কি? ভরেতরক্ষা বিধানের দোহাই দিয়া যাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, তাহারাই শ্রীবৃদ্ধের ঐ ভবিষ্যদ্বাণার প্রমাণ দিতেছে।

(৩৭)

সম্পাদক ভায়া,

গতবারে বলিয়াছিলাম যে, লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কার দিল্লীকা লাড্ডুতে পরিণত হয় কি না, তাহাই দ্রষ্টব্য। এখন দেখিতেছি যে, উহা দিল্লীকা-লাড্ডুতে পরিণত হয় নাই। অর্থাৎ উহা পাইয়া আমাদিগকে "পস্তাইতে" হয় নাই, বরং উহাতে আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তোমরা ত অনেকবার বুড়া মর্লিকে গালি দিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে অনেক সময় বলিয়াছি যে, তোমরা গালি দাও আর যাহাই কর, বৃদ্ধের মন ভাল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ অথবা ঐরূপ দুই একটা ব্যাপারে তিনি তোমাদের সন্তোষ সাধন করিতে পারেন নাই বলিয়া যে তিনি সকল কার্য্যেই তোমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, তোমরা তাঁহার প্রত্যেক আশ্বাসবাণীকেই স্তোকবাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলে, কেমন না?

---*---

এই শাসন-সংস্কারটা দেশের জননায়কগণের মনে কিরূপ ভাবের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা এখন সকলেই জানিতে পারিতেছেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, সারদাচরণ প্রভৃতি দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত

প্রকাশ করিতেছেন, তখন আমার মত, নগণ্য বৃদ্ধের অভিমত প্রকাশ করা ধৃষ্টতামাত্র। তবে যে সকল ব্যাপার আমি ভাল বুঝিতে পারি না, সেগুলি তোমাদের নিকট হইতে বুঝাইয়া লইতে চাই, এরূপ অবস্থায় যদি আমার কোনরূপ অভিমত প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, আশা করি, বৃদ্ধের অপরাধ লইবে না।

সকলেই বলিতেছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সরকারি সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌সভা, শ্বেতাঙ্গ কৃষকসভা বা প্লান্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। বলা বাহুল্য যে, গবর্ণমেণ্ট এই সকল সদস্যকে বে-সরকারি সদস্য বলিয়াই গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি ইঁহাদিগকে বে-সরকারী সদস্য বলিয়া দেশের লোক মনে করিতে পারিবে? ইদানীং যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি যে, শ্বেতাঙ্গদিগের সভাসমিতিগুলি সাধারণতঃ জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যেরই সমর্থন করেন। এরূপ অবস্থায় সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যার অনুপাতটা আমার পক্ষে যেন কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, মোটের উপর এ "শাসন-সংস্কারে" যে অনেক ভাল জিনিষ আছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

দেশের নেতারাও একবাক্যে এই কথা বলিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট অথবা ভারত-সচিব যখনই আমাদের অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিয়াছেন, তখনই আমরা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সভাসমিতি করিয়া রাজপুরুষগণের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছি। এখন রাজপুরুষগণ আমাদের মঙ্গলকর একটা কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং সভাসমিতি করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে কি? গালি দিবার সময় দল বাঁধিয়া গালি দিব আর প্রশংসা করিবার সময় পরস্পরের দোহাই দিব, ইহা কি সঙ্গত? আমি শত বার বলিব "না"।

তোমরা যাহাই বল না কেন, একটা বিষয়ে আমি ত বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। "এডভিসারি কাউন্সিল" ও "কাউন্সিল অফ নোটেবল্‌স্" অর্থাৎ লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা মিলিত হইয়া বড়লাটকে উপদেশ দিবে যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা যে মর্লি ভায়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ যে দেশের কেহ নহেন, তাঁহারা সকলেই আপনার, এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। যাঁহারা দেশেরও নহেন, দশেরও নহেন, তাঁহারা যে বড় লাটকে কি উপদেশ দিবেন, তাহা ত আমি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি না। যাহা আমাদের ধারণারও অতীত, তাহা না হওয়াই ভাল।

এই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহও নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন। ইংলিশম্যান ইহাকে "Extra-ordinary Concession" বা অসাধরণ অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই শাসন-সংস্কারটা অনুগ্রহ হইয়াছে কি নিগ্রহ হইয়াছে, তাহা ভারতবাসী বিবেচনা করিবেন। ভারতের স্থায়ী শুভাশুভের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে কোন সাহসে? ইলবার্ট বিলের সম্বন্ধে "ইংলিশম্যানের" উক্তি মনে পড়ে কি? সেই ইংলিশম্যানের আবার এই এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতেছি। তোমাদের সহযোগীটি কি বহুরূপী?

*

এই শাসন-সংস্কারকে আমি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু ইহা যে অসাধারণ অনুগ্রহ, তাহা আমার মনে হয় না। তবে ইহাকে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" না বলিয়া লঘু আরম্ভে বহুক্রিয়া বলিলে বোধ হয় সাজে। আরম্ভটা অতি লঘু হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরে ইহা হইতেই বহু ফলের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। আমার বোধ হয় ইহাকে fair beginning বলিলেই ভাল হয়। আরম্ভে যাহাই হউক, পরিণামে মঙ্গল হইলেই মঙ্গল।

*

একটা কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীমান মলি ভায়া বলিয়াছেন যে লর্ড মিণ্টো বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার

সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা সমান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু মর্লি সে প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া বড় লাটের সভায় সরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক রাখিয়াছেন। বড়লাট স্বয়ং যখন নিজের সভায় উভয় দলের সদস্য সংখ্যা সমান রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভারত-সচিব তাহাতে কেন আপত্তি করিলেন বলিতে পার ?

কথায় বলে "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।" কিছু ছিল না এখন কিছু হইয়াছে। সুতরাং যাহা হইয়াছে তাহাই ভাল। ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের উন্নতির পথে এত দিন যে কণ্টক বিঘ্ন স্বরূপ ছিল, এখন তাহা অপসৃত হইল। আমরা বাল্যকাল হইতে এইরূপ সংস্কারের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এত দিন পরে, এই বৃদ্ধ বয়সে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিব বলিয়া আশা করিতেছি। ভায়া, যখন লোকের উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়, তখন উন্নতির স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। অবনতির স্রোত সম্বন্ধেও এই নিয়ম, এ দেশে যখন এক বার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন দেখিবে, সংস্কারের পর সংস্কারের তরঙ্গে তোমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। হায়, আমি কি তাহা দেখিতে পাইব ?

বচন

ভায়া, সে দিন মিত্র মহাশয় * হাইকোর্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, উকিল ব্যারিষ্টার মিলিত হইয়া তাঁহাকে এক বিদায়-অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ অভিনন্দন পত্রের উত্তরে মিত্র মহাশয় বলেন "কেহ কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার প্রশংসা করা কর্ত্তব্য নহে, তিনি সেই উচ্চ পদের কিরূপ সদ্ব্যবহার করেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য।" কথাটা বড় সারবান। মর্লি ভায়া যখন প্রথমে ভারত-সচিব হইলেন, তখন তোমরা আনন্দে অধীর হইয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে তিনি আকাশের চাঁদ পাড়িয়া তোমাদের হাতে দিবেন। তার পর যখন তিনি তোমাদের সঙ্গত বা অসঙ্গত কোন প্রকার আবদারেই কর্ণপাত করিলেন নাই, তখন আবার তাঁহাকে গালি দিতে ত্রুটি কর নাই। কিন্তু এখন ত দেখিলে যে, মর্লি ভায়া মোটের উপর লোক মন্দ নহেন; তবে সাবধান, বৃদ্ধকে চটাইও না। আমরা বৃদ্ধ লোক, একটুতেই চটিয়া উঠি। তবে মর্লি ভায়াকে বাহাদুর বলি যে, এই বোমার হাঙ্গামা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি আত্মবিস্মৃত না হইয়া তোমাদের মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আর বাহাদুর আমাদের বড়লাট; তাঁহার যতই নিন্দা কর না কেন, তিনি যে আপনার ব্যবস্থাপক সভার সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা সমান রাখিতে চাহিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার শত বার ধন্যবাদ কর; যদি তাহা না কর তবে জানিব তোমরা নিতান্তই অকৃতজ্ঞ। ইতি

৬ই পৌষ সোমবার ১৩১৫।

---

* শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

(৩৮)

সম্পাদক ভায়া,

এ বার বৃদ্ধের উপর বড় গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। তোমরা যাহাকে "মান্দ্রাজী মজলিস" বলিতেছ, সুরেন্দ্র বাবু যাহাকে মান্দ্রাজ কংগ্রেস বলিতেছেন, সেই সভা সম্বন্ধে বৃদ্ধের বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছ। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এই গুরুতর ভার বহনে অসমর্থ। কারণ, আমি যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলে এক দল লোকে আমাকে দেশছাড়া করিবে। আর জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে পরলোকের পথে কণ্টকারোপ করিবই কি করিয়া? তাই ভাবিতেছি এ বৃদ্ধের উপর সহসা এরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করিলে কেন?

বৃদ্ধ বয়সে অনেকের অনেকরূপ আব্দার সহ্য করিতে হয়; সে দিন আমার একটি পৌত্র আবদার লইল "দাদা মহাশয়ের সহিত সার্কাস দেখিতে যাইব।" এত বুঝাইলাম, এত ভুলাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বালকের আব্দারের নিকট সকল বৃদ্ধকেই পরাস্ত হইতে হয়। আমি জানি, অনেক বৃদ্ধকও বালকের আব্দারে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের নরেন্দ্র যখন পৈতা

ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইল, পুতুল বলিয়া দেবপ্রতিমা ফেলিয়া দিল, তখন তাহার পিতা মাতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমরা নরেনকে কত বুঝাইলাম, সে কিছুতেই টলিল না। পৈতা ফেলিয়া সস্ত্রীক বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেনের পুত্র তখন ছয় মাসের।

৩।৪ বৎসর পরে এক দিন আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে নরেনের বাসায় গিয়াছিলাম। নরেন আমাকে আদর করিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল। এমন সময় তাহার পুত্র ভুলুবাবু একটা ইট ও কয়েকটা গাঁদাফুল আনিয়া আপন মনে খেলা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভুলুবাবু নরেনকে বলিল "বাবা আমি ঠাকুর করেছি, তুমি নম কর।" নরেন তখন আমার সহিত কথাবার্ত্তায় মগ্ন ছিল, পুত্রের বারংবার চীৎকারে বিরক্ত হইয়া এক বার কপালে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নিষ্কৃতি পাইল, ভুলুবাবু আর তাহার পিতাকে বিরক্ত করিল না। বিদায় লইবার সময় নরেনকে আমি সহাস্যে বলিলাম, বাপু হে, আজ ছেলের আব্দারে ইটকে ঠাকুর বলিয়া নমস্কার করিলে; যদি চারি বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ পিতা মাতার অনুরোধকে আবদার বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং তাঁহাদের আব্দারে পৈতা রাখিয়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের কতই আনন্দ হইত!"

স্বপ্নের

সার্কাসের কথা বলিতেছিলাম—পৌত্রের আব্দারে গড়ের মাঠে বসুর সার্কাস দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু অহিফেন সেবন করি, রাত্রিতে হিম লাগিবার ভয়ে সে দিন অহিফেনের মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিলাম। এই মাত্রা বাহুল্যে বড় এক কৌতুককর রঙ্গ দর্শন করিলাম। দাদাকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া বসিয়া সার্কাস দেখিতেছি, এক জন লোক একটা সুদীর্ঘ কষা হস্তে লইয়া সার্কাসের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কয়েকটি অশ্ব চালিত করিতেছিলেন, আর সেই অশ্বগুলি কষার শব্দে আপনাদের গতির পরিবর্ত্তন করিতেছিল। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের ন্যায় আমিও অহিফেন প্রসাদাৎ ঝিমাইতেছিলাম, ঝিমাইতে ঝিমাইতে বোধ হইল, যেন সেই কষাধারীর মূর্ত্তিটা এক জন পার্শীর মত হইল; আর অশ্বগুলার মুখ যেন কয়েকজন বড়লোকের মুখের মত হইল। সহসা জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড সার্কাস, ৩০ কোটী দর্শক বসিয়া ক্রীড়া দেখিতেছে আর তাহাদের মধ্যস্থলে সার ফিরোজ শা মেটা কষা হস্তে দণ্ডায়মান। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কয়েকজন নেতা মেটা সাহেবের কষার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছেন। কয়েকজন লোক ৩।৪টা বংশদণ্ড সেই সকল নেতার সম্মুখে ধরিতেছে কিন্তু নেতারা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উল্লম্ফনে পার হইয়া যাইতেছেন। ঐ সকল বংশদণ্ডে "লোকমত" "জাতীয় শিক্ষা" প্রভৃতি শব্দ লেখা রহিয়াছে।

—*—

আমি বিহ্বল হইয়া এই সার্কাস দেখিতেছিলাম, এমন সময় আমার দাদার আহ্বানে চমক হইল। দেখিলাম, কশাধারীর ইঙ্গিতে অশ্বগুলা ধীরে ধীরে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কশাধারী অবনত মস্তকে দর্শকগণকে নমস্কার করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। সম্পাদক ভায়া, আমার এই সার্কাস দর্শন ব্যাপারকে তোমরা যথেচ্ছ টীকা টিপ্পনী সহ প্রকাশ করিতে পার। কিন্তু দোহাই তোমাদের, ইহার সহিত কংগ্রেসের ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিও না। আমি তোমাদের কংগ্রেসটা ভালরূপ বুঝিতে পারি না। উহার সহিত আমার এপর্য্যন্ত তেমন ঘনিষ্ঠতা হইল না। আমারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দেখ, তোমরা চিরকাল কংগ্রেসের সমর্থন করিয়া আসিয়াছ, এমন কি তোমরা "হিতবাদীকে" কংগ্রেসের কাগজ বলিয়া উল্লেখ করিতে গর্ব্ব অনুভব কর। সুতরাং কংগ্রেসের সম্বন্ধে তোমাদের সহিত কোন কথা বলিতে হইলে বড় সাবধান হইতে হয়। এতদিন ধরিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কংগ্রেস হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অর্থাৎ সাড়ে পনের আনা লোকের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু যে দিন কংগ্রেস মণ্ডপে মহামতি নৌরোজি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও জাতীয় শিক্ষার সমর্থক প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন, সেই দিন আমার ভ্রম ঘুচিল; আমি বুঝিতে

পারিলাম যে, কংগ্রেস প্রকৃত পক্ষে জন-সাধারণের কংগ্রেস। এ বার তবে এমন হইল কেন? এমন করিয়া জন-সাধারণের মত উপেক্ষিত হইল কেন?

তোমাদের মুখেই শুনিতেছি এবারকার কংগ্রেসে, ওঁ বিষ্ণু, মান্দ্রাজী মজলিসে স্বদেশী থাকিবে কিন্তু বয়কট থাকিবে না, বঙ্গীয় জাতীয়শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ থাকিবেন, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা থাকিবে না। আমি বয়কট ছাড়া স্বদেশী বরং কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ছাড়া রাসবিহারী ঘোষের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। আহা! দাশুরায় আজ বাঁচিয়া থাকিলে উপমা দিবার সময় তাঁহার কত সুবিধা হইত!—

কানাই ছাড়া বৃন্দাবন কি যশোদা নন্দ ঘোষ।
জাতীয় শিক্ষা ছাড়া তেমনি রাসবিহারী ঘোষ।

এইরূপ কত কথাই শুনিতে পাইতাম।

সে দিন বেঙ্গলি পত্রে, মান্দ্রাজী কংগেসের জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের তালিকার নিম্নে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম দেখিয়া মনে মনে বড় আনন্দ হইল। শুনিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণকুমার বাবুকে নাকি নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম যে, কৃষ্ণকুমার বাবু তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়াছেন, নতুবা নির্ব্বাসিত আবার নির্ব্বাচিত হইবেন কিরূপে?

তাহার পর শুনিলাম যে, মিত্র মহাশয় আগ্রা দুর্গে বন্দী আছেন জানিয়াও কলিকাতার লোকে তাঁহাকে মান্দ্রাজ কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ রহস্য মন্দ নহে। যদি অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে লোকান্তরিত ব্যক্তিগণকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? মনে কর এবার মান্দ্রাজী কংগ্রেসে যদি আমরা ৺রাণাডে, ৺অযোধ্যানাথ, ৺আনন্দচালু, ৺রমেশচন্দ্র মিত্র, ৺আনন্দমোহন বসু, ৺ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি, ৺মনমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করি, তাহা হইলে তোমরা তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পার না। "বেঙ্গলী" পত্রে ইহার আংশিক নজির আছে। আর এরূপ নির্ব্বাচনে একটা সুবিধা আছে। যদি নির্ব্বাসিত ও লোকান্তরিত ব্যক্তিগণকে কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে কংগ্রেসে কোনরূপ গোলযোগ, মারামারি, পাদুকানিক্ষেপ, আসনভঞ্জন প্রভৃতি ব্যাপার হইবে না। স্বাধীন ও জীবিত লোকেরাই বড় অধিক গোলযোগ করে। নির্ব্বাসিত ও লোকান্তরিত লোকের কংগ্রেস নীরবে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

———*———

কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলিব না স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এ কথাগুলি শ্রীমান্ অহিফেন প্রসাদাৎ নহে, মনের দুঃখে। এবার যাহা হইল তাহার ত

চারা নাই, তবে বৃদ্ধের একটি অনুরোধ রক্ষা করিও, ভবিষ্যতে আর এরূপ গুরুতর ভার আমার উপর চাপাইও না। স্বর্গীয় বিশারদ মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—

অনেক নারী সতী আছে ধরা পড়েছে রাধা।
অনেক জন্তু বোঝা বয় ধরা পড়েছে গাধা।

কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেকেই অনেকরূপ অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ধরা পড়িতেছেন না। যদি আমি এই অন্তিম-কালে ধরা পড়ি, তাহা হইলে আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। দোহাই ভায়া, যাহাতে ধরা পড়িবার ভয় আছে, এরূপ কার্য্যে আর বৃদ্ধকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিও না। ইতি

১৩ই পৌষ সোমবার ১৩১৫।

---

(৩৯)

সম্পাদক ভায়া,

মান্দ্রাজের কংগ্রেস, অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় মান্দ্রাজী মজলীস শেষ হইয়া গেল। সংবাদপত্রে দেখিতেছি, সভাপতি রাসবিহারী বাবাজীবনের প্রতি অনেকেই কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আমি ত এরূপ কটাক্ষপাতের কোন কারণ দেখিতে পাই না। দুই বৎসর পূর্ব্বে রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা

সমিতির সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন যে, বয়কট জিনিষটা ভাল, আমরা কিছুতেই বয়কট ছাড়িব না। আর এ বারে মান্দ্রাজের কংগ্রেসে সভাপতি হইয়া না হয় বলিয়াছেন যে, বয়কট জিনিষটা বড় মন্দ, ওটাকে গলা টিপিয়া দূর করিয়া দাও। এই মত পরিবর্ত্তনের জন্য যদি তোমরা, অর্থাৎ সংবাদপত্র সম্পাদকেরা, রাসবিহারী বাবুর নিন্দা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রশংসা করিতে পারি না।

---*---

সময়ের পরিবর্ত্তনে, দেশ-কাল-পাত্রগত পরিবর্ত্তনে ও বয়োবৃদ্ধির সহিত কাহার না মতের পরিবর্ত্তন হয়? দস্যু রত্নাকর যৌবনে নরহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি বাল্মীকি হইতে নাই? ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যৌবনে ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া কি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই? তবে রাসবিহারী ঘোষ দুই বৎসর পূর্ব্বে বয়কটের সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া এখন অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ বয়সে যে সেই মতেরই সমর্থন করিবেন, এরূপ কিছু লেখাপড়া আছে কি? তখন যাহা ভাল বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন, এখন যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই বলিতেছেন; আবার দুই বৎসর পরে যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই বলিবেন। একটা মত যে চিরকাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে, এরূপ কোন কথা আছে কি? ছিঃ! তোমরা এরূপ রক্ষণশীল কেন? কথায় বলে জীবন যায়, মৃত্যু আসে ও মত বদলায়। ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম।

মত পরিবর্ত্তন যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তোমরা লর্ড মর্লিকে গালি দাও কেন? ভারত-সচিব হইয়াই তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এখনও সেই অভিমতই ব্যক্ত করিতেছেন, অথচ সেজন্য তোমরা তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড় না। কথাটা এই যে, যে মত তোমাদের অভিমতের সমর্থক তাহার পরিবর্ত্তনই তোমরা নিন্দনীয় বলিয়া মনে কর, কেমন, না? আচ্ছা এটা কি তোমাদের অন্যায় আব্দার নহে? লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই মনের পরিবর্ত্তন হয়। যখন রাসবিহারী বাবাজীবন কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাঁহার কি সে অবস্থা আছে? এখন তিনি সমগ্র ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি, অর্থাৎ যদি ভারতবর্ষে ফ্রান্স কিংবা আমেরিকার মত সাধারণ-তন্ত্র-মূলক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিত, তাহা হইলে মসিয়ে ফালিয়েরে অথবা মিঃ টাফ্টের সহিত ডাক্তার ঘোষকে এক পঙ্ক্তিতে স্থান দিতাম। এহ মহাগৌরব-জনক পদে উন্নীত হইয়া যদি ডাক্তার আপনার পূর্ব্ব মতের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে সেটা তাঁহার দোষ নহে। তোমাদের সহিত মতের মিল হইল না বলিয়া তোমরা নিজ অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক।

মান্দ্রাজের কংগ্রেসকে তোমরা জাতীয় মহাসমিতি বলিতে সম্মত হও নাই। তোমাদের এই অসম্মতির কোন কারণ ত আমি খুঁজিয়া পাই না। জাতীয় অর্থাৎ ন্যাশানাল হইলেই যে তাহাতে দেশশুদ্ধ লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে এরূপ কোন কথা নাই। এই যে "ন্যাশানাল সোপ ফ্যাক্টরি"—অর্থাৎ জাতীয় সাবানের কারখানা আছে, ইহাতে কি তোমার আমার কোন অধিকার আছে? সাবানের কারখানার পূর্ব্বে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াই কি উহা সমগ্র ভারতবাসী বা বঙ্গবাসীর সম্পত্তি? সেইরূপ এবারকার মান্দ্রাজের কংগ্রেসও জাতীয় মহাসভা। উহাতে চরমপন্থীদিগের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও উহার "জাতীয়" হইবার পক্ষেও কোন বিঘ্ন দেখিতেছি না। তুমিও পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া এক দিন আমোদ প্রমোদ কর এবং উহাকে "জাতীয় বন্ধু সম্মিলনী" বলিয়া অভিহিত কর, কেহ আপত্তি করিবে না।

*

মান্দ্রাজের কংগ্রেস যে জাতীয় মহা-সভা, আমি তাহাতে কোন সন্দেহ করি না। তবে একটা গোল হইয়াছে—উহার বয়োনির্দ্ধারণে। এই অধিবেশনকে পুরাতন বলিব কি নূতন বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মত অনেকেই ইহার বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া গোলযোগে পড়িয়াছেন। প্রয়াগের "পাইওনীয়ার" এই মান্দ্রাজী মজলিসের বর্ণনা করিতে গিয়া আমারই

মত বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। প্রয়াগী ভায়া বলিয়াছেন :—
"The 24th Session of the Indian National Congress or more properly speaking the first session cf the new Constitutional Congress'" অর্থাৎ ভারতবর্ষের জাতীয় মহা-সমিতির চতুর্ব্বিংশ অধিবেশন, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন নিয়মানুসারে গঠিত প্রথম মহাসমিতি।

তবে ইতিহাসে এরূপ বিভ্রাটের দুই একটা উদাহরণ পাওয়া যায়। স্কটলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস ইংলণ্ডের প্রথম জেমস হইয়াছিলেন। সেইরূপ মহাসমিতি কোন কোন ব্যক্তির মতে চতুর্ব্বিংশ আবার কাহার মতে প্রথম। তা এই অধিবেশন চতুর্ব্বিংশই হউক আর প্রথমই হউক, ইহাতে একটা নূতনত্ব আছে। মনে আছে, যে সময় সার হেনরি কটন কংগ্রেসের সভাপতি রূপে বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় লর্ড কর্জ্জন তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন? লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন, যে তিনি সার হেনরি কটনকে মহাসমিতির সভাপতি রূপে অভ্যর্থিত করিতে পারিবেন না, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপুরুষ, অথবা পার্লামেণ্টের কমন্স মহাসভার সদস্যরূপে অভ্যর্থিত করিতে পারেন। আর এবারে কি দেখিলে? বোম্বায়ের লাট বাহাদুর কংগ্রেসের "কৃষ্ণ বিষ্ণুর" কাহাকেও বা খানা খাওয়াইয়া, কাহাকেও বা চা চুরুট দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার পরও তোমরা যদি কংগ্রেসে

বয়কট সম্বন্ধে আলোচনা দেখিবার প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

শুনিয়াছিলাম যে বঙ্গদেশ হইতে এবার যাঁহারা মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি বলিয়াছিলেন যে, মান্দ্রাজী কংগ্রেসে যাহাতে বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব দুইটী পরিগৃহীত হয়, সেইজন্য তাঁহারা প্রাণপণে বাগ্‌যুদ্ধ করিবার জন্য মান্দ্রাজে গমন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। এখন এই বৃদ্ধ সবিনয়ে কি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, সেই ভীষণ যুদ্ধের পরিণাম কি হইয়াছে? কোন্ পক্ষ সেই সমরে জয়লাভ করিয়াছেন? যাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। একটু বুদ্ধি খরচ করিলে এই পরাজয় বার্ত্তা অনায়াসে গোপন বা রূপান্তরে প্রকাশ করিয়া কলঙ্ক গোপন করিতে পারেন। বুয়ার সমরে যে দিন ইংরাজের পরাজয় হইয়াছে, সেই দিন রয়টার সংবাদ দিয়াছেন "Reverse" যে দিন ইংরাজ সেনা পলায়ন করিয়াছে সেইদিন লিখিয়াছেন "Glorious Retreat"। পরাজয় বা পলায়ন শব্দ রয়টার একদিনও ব্যবহার করেন নাই। মান্দ্রাজের মহাসমরে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহারাও বলুন "Gloriously defeated" আমরা ছেলে বেলায় কোন কার্য্যে অসমর্থ হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতাম "হেরে গেলাম দুও।" ইতি

২০শে পৌষ সোমবার ১৩১৫ সাল।

(৪০)

সম্পাদক ভায়া,

দুইটি ভাগ্যবান্ বিড়ালের অদৃষ্টে "সিকা" ছিঁড়িল। দুই জন ভদ্রলোক বোমার মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। প্রথম বর্দ্ধমানের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ নিরবলম্ব স্বামী ওরফে শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়—চন্দননগরের শ্রীমান চারুচন্দ্র রায়।

যতীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পক্ষে রাজপ্রাসাদ ও কারাগার উভয়ই সমান; তাঁহার নিকট পুষ্পমাল্য ও আয়স শৃঙ্খল, ক্ষীর সর ছানা ননি এবং কদন্ন; দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং কারাগারের কর্কশ কম্বল সকলই সমান। তিনি এই দিগন্তবিস্তৃত সুনীল আকাশের নিম্নে, অনন্ত পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে বিকিরণ করিতে করিতেও আপনাকে ভবকারাগারের বন্দী বলিয়া মনে করেন, আবার আলিপুরের সেণ্ট্রাল জেলের লৌহ কবাটবদ্ধ, ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে সকল বন্ধনের অতীত বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং তাঁহার কথা না বলিলেও চলে।

তবে সন্ন্যাসী ঠাকুর অরবিন্দ ঘোষের গুরু বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। তাই রাজপুরুষেরা তাঁহার জন্য কারাগারে স্বতন্ত্র

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুলিশ যখন অরবিন্দ বাবুকে বোমার দলের "বড়কর্ত্তা" বলিয়া স্থির করিয়াছে, এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন অরবিন্দ ঘোষের গুরু, তখন তিনি বোমার আসামী মাত্রেরই গুরু। 'গুরু শিষ্যের একত্র শয়ন ও আহারাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহাতে শিষ্যের অকল্যাণ হয়। এই সকল চিন্তা করিয়া রাজপুরুষগণ নিরবলম্ব ঠাকুরের নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাটা যে শাস্ত্র-সম্মত হইয়াছিল, তাহা তোমরা অস্বীকার করিতে পার না।

এখন কথা হইতেছে চারুচন্দ্রকে লইয়া; এই ভদ্রলোক সন্ন্যাসী ঠাকুরের ন্যায় নিরবলম্ব নহে। চাকরী তাঁহার অবলম্বন এবং তিনিও অনেকগুলি প্রাণীর অবলম্বন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাহাড়ে, পর্ব্বতে, নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করা অভ্যাস আছে, সুতরাং নির্জ্জন কারাবাসে তাঁহার কোন কষ্ট না হইবারই কথা। কিন্তু চারুচন্দ্র ত নির্জ্জনবাসী সন্ন্যাসী নহেন, তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক; প্রত্যহ চারি পাঁচ শত বালক ও যুবকের মধ্যে তাঁহাকে চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। জনসমাগমে অভ্যস্ত চারুচন্দ্রের পক্ষে নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থাটা যে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সন্ন্যাসীর প্রাপ্য সম্মানে সম্মানিত করিলেন কেন, বলিতে পার?

তোমাদের কাগজেই বোধ হয় দেখিয়াছিলাম যে, চারুচন্দ্রকে যে সময় গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময় চন্দননগরের মেয়র সাহেব

তোমাদের একজন প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন যে,চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুতর ও ভয়ানক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ নর্টন বাবাজীবনও আলীপুরের আদালতে ঐরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল প্রমাণ এখন কোথায় গেল? আর যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নরহত্যার—যে-সে নরহত্যা নহে—শ্বেতাঙ্গ রমণীযুগলের হত্যার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া কি ভাল? চারুচন্দ্র যে অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাহা চন্দননগরের মেয়রও বলিয়াছিলেন। তিনি তোমাদের প্রতিনিধির নিকট নাকি বলিয়াছিলেন যে, He (Charu) is a very dangerous man,

—*—

যে ব্যক্তি চন্দননগরের মেয়রের মতে very dangerous শ্রীমান্ নর্টনের মতে মজঃফরপুরের নারীহত্যার কাণ্ডের সহিত যাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণও আছে, সেই ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াতে আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, এই very dangerous man যত দিন হাজতে ছিল, তত দিন আমার এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া যাইত। কিন্তু যে দিন হইতে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট চারুচন্দ্রকে জামিনে অব্যাহতি দিয়াছেন, সেই দিন হইতে রাত্রিতে আমি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই—কি জানি কখন কি হয়। আর এখন অর্থাৎ ঐ ভীষণ মনুষ্যের সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের পর হইতে অর্থাৎ গত ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে আমি দিনমানেও

বাটীর বাহির হইতে সাহস করি না। পাছে এই বৃদ্ধ বয়সে অপঘাতে প্রাণ যায়, সেই ভাবনাতেই অধীর হইয়াছি।

---*---

আমি ভাবিয়াছিলাম যে, মেদিনীপুরের পুলিশই বুঝি কেবল "বাওয়া ডিম্ব" প্রসব করে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, কলিকাতার পুলিশও "বাওয়া ডিম্ব" প্রসবে বড় কম নহে। এই চারুচন্দ্রের মোকদ্দমাটাই কি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে? ভদ্রলোককে প্রায় পাঁচ মাস কারাক্লেশ ভোগ করাইয়া, তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে অপার দুশ্চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত করিয়া, মামলা মোকদ্দমায় অজস্র অর্থব্যয় করাইয়া এখন কিনা "মুচে ফেল"! ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

---*---

চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে মাণিকতলার বোমার ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কোন রাজনীতিক কারণে গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই যে গুরুতর খুনের মামলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও কি গবর্ণমেণ্ট রাজনীতিক কারণে উঠাইয়া লইলেন? এই দ্বিতীয় মামলার প্রত্যাহারটা রাজনীতিক কারণে করা হইল, কি পৌলিশ-নীতিক কারণে করা হইল, তাহা তোমরা বলিতে পার কি? আমরা রাজনীতিও বুঝি না, পুলিশ নীতিও বুঝি না; বাল্যকালে পাঠশালায় নীতিকথা পড়িয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে এরূপ অদ্ভুত গ্রেপ্তার ও বিচিত্র মুক্তির কথা দেখিতে পাই নাই।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল, কয়েক দিন তাঁহাকে হাজতেও রাখিয়াছিল, অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে পণ্ডিত মহাশয়কে এই যে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইল, সে জন্য তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না। বেশ কথা, ঘরের ছেলেকে দুই ঘা মারিলে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু ঘরের ছেলের গায় হাত তোলা যায় বলিয়া কি পরের ছেলের গায়ে হাত উঠে? যদি না জানিয়া কেহ সহসা পরের ছেলের পিঠে চড়টা চাপড়টা বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে মিষ্টবাক্যে বা মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিয়া বলিতে হয় "বাপু, কিছু মনে করিও না, ভুলক্রমে আমাদের হ'রের পিঠের কিলটা তোমার পিঠে পড়িয়াছে।" তর্করত্ন না হয় আমাদের গবর্ণমেণ্টের ঘরের ছেলে, চারুচন্দ্র ত পরের ছেলে। গবর্ণমেণ্ট এই ভুলের জন্য তাঁহার হাতে এক আধটা মিঠাই দিবেন না কি?

চারুচন্দ্রের কথা লইয়াই অনেকটা কালী ও কাগজ ব্যয় করিলাম। এখন অন্য দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। বিঘাটির ডাকাতির মামলায় আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন আইন অনুসারে একেবারে হাইকোর্টে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। হাইকোর্টের তিন জন বিচারপতিকে লইয়া যে নূতন এজলাস গঠিত হইবে, তাহাতেই আসামীদিগের বিচার হইবে। এই নূতন এজলাস আপিল আদালত নহে, ইহাই আদি ও ইহাই অন্ত। এখন তোমা-

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে এই একমেবাদ্বিতীয়ং আদালতে উকিলদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে কি? হাইকোর্টের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আদিম বিভাগে ব্যারিষ্টার ব্যতীত উকিলগণের প্রবেশাধিকার নাই। এই যে নূতন এজলাস গঠিত হইতেছে, ইহাও ত আদিম বিভাগ। সুতরাং ইহাতেও হাইকোর্টের নিয়মানুসারে উকিলগণের প্রবেশাধিকার না থাকারই সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহাতে কি আসামীদিগের অসুবিধা হইবে না? উকিল অপেক্ষা ব্যারিষ্টার নিয়োগে ব্যয় অধিক। ব্যারিষ্টার বিলাতী, উকিল দেশী; চোগা চাপকান পরিহিত উকিলের হাতে পায়ে ধরিয়া দুই চারিটা টাকা ফি কমাইতে পারা যায়; কিন্তু হ্যাটকোটধারী ব্যারিষ্টারের হাতে পায়ে ধরিতে কয় জনের সাহস হইবে? ধরিতে পারিলে হয়ত কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের নিকটস্থ হওয়াই সুকঠিন। জেলার জজের নিকট মোকদ্দমা হইলে হয় ত উকিলেরা কোন কোন আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়া আনিতে পারিতেন,কিন্তু হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার দিতে না পারিলে কি আসামীদিগের মধ্যে অনেকেরই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে না? এখনও নূতন এজলাস গঠিত হয় নাই। এই সময় হইতে ইহার একটা মীমাংসা করিয়া রাখা ভাল।

আচ্ছা ভায়া, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমাদের ছোটলাটেরা কি শক্তিমন্ত্র-উপাসক? তাঁহারা কি কৃষ্ণনাম শ্রবণ

করিলে কাণে আঙ্গুল দিয়া থাকেন ? নতুবা কৃষ্ণনগরের প্রতি তাঁহাদের এত বিরাগ কেন ? ছোটলাটেরা সফরে বাহির হইয়া ত কত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু কিছু কালের মধ্যে কোন ছোট লাটকে কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করিতে দেখিয়াছ কি ? আমার এই প্রাচীন বয়সে স্মৃতিশক্তি অনেকটা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সুতরাং মনে করিতে পারিতেছি না যে কোন ছোটলাট কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিলেন কি না। তোমাদের মনে পড়ে কি ? ছোট-লাট বড়লাট প্রভৃতির দেশ পরিদর্শন বহু ব্যয়সাধ্য তাহা আমি জানি। তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা, নাচগান, আতসবাজী, মজলিস, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রামবাসীরা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, লাট সাহেবেরা কখনই প্রজাদিগকে এই সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করেন না, প্রজারা রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য স্বেচ্ছায় এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণ-নগরের অধিবাসীরা এই ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, এইরূপ অনুমান করিয়াই কি সহৃদয় ছোটলাটেরা কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন না ? আমি অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। তোমরা যদি কোন কারণ দেখিতে পাও, তাহা হইলে আমাকে বলিও।

২৭শে পৌষ সোমবার ১৩১৫ সাল।

(৪৯)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদের আলিপুরের বোমার মামলা কত দিনে শেষ হইবে বলিতে পার? এক দল, দুই দল, তিন দল ত অভিযুক্ত হইয়াছে; হয় ত বা আরও দুই একটা দল হইবে। তাহা হইলে চাই কি আরও বৎসর খানেক মামলা চলিবে।

---*---

সেই ২রা মে তারিখে প্রথম দলের কয়েক জন গ্রেপ্তার হইয়াছে, আর আজ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, এখনও সরকার পক্ষের সাক্ষীদিগের জবানবন্দী চলিতেছে; ইহার পর যদি আসামীপক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর হইতে দলে দলে সাক্ষী তলব করেন, তাহা হইলে বৎসরের বাকী কয়টা মাস ঐ দুই দলের বিচারেই কাটিয়া যাইবে। সরকার বাহাদুর আর একটা আইন করিয়া এই বোমার মামলার বাকী অংশটা সরাসরি করিয়া ফেলুন না। আসামীগুলাও রক্ষা পায়, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।

---*---

এই ব্যাপার উপলক্ষে কতগুলি লোকের প্রাণ গেল একবার হিসাব করিয়া দেখদেখি! প্রথমে গেলেন অপরাধহীনা কেনেডি-পত্নী ও কেনেডিদুহিতা। তাহার পর গেলেন দীনেশচন্দ্র, তাহার

পর গেলেন নরেন্দ্র গোস্বামী, কানাই দত্ত, সত্যেন্দ্র বসু; তাহার পর গেলেন নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেই গমনের তালিকা শেষ হইল না। নরেন্দ্র গোস্বামীর হতভাগ্য পিতা দেবেন্দ্র গোস্বামী পুত্রশোকেই মারা গেলেন, তাহার পর সে দিন মারা গেলেন বোমার মামলার আসামী পূর্ণচন্দ্র সেনের পিতা তমোলুকের বৃদ্ধ উকিল যোগেন্দ্রনাথ সেন। হতভাগ্য পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে আলিপুরে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদালতে যোগেন্দ্র বাবুকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াছি। বুড়া ঐ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াই আধ মরা হইয়াছিলেন। শনিবারে তাঁহার সাক্ষ্য শেষ হয়; রবিবারেই তিনি পুত্র পূর্ণচন্দ্রের নাম করিতে করিতে মারা গেলেন! বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বাবুর কথা মনে করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

তাহার পর আর এক বৃদ্ধের কাহিনী তোমাদের পত্রেই পাঠ করিলাম। এই বৃদ্ধের নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন গুপ্ত। হ্যারিসন রোডের বোমার মামলায় এই বৃদ্ধের দুই পুত্র, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণীনাথ, হাইকোর্টের বিচারে সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এখন আবার তাহারা আলিপুরের বোমার মামলার আসামী। বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসন্ন বাবুর সংসার আর চলে না। নগেন্দ্র ও ধরণীই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন ছিল। বৃদ্ধ এখন বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। কোথায়, এই বুড়া বয়সে উপযুক্ত

পুত্রদ্বয়ের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন, না, কোথায় ভিক্ষা-পাত্র হস্তে লইয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন! এই বোমা উপলক্ষে কত পরিবারের এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে, কে তাহার সংবাদ রাখে?

সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, ভারত গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাসিক দুই শত টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরের পরিবারের জন্য মাসিক এক শত টাকা ব্যবস্থা হইয়াছে, শ্যামসুন্দর বাবুর ভ্রাতা ডিসেম্বর মাসের কয় দিনের টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমান শচীন্দ্রের পরিবারের জন্য যে মাসিক ৪০ টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে, সে টাকা গৃহীত হইয়াছে কি না, সে সংবাদ তোমরা প্রকাশ কর নাই। বরিশালের অধ্যাপক সতীশবাবু ও ঢাকার পুলিন বাবুর সম্বন্ধে কি কোন ব্যবস্থা হয় নাই?

ভায়া, যদি রাগ না কর, তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে মফস্বলের কলেজগুলি হইতে আইনশ্রেণী উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা চটিয়াছ কেন, বলিতে পার? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদেশ অনুসারে এক একটা কলেজের আইন শ্রেণীর লোপ হইতেছে, আর তোমরা ডাক্তার আশুতোষকে

গালাগালি দিতেছ, আমি ত ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমি দেখিতেছি, মফস্বলের আইন শ্রেণী গুলি তুলিয়া দিয়া ডাক্তার আশুতোষ "স্বদেশীর" কাজ করিতেছেন। আইন পাশ করিলেই বাছারা মামলার মায়া ছাড়িতে পারেন না, এ দিকে আদালতে উকিলের সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে, এই সকল নবাগত সোণার চাঁদদিগকে তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, অনেকে বার লাইব্রেরীর চাঁদার টাকাও সংগ্রহ করিতে পারেন না। ওকালতীর এই ত সুখ। কলেজগুলি উঠিয়া যাওয়ায় যদি শতকরা কুড়ি জন ছাত্রও অন্য পথে যায়,—এই মনে কর, তাহারা যদি কৃষি কার্য্যে মন দেয় বা দোকান পাঠ খোলে, তাহা হইলে তাহাতে "স্বদেশীর" কাজ হয় না কি? বুভুক্ষু উকিলের দল বাড়িলে দেশের মঙ্গল না অমঙ্গল? এই সোজা কথাটা তোমাদের মাথায় প্রবেশ লাভ করে না, আর তোমরা স্বদেশহিতৈষী! ইতি

৫ই মাঘ সোমবার ১৩১৫ সাল।

---

(৪২)

সম্পাদক ভায়া,

লাটনন্দিনীর শুভ বিবাহের সংবাদ দিলে, কিন্তু "দীয়তাং ভুজ্যতাম্" কিরূপ হইল, সে সংবাদটা ত দাও নাই। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার কোন্ পক্ষের কিরূপ হইল? সে দিন বরিশালের পুলিশ সাহেব মিঃ হালিডে পুত্রসন্তান লাভ করিয়া অধীন

কর্ম্মচারীদিগকে মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; বড়লাট বাহাদুর কন্যার শুভ বিবাহে অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দের কিরূপ মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিলেন? শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য সে দিন পথিপার্শ্বে লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এ সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু এই সমারোহের পর সাধারণের জন্য কোনরূপ জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল কি? বৃদ্ধ বয়সে লোকে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ ঔদরিকত্ব লাভ করে, সেই জন্যই দক্ষিণ হস্তের সংবাদটা লইতেছি।

এই শুভ বিবাহে যাহার যাহা কামনা ছিল পূর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কন্যার আকাঙ্ক্ষা রূপবান্ পাত্র, কন্যার পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা ধনবান্ জামাতা। সকলের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই ইতর জনের আকাঙ্ক্ষা মিষ্টান্নের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা হউক, আশীর্ব্বাদ করি নবদম্পতী সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া চিরসুখী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

শত বৎসর পূর্ব্বে যিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন, আজ তাহারই প্রপৌত্র বড়লাট হইয়া ভারত শাসন করিতেছেন। লর্ড ল্যান্সডাউন ত সেদিন ভারতের লাটগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; এই লর্ড ল্যান্সডাউনের পুত্র লর্ড চার্লস ফিজ মরিস আজ জামাতৃবেশে ভারতে পদার্পণ করিয়া বর্ত্তমান

বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অতএব এই পরিণয়ের সহিত ভারতের বড়লাটগিরির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শুনিলাম, জামাতা বাবাজী নাকি বিলাতের একটা বড়দলের নেতা, সুতরাং ভবিষ্যতে কখনও যদি জামাতা বাবাজী বড়লাটের গদি দাবী করেন, তাহা হইলে সে দাবী বড় সহজে উপেক্ষিত হইবে না, একথা মনে রাখিও। পিতৃকূল ও শশুরকুল, উভয়কুলের ইতিহাস তখন বাবাজীবনের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

———*———

এই শুভ পরিণয় উপলক্ষে ভারতের কত প্রদেশের কত রাজা রাজড়ার কলিকাতায় শুভাগমন হইয়াছে, কিন্তু এসময় আমাদের নূতন ছোটলাট সার বেকার এবং দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ উৎসব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহারের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে প্রজাদিগের অভাবক্লেশ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা মনে করিলে কি দুই দিনের জন্যও কলিকাতায় আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেন না? নিশ্চয়ই পারিতেন, কিন্তু ইঁহারা রাজপ্রতিনিধির উৎসবে যোগদান করা অপেক্ষা প্রজার কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। উৎসবমত্ত অভ্যাগতের আনন্দধ্বনি অপেক্ষা উপবাসক্লিষ্ট দরিদ্রের আর্ত্তনাদ ইঁহাদের হৃদয়কে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই বঙ্গেশ্বর সার বেকার ও দ্বারবঙ্গেশ্বর রামেশ্বর সিংহ

বাহাদুর কলিকাতার আনন্দ কোলাহল দূরে রাখিয়া বিহারের অনশন-ক্লিষ্ট বিপন্নজনের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধন্য!

———*———

ভায়া, আমার একটা সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিতে পার? লাট-নন্দিনীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে কলিকাতার লর্ড বিশপ অর্থাৎ লাট পাদ্রি নাকি ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, শুভ পরিণয় কার্য্যটা যে সময় গির্জ্জায় সম্পন্ন হইবে, সে সময় কোন অ-খৃষ্টান তথায় থাকিতে পারিবে না। আমরা খৃষ্টান নহি, সুতরাং খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের এই ব্যবস্থাটা খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না। তবে এক স্থলে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইয়াছিল বলিয়া শুনিতেছি। বর্দ্ধমানের নূতন সার মহারাজাধিরাজ সস্ত্রীক নাকি গির্জ্জায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কথাটা কি সত্য? ছয়শতাধিক খৃষ্টানের মধ্যে একমাত্র, অথবা সস্ত্রীক ধরিলে দুই জন মাত্র অ-খৃষ্টানের গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। এত অনুগ্রহের কারণ বলিতে পার কি?

———*———

দেখ সম্পাদক ভায়া, তোমাদের সংবাদ পত্রগুলা যতই পাঠ করি, ততই তোমাদের উপর অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। তোমরা এত ডাকাতির সংবাদ দাও কি করিয়া? আমরা বাল্যকালে শুনিতাম বটে যে, সে কালে দেশে ডাকাতির বড় ভয় ছিল। যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখন ইতিহাসে পাঠ করিতাম যে,

মুসলমান আমলে এদেশে বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল; ইংরাজ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলে পর ডাকাতের দল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, ইংরাজের সুশাসনে এদেশ হইতে ডাকাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমরা ত প্রত্যহই একটা না একটা ডাকাতির সংবাদ দিতেছ। আজ বাজিতপুরে ডাকাতি, কাল বিঘাটিতে ডাকাতি, পরশ্ব ঢাকায় ডাকাতি। ডাকাত বংশই যদি নির্ব্বংশই হইয়াছে, তবে ডাকাতি করে কাহারা? সুতরাং হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ডাকাতি কিছুমাত্র কমে নাই, পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই আছে, কেবল দেশ কাল ও পাত্রভেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ লাঠী ও তলোয়ারের পরিবর্ত্তে পিস্তল বন্দুক, নেংটির পরিবর্ত্তে পুলিশের বা ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ এবং অশিক্ষিত বাগ্দি চাঁড়ালের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থগণ ডাকাতিতে স্থান পাইয়াছে; নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃত ডাকাতি আর কোথাও হয় না, ইংরাজ ডাকাতির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে এবং তোমরা যে সকল ডাকাতির সংবাদ প্রকাশ কর, তাহা হয় একেবারে অমূলক, না হয় ত অতিরঞ্জিত। এখন আমাকে গোপনে বল দেখি কোন্ কথাটা বিশ্বাস্য? তোমাদের কথা না ইতিহাসের কথা।

যদি তোমাদের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। এখন দেশে ম্যালেরিয়া আসিয়াছে, প্লেগ আসিয়াছে, দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে, ভীষণ জীবন

সংগ্রাম আসিয়াছে, অস্ত্র আইন আসিয়াছে, শত প্রকার অসুবিধা আসিয়াছে, তথাপি মনকে প্রবোধ দিতে পারি যে, দেশে আর সেরূপ দস্যুর ভয় নাই। এখন আর কিছু সুখ থাকুক আর না থাকুক, বাক্সতে টাকা রাখিয়া, সিন্দুকে অলঙ্কার রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি। কিন্তু ভায়া যদি তোমাদের প্রদত্ত এই সকল ডাকাতির সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে ত মনকে প্রবোধ দিবার আর কোন উপায় থাকে না। যাহা ছিল, একে একে তাহার সকলই গেল অথচ কিছু দিনের জন্য গিয়া আবার দেখা দিল, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা? বল দেখি মনে হইলে শরীর অবসন্ন হয় কি না? সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এত কাণ্ডের পর, এখনও ডাকাতি আছে, এ কথা স্বীকার করা অপেক্ষা তোমাদের কথার অনাস্থা স্থাপন করাই কি সহজ ও সঙ্গত নহে?

---*---

ভায়া, দেশে ছিলও সব, আছেও সব, এবং থাকিবেও সব। কিন্তু দেশটি যেমন ছিল তেমন আর নাই, ভবিষ্যতে যে কিরূপ হইবে তাহা আমরা—প্রাচীনের দল ধারণা করিতেই পারি না। সেকালের সেই ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও নির্লোভতা আর দেখিতে পাই না, ছাত্রের গুরুভক্তি এখন উপকথায় স্থান পাইয়াছে, প্রাচীন ধনবান্‌দিগের কীর্ত্তি সকল এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের পরোপকারিতার পরিচয় দিতেছে, কিন্তু নবীন ধনকুবেরগণ, তাহার অনুকরণ করা দূরে থাকুক সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির সংরক্ষণ ও সংস্কার কল্পে অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত। এখন হিন্দুর উদারতা

দেখিতে পাই আত্মসুখ সন্ধানে, মুসলমানের বীরত্ব দেখিতে পাই প্রতিবেশীর নিগ্রহে। সেকালের ভদ্র সন্তানের বাহুবলের চর্চ্চা এখন বাক্যবল চর্চ্চায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন কালের অশিক্ষিত ইতরলোকের দস্যুবৃত্তি এখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। রূপান্তরিত হইয়া সকলই আসিতেছে, কেবল আসিতেছে না সেই দেশব্যাপী নিশ্চিন্ত ভাব, সেই আমোদ আহ্লাদ, সেই প্রফুল্লতা, সেই দানশীলতা। হায়, বাল্যকালে কি দেখিয়াছিলাম, আর এখন কি দেখিতেছি? মনে করিয়াছিলাম বুঝি আর সেকালের সেই ভীষণ ডাকাতি আমাদিগকে দেখিতে হইবে না, ডাকাতের ভয়ে রাত্রিজাগরণ বুঝি আর করিতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিতেছি সেই ডাকাতিও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আসে আসুক যদি সঙ্গে সঙ্গে এক টাকায় একমণ চাউল আর চারি আনায় একসের তৈল ফিরিয়া আসিত! ইতি

১২ই মাঘ সোমবার ১৩১৫ সাল।

---

(৪৩)

সম্পাদক ভায়া,

ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় একটা সদস্যগিরি চাকরি খালি আছে শুনিতেছি। এই চাকরি লাভ করিতে হইলে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট "Being gvien to understaud that there is a vacancy in your offiice" বলিয়া দরখাস্ত

লিখিতে হইবে না। বৰ্দ্ধমান বিভাগের যে কয়টি নগরে মিউনি-সিপালিটি আছে, সেই সকল নগরের মিউনিসিপাল কমিশনারগণই এই চাকরি দিবার কর্ত্তা। তাঁহারা যাঁহার প্রতি সদয় হইবেন, তিনিই "মাননীয়" হইবেন। অন্ত সকলে অমাননীয় হইয়াই থাকিবেন।

———*———

দক্ষিণে মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে কাশীমবাজার পর্য্যন্ত এবার দরখাস্তকারী দেখা দিয়াছেন। মধ্যে হুগলী, বৰ্দ্ধমান বীরভূমত আছেই। শুনিতেছি এবার নাকি ৮।১০ জন ব্যক্তি "মাননীয়" হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ হইতে মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত অনেকের নামই পদপ্রার্থী-দিগের তালিকায় আছে শুনিতেছি। বৰ্দ্ধমান বিভাগে যে কয়টি জেলা আছে, তন্মধ্যে এক বাঁকুড়া ব্যতীত অন্ত সকল জেলা হইতেই "মাননীয়" গিরির উমেদার দেখা দিয়াছেন।

———*———

এখন কথা হইতেছে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে ভোট দিব? তোমরা বোধ হয় মেদিনীপুরের দত্তজার দিকেই মত দিবে। কিন্তু উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়, হুগলির চট্টোপাধ্যায় ও মিত্র, বৰ্দ্ধমানের বসু, বীরভূমের চক্রবর্ত্তী এবং কাশীমবাজারের নন্দী মহাশয় প্রভৃতি অনেক গুণবান্ বিদ্বান্, বহুদর্শী ও তত্ত্বদর্শী আছেন, আমি কাহাকে রাখিয়া কাহাকে ভোট দিব? আমার নিকট সকলেই সমান। তাই ভাবিতেছি, কাহার নামে ভোট দিয়া কাহার রোষদৃষ্টিতে

পড়িব। সেই জন্য স্থির করিয়াছি এবার আমার নিজের নামেই ভোট দিব ; কি বল তোমরা ?

বহুদর্শী তত্ত্বদর্শীর কথা বলিয়াছি—সমদর্শীর কথা বলা হয় নাই। সেদিন আমি রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যাইতেছিলাম। এক খানি মধ্যশ্রেণী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া অন্যান্য যাত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। আমাদের অধিকৃত কামরার পার্শ্ববর্ত্তী কামরা শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও সেই কক্ষে একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন শ্বেতাঙ্গী ছিলেন। সুতরাং কালা আদমীরা সেই কক্ষে প্রবেশাধিকার পায় নাই। এ কথা বলাই বাহুল্য।

একটা ষ্টেশনে অনেকগুলি যাত্রী আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ হইয়া গেল, অনেকে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমাদের কক্ষে পূর্ব্ব হইতেই একজন বাবু বসিয়া ছিলেন। তিনি নবাগত যাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রতি ষ্টেশনেই বলিতে লাগিলেন "মহাশয় পাশের কামরা খালি আছে, সেইখানে যান" সাহেব উঠিতে না দেয় গার্ডকে বলুন, ষ্টেশন মাষ্টারকে বলুন, আমাদের কামরায় উঠিয়া আর ভিড় বাড়াইবেন না।" তাঁহার এই Advice gratis কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সকলেই "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং" ইত্যাদি চাণক্যনীতি অনুসারে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের আশা পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে

করিলেন। Advice grdtis বৃথা হইল দেখিয়া সেই উপদেষ্টা বাবুটি বড়ই বিরক্ত হইলেন।

---*---

সেই বাবুটির সম্বন্ধে আমি একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলাম। অবশেষে জানিলাম, তিনি এক জন ব্যবহারাজীব, অনেক সভা সমিতি তাঁহার পদরেণুস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে,এবং তিনি "মাননীয়" পদপ্রার্থিগণের মধ্যে একজন; আমি বুঝিলাম যে, এই শ্রেণীর লোকেরাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইঁহারা ছোটলাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছেন, অথচ রেল গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদিগকে উপদেশ দিতেছেন। যাঁহারা দেশের ও দশের নেতা, তাঁহারা কোথায় এইরূপ সময়ে অগ্রসর হইয়া অন্যায়কারী শ্বেতাঙ্গের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন, অন্যান্য যাত্রী বিপন্ন হইলে স্বয়ং তাহাদের বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন, না, তাঁহারাই অন্যকে শ্বেতাঙ্গের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন? কলের গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গের সহিত, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গী সমভিব্যাহারী শ্বেতাঙ্গের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে পরিণাম কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিশ্চয়ই বাবুটি জানিতেন। সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন, যদি এই বিবাদ উপলক্ষে ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়, তাহা হইলে তাঁহার মক্কেল লাভের সম্ভাবনা আছে। সম্পাদক ভায়া, তোমরা যদি, সেই বাবুটিকে ভোট দিতে ইচ্ছা কর,

তাহা হইলে আমাকে জানাইও, আমি গোপনে তোমার নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব।

মেদিনীপুরের বোমার মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, আমার একটা ভয় কাটিয়া গিয়াছে। আমার বড় ভয় ছিল যে, বোধ হয় ব্যারিষ্টার দত্তকেও বা বোমার ষড়যন্ত্রের সমর্থনকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়। কারণ তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। ছাপাখানায় রাজবিদ্বেষ সুচক পুস্তকাদি মুদ্রিত হইলে যদি রাজবিদ্বেষ প্রচারে সহায়তা করার অপরাধে, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বত্বাধিকারীকে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে ষড়যন্ত্রের আসামীদিগের পক্ষ সমর্থন করিলে কি ষড়যন্ত্রে সহায়তা করা হয় না? মনে আছে পূর্ব্ব বঙ্গে গুর্খারা যখন দেশে শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেই সময় তাহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। যে উকিল গুর্খাদিগের বিরুদ্ধে ছিলেন, এক দিন গুর্খারা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রদান করে। তাঁহার অপরাধ, তিনি গুর্খাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরেও ত দত্ত সাহেব পুলিশের বিরুদ্ধে ছিলেন, পুলিশ তাঁহার এ অপরাধ ক্ষমা করিবে কি?

মেদিনীপুরের যোগজীবন, সুরেন্দ্র ও সন্তোষের দণ্ডের উল্লেখ করিয়া তোমরা "ভীষণ দণ্ড" বলিয়া লিখিয়াছ কেন? তোমরা কি

এই দণ্ডকে ভীষণ বলিয়া মনে কর ? আমি ত মনে করি না। আমার বোধ হয় সহৃদয় বিচারক মহাশয় আসামীদিগের অল্প বয়স ও এই প্রথম অপরাধ দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া লঘু দণ্ডেরই বিধান করিয়াছেন। সাত বৎসর বা দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-বাসের দণ্ড কি আবার দণ্ড ? যাবজ্জীবন হইলে বরং এক দিন গুরুদণ্ড বলিতে পারিতে।

দণ্ডিত আসামীরা সম্ভবতঃ হাইকোর্টে আপিল করিবে, কিন্তু তাহারা যদি বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আপিল করিতে বারণ করিও। সহৃদয় বিচারক যে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিতে বলিও। যদি হাই-কোর্টে আপিল করিয়া দণ্ড হ্রাস না হয়, তাহা হইলে অর্থ ব্যয় ও মনস্তাপ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কিন্তু যদি দণ্ড কিছু হ্রাস পায়, তাহা হইলে মেদিনীপুরের বিচারককে কি অযোগ্য প্রতিপন্ন করা হইবে না ? সেটা কি ভাল ? আর আপিলের ফলে যে দণ্ড বৃদ্ধি পাইবে না, তাহাই বা কে বলিল ? দুর্গাচরণ সান্যাল তাহার উদাহরণ। সান্যাল মহাশয়কে এসেসরগণ নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন না ? এক্ষেত্রেও যে তাহাই। লক্ষণ ভাল নহে। ইতি।

১৯শে মাঘ সোমবার ১৩১৫।

---

(৪৪)

সম্পাদক ভায়া,

তোমরা পুলিশের উপর এত বিরূপ কেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। পুলিশ দেশের শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা যেরূপে পারিবে সেইরূপেই শান্তি রক্ষা করিবে; তোমরা তাহাদের কার্য্যে ওরূপে বাধা দাও কেন? কাহারও বাটী খানাতল্লাসী হইলে তোমরা অমনি মহা গোলমাল কর, বড়লাট ছোটলাট প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ, আর যদি খানাতল্লাসীতে পুলিশ কিছু বাহির করিতে না পারে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই। তোমরা পুলিশের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া মহা আন্দোলন কর। কিন্তু ভায়া, জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ যদি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কোন গৃহস্থের বাটী খানাতল্লাসী করে বা কোন নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করে তাহা হইলে দোষ কি? দুই একটা খানাতল্লাসী বা দুই একটা গ্রেপ্তার না হইলে লোকে পুলিশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে কিরূপে? মনে কর যদি কোথাও খানাতল্লাসী বা গ্রেপ্তার না হয়, দুই এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির পৃষ্ঠের সহিত রেগুলেশন লাঠির সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে সকলে মনে করিবে যে, এ দেশে পুলিশ নাই, সুতরাং সকলে শান্তি-ভঙ্গ করিবে। সেইটাই কি বাঞ্ছনীয়?

মাদারিপুরের পুলিশ সংপ্রতি কয়েকজন বালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তন্মধ্যে ১২।১৩ বৎসরের অন্ধ বালকও আছে। তোমরা পুলিশের এই কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছ। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ভায়া? অন্ধ ব্যক্তিরা কি কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারে না? মহাভারতে বর্ণিত আছে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। এই অন্ধ নরপতিকে বড় সামান্য মনে করিও না। এই গুণধরের জন্যই কুরুক্ষেত্রে মহাসমর হইয়াছিল। অন্ধ বলিয়া কি তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন, না, একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বরূপ হইয়া কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন? তোমরা বলিবে ১০।১২ বৎসরের বালক কি অপরাধ করিতে পারে? কিন্তু রাবণের পৌত্র মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণ জননীর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই পবননন্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ দেশের পুলিশ যে অহীরাবণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কাহারও সূতিকাগারে নবজাত শিশুর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করে নাই, সে কেবল পুলিশ কর্ম্মচারিগণের উদারতা মাত্র। জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে রাজবিদ্বেষ অথবা ডাকাতির বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। ১২।১৩ বৎসরে সেই বীজজাত অঙ্কুর প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। পুলিশ অনেক বুদ্ধি ব্যয় করিয়া তবে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। তাহাদের বাহাদুরী আছে।

*

তোমাদের কাগজে দেখিলাম যে, বিলাতে একজন বাঙ্গালী যুবক সার লী ওয়ার্ণারের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছে। রয়টার ঐ

যুবককে "বদমায়েস" বলিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন! যে ব্যক্তি কালা আদমী হইয়া শ্বেতাঙ্গের গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে পারে, সে ব্যক্তি যে বদমায়েস তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সার লী-ওয়ার্ণার এই বৃদ্ধবয়সে যে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমি মনে করিতাম যে আমাদের দেশের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ পেন্সন লইয়া ধর্ম্মাচরণে মনোযোগ করেন, শ্বেতাঙ্গেরাও বুঝি সেইরূপই করেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার ধারণা ভ্রমাত্মক। যীশু খৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে "কেহ তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে তাহাকে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিবে।" বাঙ্গালী যুবক সার লীর এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিল, কিন্তু খৃষ্টভক্ত বৃদ্ধ সার লী ওয়ার্ণার এক গণ্ডে চড় খাইয়া অপর গণ্ড ফিরাইয়া দিয়াছিলেন কি না, রয়টার সে সংবাদ দেন নাই। বৃদ্ধ লী ওয়ার্ণারের যদি খৃষ্ট পদে মতি থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত বাঙ্গালী যুবার নিকট গমন করিয়া দ্বিতীয় গণ্ডে চপেটাঘাত গ্রহণ করুন, ইহাই বৃদ্ধের পরামর্শ। তার পর বিচারালয়ে যুবার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

আচ্ছা, এই যে কোন কোন মোকদ্দমার দায়রার জজেরা এসেসর লইয়া বিচার করিতে বসেন, ইহার অর্থ আমাকে তোমরা বুঝাইয়া দিতে পার? আমি ত দেখিতেছি যে, এসেসরগণ যাহাই বলুন না কেন, বিচারক তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আপনার ইচ্ছামত বিচার করেন। যদি এসেসরগণের মত উপেক্ষিতই হয়, তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগকে অনর্থক কষ্ট দিবার প্রয়ো-

জন কি ? বিচারক মহাশয়ত অবাধে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া আপনি একাকী বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তোমরা হয়ত বলিবে যে, এসেসরগণ কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, হাইকোর্টে আপিল হইলে, মাননীয় বিচারপতিরা, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এসেসরগণের অভিমতের মূল্য কিরূপ, তাহা বৃদ্ধ দুর্গাচরণ সন্ন্যালের আপিলেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। এসেসর বেচারাদিগকে ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। তোমরা এসেসর প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য একবার আন্দোলন কর না ?

*

গত শনিবার অপরাহ্নকালে "এম্পায়ার" পত্রে দেখিলাম যে, আরও ২৮ জন ভারতবাসীকে নির্ব্বাসিত করা হইবে। ভায়া, বলিতে কি,আমার মনে বড়ই আশা হইয়াছিল যে,এ বার বোধ হয় আমার অদৃষ্টে একটা নির্ব্বাসন জুটিবে। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ কখনও হৃদয়ক্ষেত্র ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হয় না। অনেক দিন হইতে আমি এই নির্ব্বাসনের উমেদারি করিতেছি। কার্ত্তিক মাস হইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি, চিকিৎসক মহাশয় প্রত্যহই আমাকে বলেন "বায়ু পরিবর্ত্তন করুন"। এখন একে খরচ পত্রের টানাটানি, তাহার উপর রুগ্ন শরীর,এক জন ভৃত্য ও এক জন পাচক না লইয়া কোথাও যাইতে পারি না,অথচ আমার এমন সঙ্গতি নাই যে ভৃত্য ও পাচক লইয়া বিদেশে গমন করি। তাই বড় আশা করিয়াছিলাম যে, যদি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য

লইয়া কয়েক মাসের জন্য ওয়াল্টেয়ারে যাইতে পারি, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমিও বিদেশে বসিয়া মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি ভোগ করিব, গৃহিণীও বাটীতে থাকিয়া কিছু কিছু মাসহারা পাইবেন। কিন্তু বৃদ্ধের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিল না। "এম্পায়ার" পাঠ করিয়া দেখিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়েক জন ভারত-বাসীর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহা হউক ভায়া, তোমাকে বলা রহিল, সুবিধা পাইলেই আমার এই নির্ব্বাসনের দরখাস্তখানা কর্ত্তাদের নিকট দাখিল করিও এবং যদি পার, এই পীড়িত বৃদ্ধের জন্য একটু অনুরোধ করিও।

———*———

আজকাল চারি দিকে এত জাল পুলিশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কেন বলিতে পার? মফস্বলে পুলিশের প্রতাপ যে কি রূপ প্রবল, তাহা,যাঁহারা অবগত আছেন,তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, পল্লীগ্রামে পুলিশ সাজিয়া লোককে যত সহজে ভীত ও প্রবঞ্চিত করিতে পারা যায়, তত সহজে অন্য কোন বেশে হয় না। রাজাই বল আর মহারাজই বল, জমিদারই বল আর গোমস্তাই বল, মফ-স্বলের লোকে লাল পাগড়ি দেখিলে ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে,সুতরাং লালপাগড়িধারীর কোন কার্য্যে তাহারা প্রতি-বাদ করিতে সাহস করে না। যাহার কার্য্যে কেহ প্রতিবাদ করে না সেই ব্যক্তির সাজে সজ্জিত হইলে অবাধে সকল কার্য্যই করিতে পারা যায়। সেই জন্যই এখনকার বুদ্ধিমান দস্যুরা পুলিশের বেশ ধারণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। ইহার প্রতিকার সহজ নহে। যদি

কথনও পুলিশের প্রভাপ হ্রাস পায়, তাহা হইলে লোকে আর পুলিশের মূর্ত্তি দেখিলে ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে না। সুতরাং শিক্ষিত দস্যুরাও আর পুলিশের বেশ ধারণ করিবে না। কিন্তু কর্ত্তারা কি বৃদ্ধের এই পরামর্শ গ্রহণ করিবেন? যদি মফ-স্বলের পুলিশের প্রতাপ হ্রাস না পায়, তাহা হইলে পুলিশবেশে ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পাইবে না, ইহা নিশ্চয়। ইতি।

২৬শে মাঘ সোমবার ১৩১৫।

---

(৪৬)

সম্পাদক ভায়া,

সত্য কথা বলিতে কি, দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। এ সব হইতেছে কি? আলিপুরের সরকারী উকিল পিস্তলের গুলিতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত ছিল, তাহাই হইল। তিনি আপনার প্রতিভা বলে যথেষ্ট যশঃ এবং অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, মানব জীবনের—বাঙ্গালী জীবনের যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা, সমস্তই তিনি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রাচীন বয়সে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, পুত্র পৌত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে সজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, আততায়ীর গুলিতে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইহাই

দুঃখের বিষয়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সকল সুখ লাভ হয় না। আশু বাবুর ভাগ্যে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ ঘটিল না। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।"

আশু বাবুর অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইল, কিন্তু আমি ভাবিতেছি যে, দেশের ছেলেগুলার বুদ্ধি শুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল কেন? চারুচন্দ্র এজেহারে বলিয়াছে যে, আশু বাবুকে দেশের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। নির্ব্বোধের দল এটা বোঝে না যে, এক জন রাজকর্ম্মচারীকে কোন কারণে নিহত করিলে হত ব্যক্তির পদ এক দিনের জন্যও শূন্য থাকে না। সামান্য রাজকার্য্যের কথা ছাড়িয়া দাও, যখন আণ্ডামান দ্বীপে শেয়ার আলি লর্ড মেয়রকে হত্যা করিয়াছিল, তখন কি বড়লাটের অভাবে এক দিনের জন্যও রাজকার্য্য বন্ধ ছিল? হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া কি হাইকোর্ট উঠিয়া গিয়াছিল?

অর্ব্বাচীনেরা এটা বোঝে না যে, রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিলে দেশের কোন মঙ্গল হয় না; অধিকন্তু নানাপ্রকার অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ধর, এই আশু বাবুর হত্যাকাণ্ডে রাজপুরুষগণ কি বিপ্লববাদীদিগের প্রতি সদয় হইবেন, না, বিপ্লবকারীদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সেই দলভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে রাজশক্তির প্রভাব অনুভব করাইবেন? শুনিলাম যে, কোন কোন

ব্যারিষ্টার নাকি এই ঘটনায় বোমার মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করিতে অসম্মত হইয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রথম ফলত হাতে হাতেই দেখা যাইতেছে।

———*———

আচ্ছা, দেশে যত সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা, বিপ্লবকারীদের মতে কখন না কখনও অল্লাধিক পরিমাণে ত স্বদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বা হইবেন। হত্যাকারীরা প্রত্যেক কর্ম্মচারীকেই কি বধ করিবে? ইহা অপেক্ষা আর বাতুলতা কি হইতে পারে? বিপ্লববাদীদিগের মতে যাহারা দেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহারা সকলেই যদি বধ্য হয়, তাহা হইলে ত ঢেঁক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইবে। এরূপ বাতুল কে আছে যে, রাজপুরুষমাত্রকেই বধ্য বলিয়া মনে করিবে? বাতুলদিগকে কেবল রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিলেই কি ইহার প্রতিকার হইবে? আমার বোধ হয় ইহাদিগকে কারাগারে না রাখিয়া বাতুলালয়ে রাখিলেই ভাল হয়।

———*———

তোমাদের কোন কোন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী এই আলিপুরের হত্যাকাণ্ডের উপলক্ষে বেশ এক চাল চালিয়াছেন। শ্রীমানেরা বলিতেছেন যে, আশুবাবুর মৃত্যুতে দেশের জনসাধারণ, বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা আর ঘটিবে না। অর্থাৎ, নেতারা তাঁহাদের অনুচরবৃন্দকে এই প্রকার

অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবেন ! ভায়া, শ্রীমানদের মনের কথাটা বুঝিলে কি ? শ্রীমানেরা পরোক্ষভাবে বলিতেছেন যে, দেশে এই যে বোমার হাঙ্গামা, খুন, মারামারি প্রভৃতি হইতেছে দেশের নেতারা ইহার সমস্তই পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আলিপুরের হত্যাকাণ্ডে যখন সেই নেতারাই দুঃখিত হইয়াছেন, তখন আর এ রূপ ব্যাপার হইবে না। বলিহারি বুদ্ধি !

কুঞ্জলাল ভট্টাচার্য্য বিলাতে সার লী ওয়ার্ণারের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছে, এ সংবাদ যখন এ দেশে প্রচারিত হইল, তখন সকলে মনে করিল যে, এই বার বোধ হয় ভট্টাচার্য্য সন্তানের অদৃষ্টে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস বা কারাবাস দণ্ড লাভ হইবে। কিন্তু লণ্ডনের পুলিশ নাম ধাম লিখিয়া লইয়া কুঞ্জকে ছাড়িয়া দিল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রেগুলেশন লাঠির প্রহারে আধমরা করিল না, শুনিয়া অনেকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল। এখন কুঞ্জলাল মুচলেখা লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে শুনিলে বোধ হয় তোমার পাঠকবর্গের বিস্ময়ের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু ভায়া, একটা কথা তোমার পাঠকবর্গকে মনে রাখিতে বলিও "সে বড় কঠিন ঠাঁই, সাদা কালা ভেদ নাই।"

সে দেশটা ভারতবর্ষ নহে, ইংলণ্ড। সেখানে সাদায় কালায় মারামারি হইলে বিচারক আসামী ফরিয়াদীর শারীরিক বর্ণ বা

তাহাদের পদমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁহারা কেবল দেখেন যে,প্রহারকারী কেন প্রহার করিল, তাহার উত্তেজিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না। প্রহারের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডেরও গুরুত্ব হইয়া থাকে। যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া কুঞ্জলাল লী ওয়ার্ণারকে প্রহার করিয়াছিল, যদি লী ওয়ার্ণারও অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া কুঞ্জলালকে প্রহার করিতেন, তাহা হইলে লী ওয়ার্ণারও অনুরূপ দণ্ড দিতে বাধ্য হইতেন। সে দেশে রাজমন্ত্রী যদি দ্রুত বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া যান, তাহা হইলেও কনেষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া আদালতে লইয়া যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

ভায়া, এই সপ্তাহের সাপ্তাহিক হিতবাদীতে গ্রন্থ সমালোচনা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। তোমরা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত "ইতিকথা" নামক একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছে। "ইতিকথা" শব্দের অর্থ, মিথ্যা কথা— আমার এই রূপই জানা আছে। নিখিলনাথ বাবু অনেক কষ্ট করিয়া কতকগুলি মিথ্যা কথার সঙ্কলন পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন কি জন্য? আমাদের মনে, অর্থাৎ সে কালের বৃদ্ধগণের মনে ধারণা আছে যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রে কেবল মিথ্যা কথাই লেখা হয়। বাৎসরিক দুই টাকা দক্ষিণা দিয়া সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া মিথ্যাকথা পাঠ করে, এই রূপ মূর্খের অভাব নাই। কিন্তু দুই টাকা দিয়া এক খানা মিথ্যা কথার কেতাব ক্রয় করিবে, বাঙ্গালা দেশে এ রূপ মূর্খ

কেহ আছে কি? ভায়া নিখিলনাথ বাবুর সহিত দেখা হইলে বলিও যে, পরবর্ত্তী সংস্করণে যেন পুস্তকের নামটা বদলাইয়া দেন। ইতি।

৩রা ফাল্গুন সোমবার ১৩১৫।

---

(৪৬)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদের কলিকাতা অঞ্চলে বোমার জের আর মিটিতেছে না। আর যত রাজ্যের বোমা কি ঐ শিয়ালদহের রেলের গাড়ীতে পড়িবে? আমি ত ভায়া, ইহার কোন অন্ধি সন্ধি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

একবার মনে করিলাম, হয় ত শিয়ালদহ হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ভয়ানক জঙ্গল, সুতরাং সেই সকল জঙ্গলের মধ্য হইতে বোমা মারিবার বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা রেলে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিলেন, ঐ রাস্তার পার্শ্বে তেমন জঙ্গল ত নাই এবং লোকালয়ও বেশী নাই। যত বদ্‌লোকের আড্ডা, কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত রাস্তার পার্শ্বেই হইল কেন বলিতে পার কি?

তোমাদের পত্রেই প্রকাশ যে, শিয়ালদহ হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত রেল রাস্তার পার্শ্বে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহাতে

পিউনিটিব পুলিশ বসিল। গবর্ণমেণ্ট যেখানে স্থানীয় পুলিশের দ্বারা কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারেন না, সেই খানেই পিউনিটিব পুলিশ বসিয়া থাকে। ইহাতে কাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়? পুলিশের, না, গ্রামের লোকের? পুলিশ অপরাধীকে ধরিতে পারিল না, সুতরাং গ্রামের লোক তাহার জন্য দণ্ড ভোগ করুক। এ কি রকম বিচার বল ত?

গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, গ্রামের লোকেরা চেষ্টা করিলে অপরাধীকে ধরিয়া দিতে পারে, তাহারা চেষ্টা করে না, সেই জন্য অপরাধী ধৃত হয় না। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটীর জন্য তাহাদিগকে এই দণ্ডভোগ করিতে হয়। মফস্বলের গ্রাম সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ না খাটিলেও কিছু কিছু খাটে। পল্লীগ্রামে যে সমস্ত অপরাধের কার্য্য হয়, তাহা অনেক সময় গ্রামের লোকেই করিয়া থাকে, বিদেশ হইতে কোন নূতন লোক গ্রামে আসিয়া সহসা কোন অপরাধের কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। এ অবস্থায় গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে যে দুই একটা খুন বা অপরাধের কিনারা করিবার সাহায্য করিতে পারে না, এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হইলেই যে তাহাদের উপর পিউনিটিব চাপাইতে হইবে, ইহার যুক্তিযুক্ততা আমি ত ভায়া দেখিতে পাই না।

এই ত গেল পল্লীগ্রামের কথা। এই বোমা উপলক্ষে শিয়ালদহ হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে যে সকল গ্রামের উপর

পিউনিটিব পুলিশ বসিবে, সে সকল গ্রামের অবস্থা আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সকল গ্রামে নিত্য নূতন লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণও উপস্থিত হয় না; চারিদিকে কল কারখানা; তাহাতে কত রকমের লোক যাতায়াত করিতেছে, কত চোর ডাকাত এই সকল কলে কার্য্য ব্যপদেশে আসিয়া ডাকাতি করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে; কত অজ্ঞাতকুলশীল যুবক এই সকল কলে কেরাণীগিরি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কে কি করিতেছে, কে তাহার সংবাদ বলিতে পারে? অপরাধ নিবারণ ও অপরাধী ধৃত করিবার জন্য পুলিশকে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। সেই পুলিশের অকর্ম্মণ্যতার নিমিত্ত নিরপরাধ গ্রামবাসীর উপর পিউনিটিব চাপাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত হইতেছে? কথাটা লইয়া তোমরা একটু আন্দোলন করিও।

শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা কোন রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়া শীতপ্রধান জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে পদার্পণ করেন, তখন জলবায়ুর পরিবর্ত্তন বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাকি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এক নূতন পথে পদার্পণ করিতেছেন। যুবক শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তক সঙ্কলিত করিয়া তাহা শ্বেতাঙ্গ মহলে বিক্রয় বা বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বেশ

কথা। কিন্তু অনেক শ্বেতাঙ্গ যুবক যে ভারতে পদার্পণ করিবার অল্প কাল মধ্যেই স্বাস্থ্যের সহিত মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, তাহার প্রতিকারের কোন উপায় গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন না কেন? আমরা কেরাণী বাবুদের মুখে প্রায় প্রত্যহই শুনিতে পাই "অমুক সাহেব যখন প্রথম বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন তখন যেন সদাশিব ছিলেন, কিন্তু ছয় মাস না যাইতে যাইতেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এখন আর কালা আদমীকে মানুষ বলিয়া মনে করেন না।" যুবক শ্বেতাঙ্গদিগের শারীরিক অবনতির সহিত এইরূপ মানসিক অবনতি কেন ঘটে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহারও কোন কারণ অনুসন্ধান করিবেন কি?

তোমরা হয়ত বলিবে যে, যুবক শ্বেতাঙ্গগণ প্রথমে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি ভালই থাকে। কিন্তু এ দেশের প্রাচীন ও প্রবীণ এংগ্লোইণ্ডিয়ানদিগের সংস্রবে আসিয়া তাঁহাদের মতি বিগড়াইয়া যায়। এ কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ সম্বন্ধেও একটা কথা বক্তব্য আছে। পাছে কলেজক্লাসের বয়োবৃদ্ধ ছাত্রগণের সঙ্গে মিশিয়া স্কুল বিভাগের অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ বিগড়াইয়া যায়, সেই জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণ কলেজ বিভাগের ও স্কুল বিভাগের ছাত্রগণের জন্য পৃথক পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ ছাত্রগণের সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রগণের যত অল্প আলাপ পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সিবিলিয়ান বা অন্য রাজপুরুষগণের

জন্যও এইরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় না ? এই রূপ ব্যবস্থার পরেও যদি যুবক শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণ বিগড়াইয়া যান,তাহা হইলে বুঝিব যে, হয় দেশীয় কেরাণীদিগের দোষ নতুবা তাঁহাদের অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু কেরাণী বেচারীদের উপর দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে এই ব্যবস্থাটা করা কর্ত্তব্য। ইতি

১০ই ফাল্গুন সোমবার ১৩১৫।

---

(৪৭)

সম্পাদক ভায়া,

কলিকাতায় বসন্তরোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,তাহাতে ত রাজধানীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এ রূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে মা শীতলা কলিকাতায় কেন দেখা দিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তবে এই বসন্ত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদিগকে একটি কথা বলিবার আছে। তোমাদেরই কাগজে দেখিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছেন। যদি এক সপ্তাহই পিছাইয়া দিলেন,তবে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিলে ভাল হইত না কি ? যে সময় কলিকাতায় প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে সময় পল্লীগ্রাম হইতে শত সহস্র পরীক্ষার্থীকে এখানে আসিতে বাধ্য করা কি কর্ত্তব্য ? কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে আসিয়া

যদি কোন পরীক্ষার্থী ঐ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সে জন্য কে দায়ী হইবে ?

---*---

রাজপুরুষেরা সংক্রামক রোগের সংক্রমণ নিবারণের জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। পল্লীগ্রাম হইতে সমাগত পরীক্ষার্থীরা কি এই পরীক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া নানা স্থানে বসন্তরোগ ছড়াইয়া ফেলিবে না ? ইহার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কি উপায় করিতেছেন ? যদি কর্ত্তারা এই বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বলি যে তাঁহারা মফস্বলের ছাত্রগণকে কলিকাতায় আসিতে না বলিয়া বর্দ্ধমান, হুগলী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক পরীক্ষা দিতে বলুন। যাহার ইচ্ছা হইবে সে কলিকাতায় আসুক, কিন্তু কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কলিকাতায় আসিতে যেন বাধ্য করা না হয়। হুগলী কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজে ও বর্দ্ধমান রাজ কলেজে যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অপেক্ষা অধিক পরিক্ষার্থী উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও স্থানাভাব হইবার আশঙ্কা নাই। কলিকাতার ছাত্রেরা কলিকাতাতেই থাকিয়া পরীক্ষা দিক, কিন্তু মফস্বলের ছাত্রগণকে যেন কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করা না হয়।

---*---

এবার কি বিবাহের ঘটাই গেল ! কলিকাতায় বসন্ত রোগের যেমন ছড়াছড়ি বিবাহেরও সেই রূপ হুড়াহুড়ি। প্রতি বাটীতেই শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাই। গত শনিবারের কথা মনে হইলে বাস্ত-

বিকই ভয় হয়। আমার বোধ হইল, শনিবার; বরযাত্রী অপেক্ষা বরের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। সকলেই বর, বরযাত্রী হইবে কে? অনেক বরকে নাপিত ও পুরোহিতের অভাব বোধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে যৎকিঞ্চিৎ রজত মুল্যে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। ইদানীং অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে, এ কালের ছেলেরা বিবাহ করিতে রাজী নহে। কিন্তু শনিবারে বিবাহের সংক্রামকতা দর্শনে বুঝিতে পারিলাম যে,সে কথা নিতান্তই মিথ্যা। আমার মত পক্ক কেশ,গলিত দন্ত, লোলচর্ম্ম বর ত একটাও দেখিতে পাইলাম না। তবে কেহ যদি কলপ মাখিয়া, দাঁত বাধা-ইয়া যমরাজাকে এবং কন্যাপক্ষকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা আমিত যতগুলি বর দেখিলাম, তাহাদের সকলকেই "এ কালের ছেলে" বলিয়াই বোধ হইল। আর কলিকাতার শিক্ষিতা পাত্রীরা কি আমাদের মত "সে কালের ছেলেদের" গলায় বরমাল্য প্রদান করিবে? এ কালের লোকে যে বল্লাল সেনের মর্য্যাদা বুঝে না, তাই বৃদ্ধবিবাহ আর বড় দেখিতে পাই না। এ কালটা সে কাল হইলে শনিবারে আমার সমবয়স্ক অনেক বৃদ্ধই সোলার টোপর ও রাঙ্গা চেলি পরিতেন সন্দেহ নাই। হায়রে আমাদের সে কাল!

দেখ ভায়া, আজ কাল একটা নূতন ফ্যাশন দেখিতে পাইতেছি, সে টা তোমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে কি? বিবাহ বাসরে বরকে, কন্যাকে,এমন কি কন্যার মাতাকে পর্য্যন্ত প্রীতি-উপহার দিবার

প্রথার সহিত নিমন্ত্রণ পত্রের পাদটীকায় "লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ. ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" এই রূপ লেখা একটা ফ্যাশান হইয়াছে, দেখিয়াছ কি? এই লেখার অর্থত আমি বুঝিতে পারি না। পিতৃদায় মাতৃদায়ের ন্যায় কন্যার বিবাহও হিন্দু সমাজে একটা দায় বলিয়া গণ্য এবং আত্মীয় স্বজনবর্গের সাহায্যে সেই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। সুতরাং হিন্দু সমাজের শাসন মানিয়া চলিতে হইলে এই তিন দায়ে আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কন্যাকর্ত্তা নিমন্ত্রণ পত্রে যদি ঐ রূপ পাদটীকা যোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করেন। অতএব তাঁহার পক্ষে ঐ রূপ লেখা অকর্ত্তব্য।

এখন কথা হইতেছে বরপক্ষের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া। বরকর্ত্তা বলিতে পারেন "আমিত দায়গ্রস্ত নহি, আমি আত্মীয়বর্গের সাহায্য কেন গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে ত আমার উপর কোন সামাজিক অনুশাসন নাই। লৌকিকতা গ্রহণ না করিয়া আমি সমাজসম্মত কার্য্যই করি।" কিন্তু ভায়া, বরকর্ত্তার ঐ কথায় এই বৃদ্ধ ভুলিবে না। তিনি পুত্রের বিবাহের সময় ভাবী বৈবাহিকের গলায় পা দিয়া টাকা আদায় করেন সমাজের কোন অনুশাসন অনুসারে? অনেক টাকা লইবার সময় সামাজিক শাসন মানিব না, হিন্দুর শাস্ত্র মানিব না, আর দুই চারি টাকা লইবার সময় সমাজের দোহাই দিব, এ রহস্য মন্দ নহে। সমাজটা যেন আমার হাত ধরা, যেমন করিয়া চালাইব সেই রূপ করিয়াই চলিবে। এই রূপ অসার

যুক্তিতে শিশু বা বালকের দল ভুলিতে পারে, আমার মত বৃদ্ধের দল ভুলিবে না।

---*---

আমি বলি, যাহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যার পিতার নিকট টাকা লইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই কথাটা ব্যবহার করিবার কোন অধিকার নাই। যে ভাবী কুটুম্বের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া বা ভিক্ষা করিয়া অর্থ লইতে পারে, সে ব্যক্তির আবার অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণে লজ্জা কি? সে ত লজ্জার মস্তক ভক্ষণ করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া পুত্র বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। তাহার মুখে আবার উদারতার কথা কেন? তবে যিনি পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার ইচ্ছা প্রদত্ত অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট, তিনি শত বার বলিতে পারেন যে "আমি লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ।" কিন্তু এই শ্রেণীর কয় জন বরকর্ত্তা আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়? আমার মতে যে ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে পীড়ন করিয়া টাকা লয়, সে যদি বলে যে "লৌকিকতা লইব না, ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন" তাহা হইলে সমার্জ্জনীর দ্বারা তাহাকে মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। কথাটা বোধ হয় অনেকের পক্ষেই রূঢ় বোধ হইবে। কিন্তু ভায়া, এটা জানিও যে, সমাজে ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। এক জনের সর্ব্বনাশ করিব আর দশজনের নিকট উদারতা প্রকাশ করিব, ইহা কি ভণ্ডামী নহে? ইতি।

১৭ই ফাল্গুন সোমবার ১৩১৫।

---*---

(৪৮)

সম্পাদক ভায়া,

বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে, ছোটলাটের সভায় কোন্ ভাগ্যবান "মাননীয়" উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া সদস্যরূপে প্রবেশ করিবেন, তাহা লইয়া এখন হইতে দেখিতেছি বিশেষ হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইয়াছে। যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উত্তরপাড়ার মুখুয্যে মহাশয়* এবং কাশিমবাজারের নন্দী মহাশয়েরা† মধ্যেই প্রতিযোগিতা প্রবল বেগে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মুখুয্যেই হউন, আর নন্দীই হউন, যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে যে অধিক দিন এই "মাননীয়"-গিরি ভোগ করিতে হইবে না, একথা আমি এখন হইতেই বলিয়া রাখিতেছি। বৃদ্ধের এই উক্তি ব্রহ্মশাপ বলিয়া মনে করিও না। বড়লাট বাহাদুর যে দিন ইচ্ছা করিবেন, সেই দিনই নূতন "কাউন্সিল এক্ট" প্রচার করিবেন এবং ভারতবর্ষের যে প্রদেশে যত ব্যবস্থাপক সভায় "মাননীয়" আছেন, সেই দিন সকলেরই সাধের চাকরি খসিয়া পড়িবে। তাহার পর নূতন বিধান মতে নূতন নির্ব্বাচন। সেই নব নির্ব্বাচনে কে মাননীয় হইবেন, তাহা কে বলিতে পারে? মোটের উপর বড়লাট বাহাদুরের সোণার কাঠি স্পর্শ করিবামাত্র সকল সদস্যকেই "মাননীয়"-লীলা সংবরণ করিতে হইবে। তাহার

* রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

† মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

পর বড়লাটের রূপার কাঠির স্পর্শে কোন্ ভাগ্যবান পুনরায় "মাননীয়" জীবন লাভ করিবেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

---*---

এখন বুঝিতে পারিলে যে, গৃহ-বিচ্ছেদ এবং শত্রু-বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা এখন ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় চাকরি লাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ কিরূপ অনিশ্চিত। তাঁহাদের নির্ব্বাচনেরএক সপ্তাহ পরেই যদি বড়লাট বাহাদুর নূতন কাউন্সিল এক্ট প্রচার করেন, তাহা হইলে নূতন"মাননীয়"মহাশয়কে এক সপ্তাহ চাকরি করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। কথার কথা, এক সপ্তাহ বলিতেছি, হয়ত ছয় মাসও হইতে পারে। কিন্তু ছয় মাসের অধিক যে হইবে না, ইহা জানিয়া রাখিও। ছয়মাসের চাকরির জন্য দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গি, মন ভাঙ্গা-ভাঙ্গি, উপরোধ, অনুরোধ, সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট যথেষ্ট হইতেছে। আমার ত বোধ হয় যে, এত পরিশ্রমের মজুরি পোষাইবে না। তবে কেন ও হাঙ্গামা? আমি বলি কি, "মাননীয়" পদ-প্রার্থীরা আপাততঃ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকুন। বড়লাটের আদেশ প্রচার পর্য্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করুন। তাহার পর নূতন কাউন্সিল বিল প্রচার হইবামাত্র তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া ভোট ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। এখন কয়েক দিনের চাকরির জন্য সময়, অর্থ ও সম্ভ্রম নাশ করা কেন?

---*---

ভায়া, দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রজা হইয়া রাজপুরুষগণের কথায় বিশ্বাস করে না বরং প্রতিবাদ

করে, এরূপ ধৃষ্টতা কি কখন সহ্য করিতে পারা যায়? এই দেখ না, বাখরগঞ্জ জেলার গইলা গ্রামের রামচন্দ্র সেন প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের একটা দোকানে আগুন লাগাইতে গিয়াছিলেন, তাই ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তুই বৎসরকাল একটু যত্নে রাখিবার জন্য কারাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। রামচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিলেন যে, ত্রেতাযুগে যদিও এক রামচন্দ্র অগ্নিকাণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কলিযুগের রামচন্দ্রের সহিত কোন অগ্নিকাণ্ডের সম্বন্ধ নাই; এমন কি তিনি সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, ঘটনার দিন তিনি গ্রামেই ছিলেন না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, রামচন্দ্র হইলেই, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, তাঁহার সহিত অগ্নিকণ্ডের একটা সম্বন্ধ থাকিবেই; তাই তিনি রামচন্দ্রের তরফে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না; রামচন্দ্রকে তুই বৎসরের জন্য শ্রীঘরে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

---*---

এ রামচন্দ্র নাকি কলির লোক, তাই গোলযোগ করিয়া বসিলেন। ত্রেতার রামচন্দ্র পিতৃ-আদেশে ১৪ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন করিয়াছিলেন, আর কলির রামচন্দ্র প্রজার "মা, বাপ" ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তুই বৎসরের জন্য কারাবাসে গমন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি জেলার জজের কাছে মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টতা কি সামান্য? কলিকাল কি না! রামচন্দ্র

জজকে বলিলেন যে আমার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট অবৈধ কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিচার বিধিসঙ্গত হয় নাই। সমাজতত্ত্বে সুবিদ্বান জজ বাহাদুর বলিলেন "হাঁ তোমার মতে অবৈধ কার্য্য হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।" দেখদেখি ভায়া, কেমন দূরদর্শিতা! এই সে বৎসর বাখরগঞ্জ জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, সুতরাং আগামী দুই বৎসরের মধ্যে যে আবার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে, জজ বাহাদুর নিশ্চয়ই তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। তাই তিনি রামচন্দ্রকে বলিদলন যে, "তোমার তরফে সাক্ষ্য গ্রহণ না করাতে বিশেস ক্ষতি হয় নাই।" নির্ব্বোধ রামচন্দ্র বুঝিতে পারিল না যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আর আট টাকা বা দশ টাকায় এক মণ চাউল কিনিতে হইবে না। দুই বৎসরের জন্য রাজার অতিথিশালায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইবে। এটা যে কত বড় লাভ, তাহা রামচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু বুদ্ধিমান জজ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে আসামীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ না করাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। ক্ষতি ত হয়ই নাই বরং যথেষ্ট লাভ হইয়াছে, একথা রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া দেয়, এরূপ লোক কেহ কি নাই?

৺কাশীধামের মিউনিসিপালিটির পাণ্ডারা বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। মিউনিসিপাল ফণ্ডে কিঞ্চিৎ

অর্থাভাব অনুভব করিয়া পাণ্ডা মহাশয়েরা অর্থাগমের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ৺কাশীধামে যে সকল যাত্রী রেলপথে আগমন করিবে, তাহাদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ তাম্রমুদ্রা আদায় করিয়া শূন্য ভাণ্ডার পূরণ করিবেন। সমস্ত রেল কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত হইল, তাঁহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিবেন। সুশৃঙ্খলায় কার্য্য চলিতে লাগিল। এমন সময় মিউনিসিপালিটীর এক মাসতুতো ভাই আসিয়া জুটিল। বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে অর্থাৎ সাহেব পাড়ায় মিউনিসিপালিটির অনুরূপ একটা ব্যাপার আছে, তাহার নাম ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিটি। কমিটি একদিন মিউনিসিপালিটীকে বলিলেন "ভায়া, যাত্রীদের প্রণামীটা তুমি একা লইবে, তাহা কি ভাল দেখায়? আমাকে কিছু দাও, তুমিও কিছু লও; জানত আমি তোমার মাসতুতো ভাই।" মিউনিসিপালিটি বলিলেন "সে কি দাদা এ যে আমার নিজস্ব, তুমি এ দিকে দৃষ্টি দাও কেন?" কমিটি নাছোড়বান্দা, ভাগ লইয়া তবে ছাড়িবেন। মিউনিসিপালিটির পাণ্ডারা মনে করিয়াছিলেন যে, যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৩।৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে, কিন্তু ফলে দেখা গেল সংগৃহীত টাকা কয়েক সহস্রের অধিক হয় নাই, তাহার উপর আবার দাদাকে ভাগ দিতে হইবে; বিপদের কথা নহে কি?

—————*—————

তোমাদেরই কাগজে দেখিলাম যে, বিলাতে লর্ড ম্যাকডোনেল বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগকে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত করিয়া দিবার

জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কথাটা মন্দ নহে। কিন্তু যদি বাঁকুড়া মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ হইবে কোন্‌টা? গুজরাট না মধ্য ভারতবর্ষ? শুনিয়াছি এক জন মাতাল কালীঘাটে ছাগ বলিদান দেখিতেছিল। সে দেখিল যে, যে কামার ছাগ বলিদান করিতেছে, সে ছাগের কণ্ঠে এমন স্থানে আঘাত করিতেছে, যে ছাগের মুণ্ডের সহিত সমস্ত গলদেশ এমন কি পৃষ্ঠেরও কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ছাগ বলিদান করিলে কামার ছাগের মুণ্ড পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইয়া থাকে বলিয়া সে ঐরূপ করিয়া বলিদান করিতেছিল। মাতাল বাবুও বলিদানের জন্য একটা ছাগ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। সে কামারের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "বাবা, যদি মুড়ির দিকটাই নেবে, তবে আর খামকা জীবহত্যা কর কেন? আমার এই পাঁঠার ল্যাজে এক কোপ মার, আমি ল্যাজটা নিয়ে যাই আর তুমি মুড়ি শুদ্ধ আস্ত পাঁঠাটাকে তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাও।" লর্ড ম্যাকডোনেলও তাহাই বলিয়াছেন। যদি বঙ্গদেশকে বলিদানই করিতে হয়, তবে আর মাঝামাঝি কাটা কেন? একেবারে বাঁকুড়া ঘেঁসে খাঁড়া পড়ুক, বাঙ্গলা দেশটাও আস্ত থাকুক।

---*---

আচ্ছা ভায়া, এই যে শাসন সংস্কারের কথা শুনিতেছি, ইহার মধ্যে একটা ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি না কেন? ডিসেণ্ট্রালিজেশন কমিশন এ দেশের মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতি সভা সমিতিগুলিকে সরকারের হাত হইতে

দেশের লোকের হাত দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাব মন্দ নহে, কিন্তু দেশের শান্তিরক্ষার ভারটা গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই কেন? আমাদের দেশে দুই প্রকার অশান্তি আছে, প্রকৃত ও কল্পিত। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, নরহত্যা প্রভৃতি প্রকৃত অশান্তি এবং রাজবিদ্বেষ-প্রচার বিদ্রোহ, যুদ্ধ প্রভৃতি কল্পিত অশান্তি। পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, আমাদের দেশের পুলিশ প্রকৃত অশান্তি দূর করিতে পারুক আর না পারুক, কল্পিত অশান্তি দূর করিতে বিশেষ সমর্থ। আমি বলি কি, পুলিশের হাতে কল্পিত অশান্তি নিবারণের ভার প্রদান করা হউক। তাহারা লোকের বাড়ী খানাতল্লাস করিবে, সভা-সমিতি বন্ধ করিবে, সংবাদপত্র লইয়া টানাটানি করিবে, আর আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর প্রকৃত অশান্তি নিবারণের ভার প্রদান করা হউক। তাহারা গুণ্ডার অত্যাচার, দুর্ব্বলের উপরে বলবানের উৎপীড়ন, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতির প্রতিকার করিবে। দেখা গিয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ ঐরূপ প্রকৃত অশান্তি নিবারণে বিলক্ষণ পারদর্শী। কর্ত্তারা শাসন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়াই এই পরামর্শ দিলাম। ইতি।—

২৪শে ফাল্গুন সোমবার ১৩১৫।

(৪৯)

সম্পাদক ভায়া,

শুনিলাম সে দিন টাউনহলে একটি সভা করিয়া বিলাতের লর্ড মহাসভার কার্য্যে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদ সভা করিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না! যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাও, তাহা হইলে আরও অনেক কার্য্য করিতে হইবে। তোমরা নিশ্চয় জান (কেন না সম্পাদকমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ) যে লর্ড মহাসভার সদস্যগণ কেবল জমীদার নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বড় বড় কল কারখানা আছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলে অনেকেরই অংশ আছে, সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র বিক্রয়ের সহিত তাঁহাদের অনেকেরই ভাগ্যলক্ষ্মীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সুযোগে সে দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও। এই যে আজকাল বিলাতে কমন্স মহাসভায় অনেক ভারতবন্ধু দেখা দিয়াছেন, ইহার প্রধান কারণ ম্যাঞ্চেষ্টার। তাই বলিতেছিলাম যে কেবল প্রতিবাদ সভা করিয়াই যেন ক্ষান্ত হইও না, এখনও অনেক কাজ করিতে হইবে।

———*———

তোমাদের একজন পাঠক তোমার দ্বারা আমার নিকট একতাড়া-কাগজ পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন বঙ্গদেশের অনেক ব্রাহ্মণের ত

জাতি আপনাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন কি উপবীত ধারণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন বলিয়া তোমার পাঠক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এখন কর্ত্তব্য কি? আমার মতে কর্ত্তব্য এই যে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকা। দিন কতক চুপ করিয়া বসিয়া থাক, ক্রমে ক্রমে সকল জাতিই এক এক পদ অগ্রসর হইবে, সুতরাং কেহ কাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ যে যেখানে আছে সে সেই খানেই থাকিবে। আর উপবীতের কথা? সেজন্য চিন্তিত হইও না। কারণ বহুকাল পূর্ব্বে আমি একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, চামারেরা চামড়ার মোট মাথায় করিয়া যাইতেছে, অথচ তাহাদের গলায় এক গাছা পৈতা ঝুলিতেছে। মোটের উপর এই কথাটা জানিয়া রাখিও যে ইংরেজের আমলে ভারতে দুইটি মূল জাতি আছে—শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ এবং একটি সঙ্কর জাতি আছে। এই তৃতীয় জাতির মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে "ইম্পিরিয়াল এংগ্লো ইণ্ডিয়ান"নামে পরিচিত করিয়াথাকে। ফলতঃ এখন এ দেশে এই তিনটি জাতি ব্যতীত আর অন্য জাতি নাই।

—※—

যখন বিচারক মহাশয় বিঘাটীর ডাকাতির মোকদ্দমা হাই-কোর্টের নূতন দায়রায় সোপর্দ্দ করেন, তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে এই নবগঠিত এজলাসে উকিলেরা প্রবেশ করিতে পারিবেন কি না? এতদিন পরে এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা হইয়া গেল, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। নূতন

এজলাসে উকিলদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। ব্যবস্থাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। কারণ যে সকল দরিদ্র আসামী হাই-কোর্টের এই নূতন এজলাসে বিচারার্থ প্রেরিত হইবে,তাহাকে আর মোকদ্দমার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে হাইকোর্টে উকিল দিবার প্রথা থাকিলে অনেক দরিদ্র আসামীর আত্মীয় বন্ধুরা বাঙ্গালী উকিলের হাতে পায়ে ধরিয়া অল্প পয়সায় কাজ সারিতে পারিত, কিন্তু ব্যারিষ্টার দিবার পয়সা কয় জনের আছে? যাহা হউক এই ব্যবস্থায় আসামীদিগকে আর ধনে প্রাণে মারা পড়িতে হইবে না। "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

এবার কনভোকেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার ডবল ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিয়া আমরা একটা প্রাচীন গল্প মনে পড়িল। শুনিয়াছি যে বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আপনার নবপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থামত পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলিয়াছিলেন যে, রঘুনন্দন যে প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন, যদি সেই প্রথাই শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে স্বয়ং রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ নহেন কারণ তাঁহার উপনয়ন এই শাস্ত্রসম্মত প্রথায় হয় নাই। আশু বাবু আইনের ডাক্তার, হাইকোর্টের বিচারপতি, অথচ তিনি যে বৈজ্ঞানিক আইন কলেজ স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই ভাবী আইন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং

তিনি কিরূপে আইনের ডাক্তার হইলেন অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তবে প্রতিভাশালী লোকের কথা স্বতন্ত্র, এ কথা যদি বল, তাহা হইলে আর তর্ক করা চলে না।

---*---

গত মঙ্গলবার তোমাদের সান্ধ্য সহযোগী "এম্পায়ার" সংবাদ দিয়াছিলেন যে সেই দিনই মিঃ নর্টন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিবেন। কিন্তু সে মঙ্গলবার গিয়া আবার মঙ্গলবার আসিল, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা-সাগরের পার এখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এ দিকে দায়রায় এজলাসে মোকদ্দমার শুনানি একশত দিনের অধিক হইয়া গিয়াছে। নর্টন বাবাজীবন একাকী, তিনি বক্তব্য শেষ করিলে পর আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার ও উকিলগণ একে একে আপনাদের বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিবেন। কতদিনে যে তাঁহাদের বক্তব্য শেষ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? তবে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমাবধি গণনা করিলে এই বোমার মামলাকে বঙ্গদেশের একাধিক সহস্র দিবস বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যাইবে। তবে এ ক্ষেত্রে কে দুনিয়ারজাদী আর কে সাহারজাদী, তাহা স্থির করা সুকঠিন। একাধিক সহস্র রজনীর গল্পের সহিত এই বঙ্গদেশের একাধিক সহস্র দিবসের একটা বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। আরব্য উপন্যাসের গল্প পাঠ করিতে করিতে যেমন কে বক্তা, কে শ্রোতা তাহা মনে থাকে না, এই আলিপুরের উপন্যাস পাঠ করিতে করিতেও সেইরূপ সূত্র হারাইয়া যায়। এত বড় ব্যাপার মনে করিয়া রাখা কি সহজ কথা?

স্বদেশের

ভায়া, আমরা সেকালের লোক, আমাদের সেকালে একটা কথা ছিল যে, "ঘরের শত্রু বরযাত্রী।" এ কথাটা কেন হইয়াছিল জান? আমরা সেকালে দেখিয়াছি যে বিবাহ না হইলে কি বরযাত্রী আর কি কন্যাযাত্রী, কাহারও আহারের ব্যবস্থা হইত না এবং কোন কোন স্থলে বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইত বর মহাশয়কে শিশুপালের ন্যায় হাতে সুতা বাঁধিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইত। বলা বাহুল্য যে, সে সকল স্থানে বরযাত্রীদিগের আহার হইত না, তাঁহাদিগকেও শূন্য জঠরে গৃহে ফিরিতে হইত। কিন্তু আজ কাল দেখিতে পাই, প্রায় সর্ব্বত্রই বিবাহের পূর্ব্বেই উভয়পক্ষীয় যাত্রীদিগের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে, বিবাহ হউক আর না হউক ভোজনটা বন্ধ থাকে না। কন্যাকর্ত্তা মহাশয়দিগকে একটা উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ভবিষ্যতে তাঁহারা যদি স্বপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বাটীতে খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আরও সুবিধা হয়। যে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে স্থানাভাব, তাঁহারও বড় সামান্য সুবিধা হয় না। এ পরামর্শ কি মন্দ? ইতি।

২রা চৈত্র সোমবার ১৩১৫

---

(৫০)

সম্পাদক ভায়া,

আলিপুরের দায়রার এজলাসে বোমার মামলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণে প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইয়াছিল, শ্রীমান নর্টন বাবাজীবনের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ হইল। এই বার আসামী পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারদিগের বক্তৃতা তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থান পাইবে, অবশেষে বিচারক মহাশয়ের রায় এই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকার চতুর্থ পরিচ্ছেদ বা উপসংহার হইবে। তাহা হইলেই দায়রার পালা শেষ হয়। তাহার পর যখন হাইকোর্টে হইবে তখন আবার নূতন করিয়া পরিচ্ছেদ গণনা করা হইবে।

---*---

বেদব্যাস ঠাকুর এক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। সেই মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত; অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্যাসদেবের মহাভারতে এইরূপ কথা আছে। কিন্তু এখন যদি কোন কলির বেদব্যাস নূতন মহাভারত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিষম বেগ পাইতে হইবে। কারণ দ্বাপরের মহাযুদ্ধ আঠার দিনে শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কলির এই মহাযুদ্ধ একশত আঠার দিনেও শেষ হইবে কি না সন্দেহ,

সম্ভবতঃ শেষ হইবে না। কারণ যখন নটন বাবাজীবন একাই চৌদ্দ দিন লইয়াছেন, তখন, ব্যানার্জ্জি, দাস, রায়, মিত্র এণ্ড কোম্পানীও কোন ২০।২৫ দিন না লইবেন? তাহা হইলে দেখ এই মহা (বাক্) যুদ্ধের ১৩০ দিনেও শেষ হইবার আশা নাই।

---*---

অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী দেখিলেই আজ কাল পুলিশের নাকি ভক্তি-সিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। অর্থাৎ নবীন সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে পুলিশের লোক ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সেবার ব্যয়ভার পর্য্যন্ত বহন করিতেছে ও যাহাতে কেহ তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না পারে, সেই জন্য তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অগোচরে রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ভক্তির প্রকৃত লক্ষণই এই। পুলিশের এই সন্ন্যাসীভক্তি দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা কোথায় বনে বনে, জলে, রৌদ্রে, শীতে, হিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সময়ে আহার জুটিত না, হয়ত কোন দিন অনাহারেই কাটাইতে হইত; কিন্তু যে দিন হইতে তাঁহাদের উপর পুলিশের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের দুঃখ ঘুচিয়াছে। দুই বেলা যথাসময়ে আহার, পীড়া হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা, দারুণ শীতে কম্বলের ব্যবস্থা, সুবিধা কি সামান্য?

---*---

কিন্তু পুলিশের এই সন্ন্যাসী-ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া আমার মনে একটা আতঙ্কেরও সঞ্চার হইয়াছে। এই চৈত্র মাস, সম্মুখে চৈত্র সংক্রান্তি আসিতেছে. এ সময় তারকেশ্বরে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, যুবক সন্ন্যাসীর যথেষ্ট আমদানী হইবে। পুলিশের কর্ত্তারা যুবক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর ।যে প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রূপ লক্ষণ ত তারকেশ্বরে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীতে পরিলক্ষিত হইবে। যদি পুলিশ এই সকলকেই ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? এই সকল সন্ন্যাসীর অবস্থানের জন্য তাঁহারা স্থান সঙ্কুলান করিবেন কিরূপে? আমার ভাবনার কথা শুনিয়া তোমরা হাসিও না, ইহা বড় সামান্য চিন্তার কথা নহে। এত।গুলি সন্ন্যাসীর জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করা এক দিনের কার্য্য নহে। সম্ভবতঃ আপাততঃ হোগলার চালা তুলিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থার জন্য আমাকে চিন্তান্বিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এতগুলি লোকের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ত সহজ কথা নহে।

“মান্দ্রাজ টাইম্‌স্” নামে তোমাদের এক সহযোগী একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস এতকাল ধরিয়া যে সকল অধিকার বা সংস্কার প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন, সেই গুলি সাবধানতা সহকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক তবে সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কি সুন্দর কথা! ভারত

শাসন-সংস্কারের এরূপ সহজ ও সুগম উপায় থাকিতে লর্ড মিণ্টো বা লর্ড মর্লি কেন এত মাথা ঘামাইতেছেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। কংগ্রেস অর্থাৎ ভারতবাসী যাহা চায়, তাহা ছাড়া আর সমস্তই মান্দ্রাজী সহযোগী তোমাদিগকে দিতে সম্মত আছেন। তোমরা দিন কতক কংগ্রেসে বলিতে আরম্ভ কর যে "আমরা কিছুই চাই না," "আমরা কিছুই চাই না।" তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমাদের মান্দ্রাজী সহযোগী তোমাদিগকে সমস্তই দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ইতি।

৯ই চৈত্র সোমবার ১৩১৫।

---

(৫১)

সম্পাদক ভায়া,

পূর্ব্বেই শুনিয়া ছিলাম যে, এবার হুগলিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে, কিন্তু মান্দ্রাজী মজলিশের পর নানা কারণে মনে করিয়াছিলাম, হয় ত এ বার আর কনফারেন্স বা প্রাদেশিক সমিতি হইবে না। শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় আগামী "উত্তম শুক্রবারের" অবকাশে, আমাদের প্রাদেশিক সমিতির হুগলীতে বসিবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু আবার কি মনে করিয়া ‼বিষ্ণুশর্ম্মা 'দ্বিতীয়' বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বলিতেছেন

যে, উত্তম শুক্র বারে নহে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে বসিবে Better late than never.

কনফারেন্স বসিবে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু এটা কোন্ মতে বসিবে—শাক্তমতে, না বৈষ্ণব মতে, অথবা এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় হইবে? এখনও পর্য্যন্ত এ কথাটার সম্বন্ধে কোন তথ্য জানিতে না পারিয়া আমার মত অনেকেরই মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের এই হুগলী সমিতিতে কি শুধু মার্কামারা মডারেটের স্থান হইবে? না, ইহাতে একষ্ট্রীমিষ্টেরাও স্থান পাইবে?

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তোমাদের মান্দ্রাজী বৈঠকে স্বদেশী, বয়কট, জাতীয়শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই হুগলীর বৈঠকে কি সেই "মহাজনের" পন্থাই অনুসৃত হইবে! না সে গুলিকে একটু সম্মানের স্থান প্রদান করা হইবে? বড় আদালতে যে মোকদ্দমা উঠিতে পারে নাই, তাহা কি ছোট আদালতে তুলিবার সাহস কাহারও হইবে? আর যদি বা কাহারও সাহসে কুলায়, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কি এ হেন কনফারেন্সে যোগ দিতে পারিবেন? পল্লীবাসী বুড়ার কথা কয়টীর উত্তর দিতে পারিবে কি?

স্বদেশ

মিঃ এস, পি, সিন্‌হা মহাশয় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় আইন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদে তোমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ, আমিও খুব আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই আনন্দ প্রকাশের একটা বড়ই অসুবিধা প্রথমে হইয়াছিল। কিছু মনে করিও না; তোমরা সংবাদ দিলে—শ্রীযুক্ত এস, পি, সিন্‌হা অমুক পদ পাইলেন। এমন সুখের সংবাদটা দশ জন পল্লীবাসীর নিকট দিবার সময়ে আমি ভারি গোলে পড়িয়াছিলাম, যাহার নিকট বলি, সেই জিজ্ঞাসা করে তিনি কি বাঙ্গালী? তাঁর বাঙ্গালা নাম কি?" তোমার দিব্য সম্পাদক ভায়া, আমি মিঃ সিন্‌হার বাঙ্গালা নাম জানিতাম না, সুতরাং একটু অপ্রস্তুতই হইয়াছিলাম। গ্রামের ছোঁড়াদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও নাম জানিতে পারিলাম না। শেষে এক জন ভদ্র লোক বলিলেন যে মিঃসিন্‌হার বাঙ্গালা নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, নিবাস বীরভূম জেলায়। নামটা জানিতে পারিয়া বড়ই আনন্দ হইল, তিনি যে আমাদের স্বদেশী, স্বজাতি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

---*---

হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে প্রথমেই বিঘাটার মামলা উঠিয়াছিল, তাহা ত শেষ হইয়া গেল। এখন আবার কোনটা উঠিবে? যেটা উঠে উঠুক, তাহার কথাত ভাবিতেছি না। ভাবনা কি জান? হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে উকিল বাবুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে উকিল বাবুদের প্রাপ্তির

কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রধান অসুবিধা হইয়াছে আসামীদিগের। বল দেখি, কয় জন আসামী ব্যারিষ্টার নিয়োগ করিতে পারে? এই ত বিঘাটীর মামলা হইয়া গেল, ছয় জন আসামীর মধ্যে তিন জন আসামী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিল, আর তিন জনের পক্ষে কথা বলিবার এক জন লোকও মিলিল না। তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কেহই দণ্ডায়মান হইলেন না। যদি এই আদালতে উকিলদিগের প্রবেশাধিকার থাকিত, তাহা হইলে এই তিন জনের পক্ষ হইয়া কেহ না কেহ অবশ্য দুইটা কথা বলিতেন। বিশেষ বিচারালয়ে উকিলদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা কি ভাল হইয়াছে?

*

আর এই আলিপুরের বোমার মামলা! বাপরে, এ মোকদ্দমার কি কোন দিন শেষ হইবে না? আর একটা মাস গেলেই এক বৎসর হইবে! উভয় পক্ষের সাক্ষী সাবুদ শেষ হইয়া গেল, মনে করিলাম এত দিনে বুঝি এ মহাসমুদ্রের কূল পাওয়া গেল। ও হরি, কূল কোথায়? মিঃ নর্টন দুই সপ্তাহ বক্তৃতা করিলেন; তাহার পর মিঃ এন বন্দ্যোপাধ্যায় কয় দিন বলিলেন; এখন মিঃ সি, আর, দাসের বক্তৃতা শেষ হইলে আরও দুই চারি জন ব্যারিষ্টার আছেন, তাহার পর এক দল উকিল আছেন; কেহই ছাড়িয়া কথা বলিবেন না। তাহা হইলেই এপ্রিল মাসটা বক্তৃতায় কাটিয়া যাইবে; সুতরাং বোধ হইতেছে সেই যে মাসে যে দিন এই বোমার প্রতিষ্ঠা,

সেই দিনই ইহার বিসর্জ্জন হইবে। যাহা হয় একটা হইয়া গেলেই যে রক্ষা পাওয়া যায়; আসামীরাও বাঁচে, আমরাও বাঁচি; বিনা পয়সায় উকিলেরাও বাঁচেন। তবে অসুবিধা মিঃ নর্টন এণ্ড কোম্পানীর, তাঁহারা যথারীতি প্রচুর দক্ষিণা গৌরীসেনের ভাণ্ডার হইতে পাইতেছেন; আর অসুবিধা তোমাদের, তোমরা মোকদ্দমার বিবরণ দিয়া কাগজের পৃষ্ঠা অনায়াসে বোঝাই করিতেছিলে।

—※—

ভায়া, তোমাদের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তোমরা যাহা বুঝিয়াছ, আমি তাহা মোটেই বুঝি নাই; আমি বুঝিয়াছি যে, ইহা একটী রাজনীতির খেলা। এই দেখ না কেন, এখনও সংস্কারের ব্যাপার বেশ শক্ত হইয়া দাঁড়ায় নাই, ইহার মধ্যেই লর্ড সভায় বেশ হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিয়াছে। কেন বাপু, তোমরা কে বল দেখি? শাসন-সংস্কার হইতেছে আমাদের দেশের, দুই একটা অতি সামান্য অধিকার এই দেশের লোক পাইবে বলিয়া আশা করিতেছে, আর অমনি ঘোর প্রতিবাদ? ভায়া, ও সব রাজনীতির মধ্যে যাইও না, ও সব সংস্কার যেমন হয় হউক, এখন বল দেখি আমাদের এই পল্লীগ্রামগুলির জলাশয় সংস্কারের কি হইবে? আর দুই তিন সপ্তাহ পরে যে তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহার নিবারণের কোন পথ আছে কি না বলিতে পার? শাসন-সংস্কার লইয়া লর্ড মর্লি মিণ্টো বাহাদুরদিগকে থাকিতে দাও, তোমরা ও

হুজুগে নাচিও না। তোমরা আমাদের জলাশয় ও কূপগুলির সংস্কারে মন দাও, আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা কর।

———*———

সম্পাদক ভায়া, একটা বাজে কথা বলি। ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনেক সংবাদপত্রেই, এমন কি তোমাদের "হিতবাদীতে"ও বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, "সুন্দরী পাত্রীর প্রয়োজন।" কথাটা আমি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। সকলেই যদি সুন্দরী পাত্রী চান, তাহা হইলে কি কৃষ্ণকায়া বালিকা আমাদের বিবাহের বাজারে বিকাইবে না? কোন দিন ত এমন বিজ্ঞাপন দেখিলাম না যে, পাত্রীটী সদ্বংশোদ্ভবা হওয়া চাই, গৃহকর্ম্মে নিপুণা হওয়া চাই, শান্ত ও সুশীলা হওয়া চাই; কেবল দেখি "সুন্দরী পাত্রী" "সুন্দরী-পাত্রী।" কেন বাপু কুন্দনন্দিনী বা সূর্য্যমুখী, আয়েশা বা তিলোত্তমা যাহাদের ঘরে নাই, তাহাদের সংসার কি অচল হইয়াছে? তাহারা কি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছে না? আরও একটা কথা, যাঁহারা এই সকল সুন্দরী পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেন, তাঁহারা কার্ত্তিকের নূতন সংস্করণ কি না, সে সংবাদ ত বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে বড়ই বিতৃষ্ণার উদয় হয়। তাই এই বাজে কথাটা বলিলাম।

———*———

ভায়া, এই মাত্র তোমাদের অপরাহ্নের ভগ্নদূত "এম্পায়ার" পাইলাম। কাগজখানি খুলিয়াই একখানি ছবি দেখিলাম,

বৃদ্ধের

শ্বেতাঙ্গ মহারথী ছবিতে দেখাইয়াছেন যে, মিঃ এস, পি, সিন্‌হার মস্তকটা দেহ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া অভ্রভেদী হইয়াছে। কথাটা কি সত্যই তাই? দেখ, এই শ্বেতাঙ্গগুলা এদেশের খাইয়াই মানুষ, অথচ তাহারা কিছুতেই এদেশের ভাল দেখিতে পারে না। কেন বাপু, তোমাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা এক জনও কি ঐ উচ্চ পদটা পান নাই; আর এক জন দেশীয় ভদ্রলোক আজ সেই পদ পাইয়াছেন বলিয়া তোমাদের এত চক্ষুঃশূল হইল কেন? আফিষ আদালতে তোমাদের অনেক কুপোষ্য ত প্রতিপালিত হইতেছে; ডুবারি নামাইলে যাহাদের পেটের ভিতর হইতে এ, বি, সির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না, এমন ধনুর্দ্ধরেরাও শত শত টাকা পাইতেছে; কই তাহাতে ত কেহ কিছু বলে না, আর আজ একটা পদ আমাদের এক জন পাইয়াছেন, তাহাই লইয়া ঠাট্টা তামাসা? ছিঃ! ইতি

১৬ই চৈত্র সোমবার ১৩১৫।

---

(৫২)

সম্পাদক ভায়া,

প্রতি সপ্তাহেই ত "বৃদ্ধের বচন" ছাপিতেছ, কিন্তু তোমার পাঠকগণ কি কেহ বৃদ্ধের কথা পড়িয়া থাকেন? সংবাদটা পাঠাইও, বৃথা কালি কলমের অপব্যয় করা এ বৃদ্ধ বয়সে আর পোষাইয়া উঠিতেছে না।

দেখিতেছি তোমারা 'বজেট লইয়া খুব মাতিয়াছ। বজেটের সার সংগ্রহ তোমাদের কাগজে পড়িলাম; যাহা বুঝিলাম, তাহা আর বলিব না, বলিয়া কোন লাভই নাই; তোমরাই অরণ্যে রোদনটা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পার। বঙ্গীয় বজেটের বক্তৃতাও হইবে, কিন্তু যে প্রকার শুনিতেছি, তাহাতে এ বারে বক্তৃতার আসর খুব জমিবে না। সে দিন যখন বজেটের হিসাব ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হয়, তখন ছোটলাট বেকার বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, "মাননীয়" মহাশয়েরা এবার অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতে পাইবেন না।

---*---

ভায়া, আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের ঐ ব্যবস্থাপক সভায় এক জন মাননীয় হইতাম, তাহা হইলে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি একটা কথাও বলিতাম না। ব্যবস্থাপক সভায় বাক্যব্যয়মাত্রই অনর্থক; যিনি যাহাই বলুন, তাহাতে শ্রবণ-সুখ ব্যতীত আর কোন লাভই নাই; এবার যখন ছোটলাট বাহাদুর সেই শ্রবণসুখেও সকলকে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন, তখন আর বক্তৃতা করিয়া যে লাভ কি, তাহা ত আমি মোটেই বুঝিতে পারি না। তোমাদের "মাননীয়" মহাশয়গণ ছোটলাট বাহাদুরের এই সাবধান বাক্য যদি গ্রহণ না করেন, একেবারে সাতকাণ্ড রামায়ণ খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে ছোটলাটের আদেশে তাঁহাকে অযোধ্যাকাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়াই পালা শেষ করিতে হইবে। কি দুর্ভাগ্য!

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় ডাকাতির দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রহের ফের বোধ হয় কাটিয়া গেল। কিন্তু এখন দেখিতেছি "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা"। তোমাদের কাগজে পাঠ করিলাম পণ্ডিত সামাধ্যায়ীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপরাধটা ত বেশ বুঝিতে পারিলাম না। হাইকোর্টের নূতন আদালত বিশাটি মামলার যে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁহারা দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে যে ব্যাপারের আভাস দেওয়াছিল, তাহা লইয়া আবার নূতন এক নম্বর মামলা রুজু করিবার যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা ত বুঝিতে পারি না। ঐ সকল কথা ধরিয়া পণ্ডিতকে কারাগারে প্রেরণ বা অন্ত কোন দণ্ড প্রয়োগ করিলেই ত গোল মিটিয়া যাইত; নূতন এক নম্বর মামলার কর্ম্মভোগ করিতে হইত না। কি জানি ভায়া, তোমাদের এখনকার আইন আদালতের কথা তোমরাই বলিতে পার। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের অর্ণবযানের সংবাদে প্রয়োজন কি?

তোমাদের কলিকাতা সহরে বসন্তের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; প্রতিদিন অনেক লোক ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনেক পল্লীগ্রামের ছেলে লেখাপড়া করিবার জন্ত কলিকাতায় বাস করিয়া থাকে, তাহাদের অনেকেরই

অভিভাবক কলিকাতায় নাই। এই বসন্তের প্রকোপ দেখিয়া যে প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বালকেরা তাহা করে না। এ অবস্থায় অবিলম্বে স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের কর্ত্তব্য ছিল। তোমরাও ইতঃপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দুই চারি বার বলিয়াছ, এখনও বসন্তের প্রকোপ নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু স্কুল কলেজের কর্ত্তারা ত সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় কর্ত্তারা যেন বলিতে চান "মরে মরুক পরের ছেলে।"

আর একটী নূতন সংবাদ তোমাদের পত্রে পাঠ করিলাম। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা নাকি দোফলা এফ, এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? গণিতের প্রথম প্রশ্নপত্রে অনেক ভ্রম ছিল, ছাত্রেরা তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, কিন্তু যে সমস্ত ছাত্রকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের অসুবিধার কথা কি বিশ্ব-পণ্ডিতগণ এক বার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? অনেক দরিদ্রের ছেলে পরীক্ষা দিয়া থাকে, তাহাদিগকে যে পুনরায় ঢাকা, কলিকাতা, হুগলি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইবে, তাহার খরচের ব্যবস্থা কি বিশ্ব-পণ্ডিতগণ করিবেন?

ম্বদেশের

তোমরা বড় বড় বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাক। ট্রান্সভালে কি হইল, সেই সংবাদ লইয়া তোমরা ব্যস্ত, বিলাতের লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় কি হইল, তাহা জানিবার জন্ম তোমরা পশ্চিম দিকে চাহিয়া বসিয়া আছ; সুতরাং তোমাদের নিকট পল্লীবাসীর দুঃখের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, তাহা জানি। কিন্তু কেমন আমাদের অভ্যাস, আমাদের অভাব অভিযোগের কথা তোমাদের নিকট না বলিয়া থাকিতে পারি না; এই চৈত্র মাস যায় যায় হইল এখনও এক বিন্দু বৃষ্টি হইল না। এ দিকে খাল বিল সমস্ত শুকাইয়া গেল, অন্নকষ্টের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইতেছে; কৈ, তোমরা ত সে কথা মোটেই বল না। এক বার কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আমাদের পল্লীগ্রামে আসিয়া দেখিয়া যাও, জলের অভাবে লোকের কি কষ্ট হইয়াছে। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? দেশনায়কগণ কি পল্লীবাসীর এ হাহাকারে কর্ণপাত করিবেন না? তোমরা একটু ভাল করিয়া বল, দেশের লোককে সকল কথা জানাও, শুধু জেলা বোর্ডের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। ইতি

২৩শে চৈত্র সোমবার ১৩১৫।

(৫৩)

সম্পাদক ভায়া,

দেখিতে দেখিতে আরও একটা বৎসর কাটাইয়া দেওয়া গেল। বড় আশা করে, ১৩১৫ সালের সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম,

আর আজ উহাকে বিদায় দিবার সময় তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এমন দুর্ব্বৎসর বঙ্গ দেশে আর কখন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সেই যে মজঃফরপুরে বোমা বিভ্রাট হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আর এই চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত কত জায়গায় কত বোমা পড়িল, কত বোমা ফাটিল, কত খুন জখম হইল তাহার একটা যদি তালিকা কর, তবে সে তালিকা বড় ছোট হইবে না। মজঃফরপুরে শ্রীমতী কেনেডি, কুমারী কেনেডি, প্রফুল্লচাকী, ক্ষুদিরাম; আলিপুর জেলখানার নরেন্দ্র গোস্বামী, কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ; তারপর মজঃফরপুরের জের নন্দলাল, আলিপুরের সরকারি উকিল আশুবাবু, এবং তাঁহার হত্যাকারী চারুচন্দ্র আপাততঃ এই দশজনকে অকালে ইহধাম হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। ইহার উপর সিডিশন, ডাকাতি ও বোমার মামলার আসামীদের সংখ্যাও বড় অল্প হইবে না।

ভায়া, তোমরা সম্ভবতঃ এই বারের সাপ্তাহিক হিতবাদীতে চিরন্তন প্রথা অনুসারে বর্ষ-সমালোচনা করিবে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, অন্যান্য বৎসরে তোমরা এই বর্ষ-সমালোচনায় যেরূপ ঘটনাকে গুরুতর মনে করিয়া উল্লেখ কর, এ বার যদি সেইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের ঐ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি সাপ্তাহিকের চারি পৃষ্ঠাতেও স্থান সঙ্কুলান হইবে না। সুতরাং এই সময় হইতে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, বুঝিয়া সুঝিয়া ঘটনাবলীর উল্লেখ করিও।

অত্যন্ত গুরুতর ঘটনারও যদি কেবল উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হও, তাহা হইলেও ৬।৭ স্তম্ভে স্থান সঙ্কুলান করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। অন্যান্য বৎসরে তোমরা ঘটনা-অরণ্যের অনেক এরণ্ডকে মহাদ্রুম বলিয়া বর্ণনা কর, কিন্তু এবার সত্য সত্যই অনেক মহাদ্রুমকে এরণ্ড করিয়া লইতে হইবে।

---*---

আমি ১৩১৫ সালের সমালোচনা করিতেছি না যে, যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা করিব। সেটা তোমরা সাপ্তাহিকে করিও। আমি বলিতেছিলাম যে, গত বৈশাখ মাসে আমরা হাসিমুখে এই বৎসরের সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, আর আজ—এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতে করিতে ১৩১৫ সালকে বিদায় দিতেছি। ১৩১৫ অতীতের গর্ভে বিলীন হইল সত্য, কিন্তু বঙ্গবাসীর বিস্মৃতি-সাগরে তাহা কখনই নিমগ্ন হইবে না। যখনই এই দুর্ব্বৎসরের কথা বঙ্গবাসীর স্মৃতিপথে পতিত হইবে, তখনই বাঙ্গালী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিবে "ওঃ কি দুর্ব্বৎসরই গিয়াছে" লোকে কথায় বলে—"এস লক্ষ্মী যাও বালাই।" ১৩১৫ সালকে লক্ষ্মী বলিয়া সমাদরে আহ্বান করিয়া আজ বালাই বলিয়া বিদায় দিতে হইল, ইহাই দুঃখ।

---*---

মান্দ্রাজ হাইকোর্টে কারুর সিডিশনের মামলার, এতদিন পরে সুমীমাংসা হইল দেখিয়া এই বৃদ্ধের মনে অত্যন্ত আনন্দের

উদর হইয়াছে ; এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবাসীকে কেন উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিতে অনিচ্ছুক তাহা বুঝিতে পারিলে? শ্রীযুক্ত শঙ্কর নায়ার মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজের পদে কোন্ গুণে যে বসিয়াছেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। কনষ্টেবলের কথায় যিনি অবিশ্বাস করেন, তিনি খবরের কাগজের সম্পাদক না হইয়া হাইকোর্টের জজ হইলেন কেন? দেখ দেখি, বিচারপতি বেনসন কেমন সুন্দর অভিমত প্রকাশ করিলেন! তৃতীয় বিচারপতি ওয়ালিসকে বেনসনের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। আসামী কৃষ্ণস্বামীর বক্তৃতা যে দুই জন কনষ্টেবল লিখিয়া লইয়াছিল, তাহারা অশিক্ষিতই হউক, আর যাহাই হউক, তাহারা যে ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিনিধি-স্বরূপ, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ পুলিশ এ দেশের লোকের "মা বাপ।" পিতা মাতা কখনও পুত্রের অশুভ কামনা করিতে পারেন না। অতএব কনষ্টেবলদ্বয় কৃষ্ণস্বামীর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রথমাবধি কার্য্য করিয়াছিল, বিচারপতি শঙ্কর নায়ার এ কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। বিড়ম্বনা কি সামান্য!

বজেটের পালা শেষ হইয়া গেল, এখন তোমরা যত পার বজেট আলোচনা করিতে থাক, কিন্তু একটা বিষয়ে তোমরা কেহ উচ্চবাচ্য কর নাই কেন? বোধ হয় কর্ত্তারা সেই গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তোমরা ভুলিয়া

থাকিলে চলিবে কেন? রাজপুরুষদিগের অমন ভুলভ্রান্তি হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের ভুলভ্রান্তির মার্জ্জনা নাই। এই দেখ না কেন, মেদিনীপুরের বোমার মামলায় কত বড় বড় লোককে প্রথমে আসামী করিয়া পরে রাজপুরুষগণ "মুছে ফেল" করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কেও প্রথমে ধরিয়া পরে "মুছে ফেল" বলিয়া রাজপুরুষগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তোমরা যদি সংবাদপত্রে ভুলক্রমে একটা সিডিশন করিয়া ফেল, তাহা হইলে কি তোমরা, "মুছে ফেল" বলিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে? তাই বলিতেছিলাম যে, রাজপুরুষদের ভুলভ্রান্তি মার্জ্জনীয়। এখন কাজের কথা বলি, এই বজেটে ত সকল বিষয়েরই হিসাব দেখিলাম, কিন্তু বোমার মামলার এবং প্রজার অসন্তোষ দমনে আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার ত কোন উচ্চবাচ্য দেখিলাম না। বজেটের এই ভ্রম সংশোধন আবশ্যক।

ছোটলাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে বাক্‌সংযত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি সত্য সত্যই বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বে-সরকারি সদস্য মহাশয়গণের অধিকারের মধ্যেত কিঞ্চিৎ বাক্যব্যয়, আর লাভের মধ্যে নামের পূর্ব্বে "মাননীয়।" এখন ছোটলাট বাহাদুর যদি সেই বাক্যব্যয়ের অধিকারটা সঙ্কোচ করিয়া দেন, তাহা হইলে আর বেচারাদের অবশিষ্ট কি থাকে? কিন্তু ভায়া বলিতে কি, ছোটলাটের বক্তৃতা পাঠ

করিয়া আমার পূর্ব্ব ধারণা দূর হইয়াছে। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের মতে আগামী বৎসরে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে, সেই সভার সদস্যগণকে নানা কারণে বাধ্য হইয়া অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইবে। সেই জন্য দূরদর্শী ছোটলাট বাহাদুর এখন হইতেই সদস্যদিগকে লইয়া রিহার্শ্যাল দিয়া রাখিতেছেন। অবধারিত বিষয়ের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

-*-

রোগই বল আর ভোগই বল, প্রথম প্রথম উহা বড়ই তীব্র ও অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার সহিত কিছু দিনের ঘনিষ্ঠতা হইলে আর উহার তীব্রতা অনুভব করা যায় না। যে দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না, সেই দেশে যদি এক বার দুর্ভিক্ষ কি অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামান্য প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই নিত্য দুর্ভিক্ষের যুগে রাজপুরুষগণও দুর্ভিক্ষের নামে এখন আর বিচলিত হন না; আমরাও দুর্ভিক্ষের নামে ভীত হই না। তাঁহারা জানেন, দুর্ভিক্ষ হইলে রিলিফ ওয়ার্ক খুলিবেন, ডিস্প্যাচ লিখিবেন, আর আমরা জানি যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সুতরাং আমাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। তবে নিতান্ত যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য আছে, সে কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। কেবল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে আমরা এইরূপ নির্ভীক

হইয়াছি তাহা নহে। প্লেগ বল, খানাতল্লাসী বল, নির্ব্বাসন বল, হাজতবাস বল সকল বিষয়েই বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত ভয়ভাঙ্গা হইয়াছে। এখন লোকে খানাতল্লাসীর নামে আর ভয়ে বিবর্ণ হয় না, প্লেগের নামে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করেন, নির্ব্বাসন বা ওয়ারেণ্টের নামে আত্মগোপন করে না; এ সকল বাঙ্গালীর এখন নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছে।

---*---

ভায়া, একটা কথা শুনিলাম, কোন প্রদেশের রাজপুরুষেরা নাকি ঘোষ ও বসু উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর বড়ই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শুনিলাম, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বসু, প্রভৃতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রাজরোষে পতিত বসু ও ঘোষ উপাধিধারীদিগের সহিত অনুরূপ উপাধিধারী রাজপুরুষগণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এখন তাহারই অনুসন্ধান হইতেছে। কথাটা সত্য কি?

---*---

এ বৎসরের মত আমার লেখনী বন্ধ করিয়া তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যদি মরিয়া না যাই অথবা নির্ব্বাসিত না হই, তাহা হইলে আগামী বৎসরের প্রথমেই শুভ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার শুভাশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। দুর্ব্বৎসরের শেষে বিষণ্ণ হৃদয়ে বৃদ্ধ তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিতেছেন। তোমরা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা করিয়া এখন হাসিমুখে বিদায় দাও। ইতি।

।৩১শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩১৫।

---

(৫৪)

সম্পাদক ভায়া,

শুভ নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দেশের মঙ্গল চেষ্টা কর বলিয়া আমরাও সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হউক, চেষ্টা সার্থক হউক।

১৩১৫ সাল অতীত হইল;এই অতীত বৎসরকে সকলেই দুর্ব্বৎসর বলিতেছে। আমাকে শুভাশুভের একটা তালিকা তুলিয়া দেখাইয়া দিতে পার কি যে, ১৩১৫ সাল কাহার পক্ষে শুভ এবং কাহার পক্ষে অশুভ হইয়াছে? আমি একটা মোটামুটি রকম তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তোমাদের অবগতির জন্য, সেই তালিকাটি প্রকাশ করিলাম, যদি ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে ভুলটা দেখাইয়া দিও।

প্রথম দফায় ধর—রাজা ও রাজপুরুষ। ইঁহাদের পক্ষে ১৩১৫ সাল যে দুর্ব্বৎসররূপে আসিয়াছিল, তাহাত আমার বোধ হয় না। রাজপুরুষগণের মধ্যে, ১৩১৫ সাল যদি কাহারও পক্ষে দুর্ব্বৎসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বোম্বায়ের লাট স্যার জর্জ্জ ক্লার্কের পক্ষে; কারণ, এই বৎসরে তিনি কলত্র-দুহিতৃ-বিয়োগে কাতর হইয়াছেন। এই এক জন ব্যতীত, আমিত আর কোন রাজপুরুষের পক্ষে ১৩১৫ সালকে দুর্ব্বৎসর বলিয়া মনে করি না। ১৩১৫ সাল স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের পক্ষে অত্যন্ত সু-বৎসরই ছিল, নচেৎ তিনি তিন চারিবার আততায়ীর হস্তে রক্ষা পাইলেন কিরূপে? শাসন-সংস্কারের ব্যাপারে বড়লাট এবং লর্ড মর্লি ভারতবাসীর প্রীতিভাজন হইয়াছেন, সুতরাং ১৩১৫ সাল কখনই তাঁহাদের পক্ষে দুর্ব্বৎসর নহে। বোমার ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতে ইংরাজের রাজত্ব বজায় রহিল, ইহা অপেক্ষা রাজার পক্ষে সু-সংবাদ আর কি আছে? সুতরাং রাজার পক্ষেও ১৩১৫ সাল সু-বৎসর। রাজা ও রাজপুরুষগণের পক্ষে যে ১৩১৫ সাল দুর্ব্বৎসর নহে, তাহা বুঝিতে পারিলে ত? তাহার পর অন্যান্য পক্ষের কথা ধর। শ্রীমান নর্টন বাবাজীবনের পক্ষে ১৩১৫ সালের ন্যায় সুবৎসর আর কখনও হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীমান সত্যপ্রসন্ন সিংহ বড়লাটের মন্ত্রী হইয়াছেন, বিপিনকৃষ্ণ বাবু মধ্যভারতের জুডিশ্যাল কমিশনার হইয়াছেন, লালমোহন দাস হাইকোর্টের পাকা বিচারপতি হইয়াছেন, দুর্ব্বৎসর হইলে কি কখনও এরূপ হয়? পুলিশের

বিনোদবিহারী ও "মিরারের" নরেন সেন রায় বাহাদুর হইলেন, নায়কের পাঁচকড়ি ভায়ার পত্নী-বিয়োগ হইল, এ সকল কি সু-বৎসরের লক্ষণ নহে? পত্নী-বিয়োগ শ্বেতাঙ্গ স্যার জর্জ্জ-ক্লার্কের পক্ষে গুরুতর বিষাদের বিষয় হইলেও বাঙ্গালী পাঁচকড়ি ভায়ার পক্ষে নহে, কেন না বাঙ্গলা দেশে প্রবাদ আছে, ভাগ্যবানেরই পত্নীবিয়োগ হয়, সুতরাং ১৩১৫ সাল পাঁচকড়ি ভায়ার পক্ষে সুবৎসর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান বৎসরটাও যে ভায়ার পক্ষে সুবৎসর হইবে, সে দিন ভায়া স্বয়ং "নায়কে" তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। নব-বর্ষে "মেষের পত্নীলাভ" হইবে, "নায়ক" গণনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

সুবৎসরের হিসাব এখনও শেষ হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের অধিবাসীদিগের অদৃষ্টে পিউনিটিব পুলিশ লাভ হইয়াছে। এটাকে তোমরা ক্ষতি বলিয়া মনে কর কেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। লোকে ধনবান্ হইলে নিজ বাটীতে বিশ পঁচিশ জন দ্বারবান্ রাখিতে পারে, কিন্তু দিবারাত্রি পাহারা দিবার জন্য কেহ মনে করিলেই কি পুলিশ বসাইতে পারে? গ্রামবাসীরা বিনা চেষ্টায়, এমন কি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সেই পুলিশ পাইয়াছে, ইহাতে ত আমি অসন্তোষের কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যে তোমাদের আপত্তি করা, চীৎকার করা একটা বদ অভ্যাস

হইয়াছে, তাই তোমরা পিউনিটিব পুলিশের নাম শুনিলেই অমনি গণ্ডগোল বাধাও। ছিঃ! অগ্রে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লাভালাভের বিচার করিয়া দেখ, তাহার পর যাহা বলিতে হয় বলিও।

পিউনিটিব পুলিশের নামে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আগড়পাড়ার নিকটে নাকি আবার দুইটা বোমা দেখা দিয়াছে? তন্মধ্যে একটা ফাটিয়াছে, আর একটা ফাটিবার অবসর পায় নাই। গবর্ণমেণ্ট এজন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। যদি কোন পুলিশ কর্ম্মচারীও এই বোমার বা বোমা নিক্ষেপকারীর কোন সন্ধান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিও ঐ পুরস্কার পাইবেন, বলাই বাহুল্য। কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীরা কেন পুরস্কার পাইবেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়াদিতে পার? বোমা নিক্ষেপকারীর অনুসন্ধান করা কি পুলিশের কর্ত্তব্য নহে? শুনিয়াছি জাপানের কোন বিদ্যালয়েই প্রতিভাশালী ছাত্রকে কোনরূপ পুরস্কার দেওয়া হয় না। জাপানী রাজপুরুষগণ বলেন যে, বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক ছাত্রের কর্ত্তব্য, সে জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিব কেন? বুদ্ধিমান ছাত্রকে যদি পুরস্কার দিতে হয়, তাহা হইলে ত পতিব্রতা স্ত্রীকে, পিতৃভক্ত পুত্রকে, সন্তান বৎসলা জননীকেও কর্ত্তব্য পালনের জন্য পুরস্কার দিতে হয়। আমার বোধ হয় এ দেশের কর্ত্তৃপক্ষরা যদি এ রূপ ব্যবস্থা করেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ বোমা নিক্ষেপ-

কারীর সন্ধান করিয়া দিলে তাহাকে ঐ পুরস্কার প্রদান করা হইবে, তাহা হইলেই ভাল হয়। কর্ত্তব্যপালনের জন্য পুলিশকে পুরস্কৃত করিলে ফলে এই দাঁড়াইবে যে, পুলিশ পুরস্কারের সম্ভাবনা না দেখিলে আর কর্ত্তব্য পালনে হস্তক্ষেপ করিবে না।

---*---

সে দিন আগড়পাড়া ষ্টেসনের নিকটে রেল পথের উপর যে বোমাটা পাওয়া গিয়াছে সেটা নাকি ভোর রাত্রিতে অর্থাৎ চারিটার পর কেহ রেলের উপর রাখিয়া গিয়া থাকিবে, কর্ত্তৃপক্ষ এই রূপ অনুমান করিতেছেন। পিউনিটিব পুলিশ অপরাহ্ন চারিটার পর হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত রেলপথে পাহারা দেয়। ১টার পর যদি কেহ রেলপথে বোমা রাখিয়া পলায়ন করে, তবে সে জন্য পিউনিটিব পুলিশ দায়ী নহে। ঠিক কথা; রাত্রি ১টার পর হইতে প্রত্যেক গ্রামবাসীর রেলপথে পাহারা দেওয়া কর্ত্তব্য। হতভাগারা এই কর্ত্তব্য পালন করে নাই বলিয়াই ত তাহাদের স্কন্ধে পিউনিটিব পুলিশ চাপান হইল। পিউনিটিব পুলিশ রেলপথে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা পাহারাই দিবে, বোমা নিক্ষেপকারীকে তাহারা ধরিয়া দিবে তাহাদের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সে জন্য সে দিন সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে যে বোমা পড়িয়াছিল, পুলিশ তাহার নিক্ষেপকারীকে ধরে নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বোমাটি অপর একখানি গাড়ী হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই জন্য পুলিশ

তাহাদের কোন কিনারা করিতে পারে নাই, কিন্তু গ্রামবাসীদের ত তাহার কিনারা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহারা কেন নৈহাটি কিংবা শ্যামনগর ষ্টেসনে গমন পূর্ব্বক প্রত্যেক যাত্রীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল না যে, কাহারও নিকট বোমা আছে কি না? গ্রাম হইতে দূরবর্ত্তী কোন ষ্টেসনে গিয়া যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিতে পারিবে না, রাত্রী ১টার পর রেলপথের পার্শ্বস্থিত বাঁশবনে বোমার অনুসন্ধান করিতে পারিবে না, অথচ পিউনিটিব পুলিশ স্কন্ধে ভর করিলে গণ্ডগোল করিতে থাকিবে! আব্দার আর কি?

*

গবর্ণমেণ্ট এত লোককে নির্ব্বাসিত করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার বর্ণমালা হইতে "ব" অক্ষরটাকে নির্ব্বাসিত করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি? আমার বোধ হয় বাঙ্গালার "ব" না থাকিলে, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, বিপ্লব, বসন্ত, বিস্‌চিকা, বিউবোনিক প্লেগ, বোমা, বারীন্দ্র, বীরেন্দ্র প্রভৃতি কিছুই থাকিত না। হিসাব করিয়া দেখ দেখি বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর বরিশাল ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গে কি বিষম বিপ্লবই উপস্থিত হইয়াছে। "বাবু" শব্দ ত শ্বেতাঙ্গ সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। "বন্দেমাতরম্," "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার," "বঙ্গবাসী," "বসুমতী," এমন কি মাঝে থাকিয়া তোমাদের "হিতবাদীও" শ্বেতাঙ্গ সমাজের মতে রাজবিদ্বেষ প্রচারক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এই "ব"টাই বঙ্গদেশের বালাই। তোমরা যদি

ওটাকে বঙ্গীয় বর্ণমালা হইতে বিদায় করিতে পার ত সব গোলমাল চুকিয়া যায়।

ভায়া, তোমরা ত অনেক সংবাদই রাখ, সেদিন সিংহ ভায়াকে প্রীতিভোজ দিবার জন্য টাউন হলে যে খানার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেটা স্বদেশী হিসাবে হইয়াছিল না বিদেশী হিসাবে হইয়াছিল, তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পার? ভোজ সভার সভ্যের তালিকায় অনেকগুলি খাঁটি স্বদেশীর নাম দেখিলাম বলিয়াই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি কাহারও নাম করিতেছি না, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ইঙ্গিত করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে কথাটা জানিয়া রাখা ভাল।

আলিপুরের বোমার মামলার রায় প্রকাশ করিতে এক মাস সময় লাগিবে শুনিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমি ত বিস্ময়ের বিষয় কিছুই দেখি না। এত বড় মোকদ্দমার রায় যদি জজ সাহেব এক মাসে লিখিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে বাহাদুর বলিয়া মনে করি। দায়রার মোকদ্দমাতেই যখন চারি মাসের অধিক সময় লাগিয়াছে, তখন রায় লিখিতে অন্ততঃ দুই মাস এবং রায় পাঠ করিতেও ১৫ দিন সময় অতিবাহিত হওয়া উচিত। একটা জনরব শুনিলাম যে, জজ সাহেব নাকি রায় লিখিবার জন্য হিমানীমণ্ডিত হিমালয় শিখরে গমন করিয়াছেন। কলিকাতায় গরমে বসিয়া রায় লেখা অসম্ভব,

তাই মিঃ বিচক্রফট দার্জ্জিলিঙে বসিয়া রায় লিখিবেন। কথাটা কি সত্য? ইতি।

৬ই বৈশাখ সোমবার ১৩১৬।

---

(৫৫)

সম্পাদক ভায়া,

সংবাদপত্রে আলিপুরের বোমার মামলা প্রত্যহ পাঠ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কতদিনে এই মামলার বিবরণ পাঠের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিব, কেবল তাহাই ভাবিতাম। প্রত্যহ মনে করিতাম, এই মামলার বিবরণ আর পাঠ করিব না। কিন্তু কেমন নেশা, কাগজখানা হাতে লইয়াই প্রথমে আলিপুরের বোমার মামলার উপর নজর দিতে হয়। কোন্ সাক্ষী কি বলিলেন, কোন্ সাক্ষী জেরায় কি রূপ গোলযোগ করিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইত। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আগ্রহ সহকারে বোমার মামলা পাঠ করিতাম। অমি মনে করিয়াছিলাম যে, মামলার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত না হইলে এই নেশা আপনা-আপনি কাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সে আশা ফলবতী হইল না। বোমার মামলা এক মাসের জন্য স্থগিত রহিল বটে, কিন্তু এই

এক মাসের মধ্যে মোড়লের ডাকাতি, বাহ্বার ডাকাতি, প্রভৃতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

—————*—————

এই মামলায় পড়িয়া কেবল যে ৩০।৩৫ জন ভদ্রসন্তানের সুদীর্ঘ কাল হাজতবাস লাভ হইয়াছে তাহা নহে, এসেসার মহাশয়েরাও চারি মাস কালের উপর এসেসারি করিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছেন। এক শত পঁচিশ দিন ধরিয়া একটা মোকদ্দমার জুরিগিরি অথবা এসেসারগিরি করার যে কি সুখ, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না। বহুকাল পূর্ব্বে আমি একবার একটা ডাকাতি মামলায় জুরিগিরি করিয়াছিলাম। দশ বারদিন ধরিয়া আমাকে আদালতে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে আমি একদিন জজ সাহেবকে বলিলাম "ধর্ম্মাবতার, আমাকে এই জুরিগিরি হইতে অব্যাহতি দিয়া আসামী শ্রেণীভুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক। আমি কাঠগড়ার ভিতর কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও বসিয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।" সৌভাগ্যের বিষয়—সেই দিনই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইল, আমি আসামীশ্রেণীভুক্ত না হইয়াই জুরিগিরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। ১০।১২ দিনে আমার যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়াই আমি আলিপুরের বোমার মামলার এসেসারদিগের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। আশা করি এসেসরযুগল এই মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।

বোমার মামলার পাঠকগণের দুর্দ্দশাও বড় কম নহে। যে মোকদ্দমায় ৩০।৩৫ জন আসামী, দুই তিন শত সাক্ষী, হাজার হাজার একজিবিট, ডজন ডজন উকিল ব্যারিষ্টার, সেই মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিয়া প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা কয় জন মনে করিয়া রাখিতে পারে? জজ সাহেব, এসেসর এবং উকিল ব্যারিষ্টারগণ নোট লিখিয়া লইয়া তবে ঘটনাগুলি মনে করিয়া রাখেন। কিন্তু পাঠকগণ ত আর নোট লিখিয়া সংবাদপত্র পাঠ করেন না যে, আগাগোড়া তাঁহাদের নখদর্পণে থাকিবে? তাই বলিতেছিলাম যে নেশায় পড়িয়া বোমার মামলার বিবরণ পাঠ করি সত্য, কিন্তু এই পাঠের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি।

ভায়া, এখন কলিকাতার ডাক্তার, কবিরাজ ও পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাদিগের অনুগ্রহে আমাদের একটা ব্যয় বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন আর প্রতি বৎসর "নূতন পঞ্জিকা" ক্রয় করিতে হয় না; চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ৫।৭ খানি "নূতন পঞ্জিকা" বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। পঞ্জিকা প্রকাশক-গণের উপকারার্থে আমি একটা নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি। যদি তাঁহারা পঞ্জিকার ন্যায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত করিয়া এই রূপে বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় অনেক দরিদ্র বিশেষ উপকার বোধ করেন।

ছেলেদের অর্থাৎ শ্রীমান পৌত্র এবং দৌহিত্র ভায়াদের পাঠ্য পুস্তক কিনিতে কিনিতে দেউলিয়া হইবার মত হইয়াছি। সে কালে, অর্থাৎ এখনকার ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এক খানা পাঠ্য পুস্তক কত বৎসর ধরিয়াই পঠিত হইত, গরিবের ছেলেরা পুরাতন পুস্তক চাহিয়া লইয়া পাঠ করিত ; কিন্তু এখন আর তাহা হইবার যো নাই। এখন পাঠ্য পুস্তক "নব রে নব নিতুই নব।" যদি ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা দয়া না করেন, তাহা হইলে গরিবের ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

---*---

অনেক প্রকার মামলা মোকদ্দমার,প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার সম্মুখে থাকিয়া স্বদেশী শিখণ্ডীর কার্য্য করিতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, স্বদেশী, কন্দর্প ঠাকুরের সারথ্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তোমাদের কাগজেই "মজার মোকদ্দমা" পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন নাগাদ গরু চুরি—ইস্তক মেয়ে চুরি, সবই স্বদেশীর অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। যে রূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অতঃপর স্বদেশী মামলার নাম শুনিলেই লোকে ভাবিবে, ইহার মধ্যে হয় পারিবারিক কলহ, না হয় উৎকোচ, নতুবা আদিরস ঘটিত কিছু রহস্য আছে। স্বদেশী আন্দোলনটার মধ্যে অবৈধ কিছু না থাকিলেও ভবিষ্যতে "স্বদেশী" পিনাল-কোডের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বোধ হয়। পাঁচ জনে মিলিয়া স্বদেশীকে সত্যসত্যই একটা

মহা-ফৌজদারী কাণ্ডে পরিণত করিতে বসিয়াছে। কাজটা বড়ই অন্যায় হইতেছে সন্দেহ নাই। ইতি।

১৩ই বৈশাখ সোমবার ১৩১৬।

---

(৫৬)

সম্পাদক ভায়া,

তোমাদিগকে কি যে লিখিব তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। লিখিবার যে কথা নাই তাহা নহে; আমাদের দুঃখের কথা অনন্ত, কিন্তু যাঁহাদের জন্য লিখিব তাঁহারা সকল কথা ভাবিয়া দেখেন কি না, এ সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

এই দেখ না কেন, পল্লীগ্রামের জলকষ্টের কথা আমি কি কম বলিয়াছি, তোমরাও অবসরমত দুই এক কথা যে না বলিয়াছ তাহা নহে; কিন্তু কৈ, পল্লীবাসীর জলকষ্ট দূর করিবার জন্য তোমাদিগের দেশ নায়কগণ কিছু করিতে অগ্রসর হইয়াছেন কি? তোমরা কোন চেষ্টা করিয়াছ কি? জানি তোমাদের সহস্রকাজ, তোমাদের পৃথিবীর সংবাদ দিতে হয়, পৃথিবীর অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু পল্লীবাসীর জলকষ্টের কথা কি সেই সহস্র কথার একটা কথাও হইবে না?

বচন

দেখ ভায়া, তোমরা সহরে বসিয়া দেশের অবস্থা যাহা ভাব বা যাহা শোন, প্রকৃত পক্ষে কি দেশের অবস্থা তাই? তোমরা বড় বড় কথা লইয়া গভীর গবেষণা কর, তোমরা উচ্চ রাজনীতিক আলোচনার দিশেহারা হইয়া যাও; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশের দশের কথা কি তোমাদের সর্ব্ব প্রধান কথা হওয়া উচিত নহে? এই যে জলকষ্টের আর্ত্তনাদ, এই যে ম্যালেরিয়ায় হাহাকার, এই যে দুর্ম্মূল্যের জন্য ক্রন্দন, এ সকল কি ভাবিবার বিষয় নহে?

আমি বুড়া মানুষ, আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কাহার কথা অধিক চিন্তা কর। দেশের মুষ্টিমের লোক কি দেশের সর্ব্বস্ব? তাহা ভাবিও না ভায়া! দেশ দশের; সেই দশ জনের দিকে না চাহিলে, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, দেশের কল্যাণ কিছুতেই হইবে না। তোমরা গল্পে, পদ্যে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় "ভাই ভাই" মন্ত্র প্রচার করিয়া থাক, কিন্তু দরিদ্র কৃষককে কি কোন দিন "ভাই" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ? তাহার জীর্ণ কুটীর দ্বারে কখনও কি উপস্থিত হইয়াছ? তাহার হৃদয়-ভেদী দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া কি কোন দিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছ? অথচ তোমরা নাকি লোকনায়ক? তোমরা নাকি ঘোর স্বদেশহিতৈষী? রাগ করিও না সম্পাদক ভায়া, বড় দুঃখেই কথা কয়টী বলিলাম। বুড়ার কথায় রাগ করিতে নাই।

ও সকল কথা থাক্। সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ করিতেছি, তোমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নাকি ট্যাক্স বড়ই বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন এবং তার জন্য কলিকাতার করদাতৃগণ নাকি ভারি খাপ্পা হইয়াছেন? অবশ্য বেশী পয়সা দিতে হইলেই সকলেরই কষ্টও হয়, রাগও হয়। কিন্তু আমি এই ট্যাক্স বৃদ্ধিতে আপত্তি করিতে প্রস্তুত নহি। রাজধানীতে বাস করিবে, কলের জল খাইবে, গ্যাসের আলো ভোগ করিবে, ট্রাম মোটর চড়িবে, বিজলীর হাওয়া খাইবে, আরও কত কি করিবে অথচ ট্যাক্স দিবার সময় হইলেই নাকে কাঁদিবে! মিউনিসিপালিটি তোমার সুখের জন্য, তোমার বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এত যে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে পয়সা লাগে না? তোমাদের জন্যই ত এত বড় একটা মিউনিসিপাল আফিস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে টাকা খরচ হয় নাই? তোমার বাড়ীতে বেশী জল ব্যয় হইতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য নিশাচর কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পয়সা লাগে না? তোমর চৌরঙ্গীর রাস্তাগুলির পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইলে, ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না? এ সকল টাকা কোথা হইতে আসিবে? তোমাদের দেখিতেছি সুখটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে।

এই অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধিটা আমি আরও এক কারণে অনুমোদন করি। আমি ত দেখিতে পাইতেছি, আমাদের দেশের

যার দু'পয়সা আয় হইতেছে,সেই কলিকাতায় যাইয়া ঘর বাঁধিতেছে, সেই পল্লীগৃহের, প্রতিবেশীর, পিতৃপিতামহের নামের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইতেছে। ফলে পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বাড়িতেছে। এ অবস্থায় যদি কলিকাতার ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে পাঁচহাজারী সাতহাজারীরা আর কলিকাতায় ঘর বাঁধিতে যাইবে না। আর যাহারা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহারাও বাড়ী ভাড়ার ভয়ে, ৫০ টাকা বেতনের উপর নির্ভর করিয়া মাতা ভগিনীকে পল্লীগ্রামে ফেলিয়া কেবল গৃহিণী ও পুত্র কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় বাসা বাঁধিবে না। সুতরাং পল্লীগ্রামের উন্নতি হইবে। ম্যালেরিয়া, জলকষ্ট প্রভৃতির দিকে বাবুদের দৃষ্টি পড়িবে। এই হেতু কলিকাতা সহরের ট্যাক্স বৃদ্ধির আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

বাঙ্গালার ছোট লাট সার বেকার হুকুম দিয়াছেন যে; বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা গ্রীষ্মের কয়মাস দার্জ্জিলিঙ্গে কাটাইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে। ইহাতে নাকি সরকারে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। তোমরা সাধু কার্য্যের জন্য ছোট লাট বাহাদুরের প্রশংসাবাদ করিয়াছ। আমি ত তোমাদের প্রশংসার কোন কারণ দেখিতে পাই না; ছোটলাট বাহাদুর কাজটা কি ভাল করিয়াছেন? আহা! বেচারীরা বৎসরের মধ্যে কেবল

অতি সামান্য পাঁচ ছয় মাস একটু শান্তিতে বাস করিত; একটু স্ফূর্ত্তি করিত, তাহাও ছোট লাটের সহিল না, তিনি বেচারীদের নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিলেন। দেখ ভায়া কাজটা সত্য সত্যই ভাল হয় নাই। এই শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষদিগের মাথা ত চব্বিশ ঘণ্টাই গরম হইয়া আছে; তাহার পর যদি বা মাস কয়েক দার্জিলিঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসে থাকিয়া মাথাটা একটু শীতল করিতেন, এখন তাহাও হইবে না। লোকগুলা যে ক্ষেপিয়া উঠিবে। তাহাতে কি দেশের কল্যাণ হইবে? পাঁচ লক্ষ টাকা বাঁচিবে বলিয়াই তোমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ, ভবিষ্যতের ফলটার কথা ত ভাব নাই। ইতি।

২০শে বৈশাখ সোমবার ১৩১৬।

---

(৬৭)

সম্পাদক ভায়া,

বোমার মামলার আলিপুরের পালা শেষ হইল, দেশের লোকেও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তোমরা এই মামলা উপলক্ষে বেশ আরামে কাগজ পূরাইতেছিলে, সুতরাং তোমরা যদি বলিতে যে, মামলা শেষ হওয়াতে তোমরাও বাঁচিলে, তাহা হইলে বোধ হয় লোকে সহজে তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখন আর লোকে

তোমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবে না। কারণ শ্রীমান নর্টন বাবাজীবন সে বিষয়ে তোমাদের জন্য চূড়ান্ত নজীর স্বরূপ হইয়াছেন।

———*———

শ্রীমান বাবাজীবন "এম্পায়ারের" প্রতিনিধির সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিয়াছেন যে, এই মামলাটা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে বলিয়া তিনিও দুঃখিত। আরও পূর্ব্বে মামলার নিষ্পত্তি হইলে তিনি সুখী হইতেন। অর্থাৎ মামলা অধিক দিন ধরিয়া চলাতে যদি কাহারও লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমে লাভবান হইয়াছেন শ্রীমান নর্টন এবং দ্বিতীয় লাভবান হইয়াছে তোমাদের সংবাদ পত্রের দল! তা শ্রীমান যখন বলিয়াছেন যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়াতে তিনি সুখী হইয়াছেন, এবং সকলকে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিতে হইবে, তখন তোমাদের কথাতেও লোকের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

———*———

শ্রীমান নর্টন বাবাজীবন যে তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু, তাহা বোধ করি তোমরা এইবারে বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। যে সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া অরবিন্দ বাবুর অপরাধ আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহার মূল্য কিরূপ তাহা ত দেখিলে? বিচারকও স্পষ্টই ঐ সকল প্রমাণকে অসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া অরবিন্দ বাবুকে নিরপরাধ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমান নর্টন তোমাদের এতই শুভাকাঙ্ক্ষী

যে, পাছে অরবিন্দ বাবু অব্যাহতি লাভ করেন, সে জন্য তিনি ঐ সকল প্রমাণ লইয়া প্রাণপণে বাগযুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে, অরবিন্দ বাবুর অদৃষ্টে দুঃখ আছে কিনা, তাই বিচারক তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আলিপুরের জেলে অরবিন্দ বাবু বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন, ভাতের ভাবনা ভাবিতে হইত না। কিন্তু এখন কি তাঁহার অদৃষ্টে সে রাজভোগ জুটিবে?

শ্রীমান নর্টনের ভারতপ্রীতির আর একটা পরিচয় তোমাদের মনে আছে ত? চন্দননগরের চারুচন্দ্রকে যখন হাইকোর্ট হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, তখন শ্রীমান বলিলেন "চারুচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, লোকটা আসল খুনে, মজঃফরপুরের কাণ্ডের গোড়াই চারুচন্দ্র, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে "ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা শ্রীমান বাবাজীবনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, চারুচন্দ্রকে আর কিছু দিন ভারত সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু চারুচন্দ্রের অদৃষ্টে নাকি কষ্ট আছে, তাই গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে সম্মত হইলেন না। চারুচন্দ্র বেচারাকে আবার সেই স্কুল মাষ্টারি করিয়া খাইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রীমানের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এত দিন চারুচন্দ্র হয়ত সরকারের ব্যয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্র যাত্রার আয়োজন করিতেন। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"।

বচন

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, শ্রীমান নটন বাবাজীবন তোমাদের কিরূপ হিতৈষী। অতবড় নামজাদা ব্যারিষ্টার নর্টন, তিনি যে সকল প্রমাণকে অকাট্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, জজ সাহেব কোন্ হিসাবে যে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, তাহা আমাদের মত স্থূলবুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারে না। বাবাজীবন যে কিরূপ নিঃস্বার্থ "এম্পায়ারের" প্রতিনিধির সহিত কথা বার্ত্তায় তিনি স্বমুখেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ ও ভারতহিতৈষী মহা-পুরুষ যাহাতে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় হন, সে বিষয়ে তোমরা একটু, চেষ্টা করিও। পূর্ব্বে শ্রীমান যখন কংগ্রেসে ছিলেন, তখন দেশের লোকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পায় নাই, এখন ত তোমরা পরিচয় পাইলে, এই বার নষ্টরত্নের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হও।

দেখ ভায়া, কাল সহকারে সকলেরই উন্নতি হয়; কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতে পার না বলিয়া কেবল বৃথা চীৎকার কর। এই দেখ না কেন আজকাল ডাকাতদের কত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের সে কালের বাগদী, চাঁড়াল, ডোমেরা ডাকাত হইত মাথায় ঝাঁকড়া চুল রাখিত, উলঙ্গপ্রায় হইয়া মুখে কালী মাখিয়া গৃহস্থের বাটীতে ডাকাতি করিতে যাইত। আর এখনকার ডাকাতেরা দিব্য টেরি কাটিয়া, কামিজ গায়ে, বুট পায়ে, এসেন্স মাখিয়া, ইংরাজি বলিতে বলিতে লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যায়। তোমরা এ উন্নতি বুঝিতে পার না বটে, কিন্তু পুলিশ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই কোথাও ডাকাতি হইলে আর তাহারা ভীষণ-দর্শন ইতর শ্রেণীর

লোকের বাটী খানাতল্লাসী করে না, এখন তাহারা শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর বাটী খানাতল্লাসী করে। তোমরা ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক নিয়ম জান না অথচ পুলিশের নামে দোষ দাও, রাজপুরুষগণের নামে দোষ দাও। ইতি।

২৭শে বৈশাখ সোমবার ১৩১৬ সাল।

---

(৫৮)

সম্পাদক ভায়া,

স্রোত যে ফিরিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? এত দিন প্রবল বেগে জুয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমুনার জল যেরূপ উজান বহিত, সেইরূপ কোন অজ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া দেশের শান্তিরক্ষার স্রোত উজান বহিতেছিল। যেদিক হইতে স্রোত স্বভাবতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার বিপরীত হইলেই উজান স্রোত বলে। এত-দিন শান্তিরক্ষকেরা শান্তিভঙ্গ করিয়া অশান্তির আকরস্বরূপ হইয়া-ছিল, কিন্তু এখন বুঝি সেই বংশীধ্বনি থামিয়াছে, তাই স্রোত আর উজান বহে না।

বিজয়লক্ষ্মী যখন যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন আর তাহার কোথাও পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে না; সে যে কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করে সেই কার্য্যে হাজার হাজার টাকা লাভ করিয়া প্রশংসাভাজন হয়। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যখন কৃপাবিতরণে কাতরা হন, তখন লোকে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারে না। আমার বোধ হয় পুলিশের প্রতি এতদিন বিজয়লক্ষ্মী অনুগ্রহ করিতেছিলেন, তাই সকল ক্ষেত্রেই পুলিশের জয়জয়কার হইতেছিল। দেখ না কেন চিৎপুরের অত বড় একটা দাঙ্গার প্রধান নায়ক হইয়াও পুলিশ ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের কেমন প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। যে সময় তোমরা আশা করিতেছিলে যে, বার্ষিক শাসন বিবরণীতে হয় ত সার ফ্রেজার পুলিশের পৃষ্ঠদেশে সুতীব্র কষাঘাত করিবেন, সেই সময় তিনি তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া কত প্রশংসাই না করিলেন!

সকলই কালের ধর্ম্ম। এখন সার ফ্রেজারের কাল নাই, সুতরাং পুলিশের সেরূপ আদর আর কে করিবে? এখন দেখিতেছি চারিদিকেই পুলিশের নিন্দা। মহকুমার হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত এক সুরে পুলিশের দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুলিশ অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া যে সকল মোকদ্দমা সাজাইয়া গুছাইয়াছিল, তাহা বিচারকগণ এক কথাতেই শরতের মেঘের ন্যায় উড়াইয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া আমার মনে হয় যে, পুলিশের সেই উজানবহা ভাগ্যস্রোত বুঝি আর নাই। অদৃষ্টের জোর থাকিলে কি আজ পুলিশকে এরূপ কলঙ্কিত হইতে হইত?

ব্লক্কের

আহা ! বড় দুঃখ হয় আমার এণ্ডরু ফ্রেজারের জন্য। ভায়া এখন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিসে ভারতবাসীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ করিবার জন্য আমেরিকার গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; হাজার হউক বাপের বেটা! পিতা ছিলেন পাদ্রি পুত্র কি সহজে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাই তিনি ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার আশায় আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তাঁহার বড় সাধের বঙ্গ দেশের অতি বড় সাধের পুলিশের যে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন? কৃষ্ণ-বিরহে গোকুল অন্ধকার হইয়াছিল আর ফ্রেজার-কৃষ্ণের বিরহে বঙ্গের পুলিশ-গোকুল অন্ধপ্রায় হইয়া কেবল বঁধুর গুণ স্মরণ করিতেছে।

---*---

পুলিশের এই দুরদৃষ্টের লক্ষণ কেবল যে বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা নহে, বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ যেমন কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়াছে, পুলিশের দুর্নামও সেইরূপ এই কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া এক দিকে লক্ষ্মৌ, অন্যদিকে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতার হাইকোর্টের বিচার-পতিরা ত পুলিশের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, মান্দ্রাজ কিন্তু এই ব্যাপারে কলিকাতাকেও হারাইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর হাইকোর্টের বিচারপতি পুলিশ চালানি আসামীদিগকে ছাড়িয়া

দিয়া পুলিশকেই চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোথায় রাম রাজা হবে, না, চৌদ্দবৎসর বনবাস? কোথায় ত্রিবাঙ্কুরের পুলিশ প্রকাণ্ড একটা দাঙ্গায় ৬২ জন আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিবে, না, একেবারে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি? পুলিশের রাম উল্টা বুঝিয়াছে সন্দেহ নাই।

---*---

ভায়া, সত্য কথা বলিতে কি, পুলিশের এই কলঙ্ক ঘোষণায় আমার তত কষ্ট হয় নাই, যত কষ্ট হইয়াছে তোমাদের হেয়ার ষ্ট্রীটের সুযোগ্য সহযোগী "ইংলিশম্যানের" দুর্দ্দশা দেখিয়া। বেচারা পুলিশের কাটাকাণ ছেঁড়া চুলে ঢাকা দিতে গিয়া আপনার নাক ও কাণ দুই কাটিয়া ফেলিয়াছে। "ইংলিশম্যান" সত্যসত্যই নাক কাণ কাটা সূর্পণখা হইয়াছে। "ইংলিশম্যান" পুলিশের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য আর্ত্তনাদে সাহেবপাড়া প্রতিধ্বনিত করিতেছেন বটে, কিন্তু পুলিশের নষ্টপ্রেষ্টিজের উদ্ধারসাধন ত হইলই না অধিকন্তু তাঁহার নিজের প্রেষ্টিজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। লোকে আপনার নাক কাণ কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করে; কিন্তু, "ইংলিশম্যান" কাহারও যাত্রা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না, মাঝে হইতে আপনার নাক কাণ কাটিয়া বসিয়া রহিলেন। ইতি।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩১৬।

---*---

(৫৯)

সম্পাদক ভায়া,

তোমরা সময় নাই, অসময় নাই, তোমাদের হেয়ার ষ্ট্রীটের সহ-যোগী ইংলিশম্যানকে গালি দিতে ছাড় না। কিন্তু "ইংলিশম্যান" যখন একটা ভাল কথা বলেন, তখন তাঁহার সুখ্যাতি কর না কেন? এ কাজটা তোমাদের ভাল হইতেছে না।

গত বৃহস্পতিবারের "ইংলিশম্যানে" দেখিলাম যে, তোমাদের সহ-যোগা এ দেশের রেলপথ সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রেল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিলক্ষণ এক প্রস্ত গালিবর্ষণ করিয়াছেন। ইংলিশম্যানের এই কার্য্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ঐ প্রবন্ধে "ইংলিশম্যান" প্রথমে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সকল গুলির আমি সমর্থন করিতে পারি না। "ইংলিশম্যান" বলিয়াছেন যে, লর্ড কর্জ্জনের আদেশে এখন প্রত্যেক ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য সুপেয় নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রতেক ষ্টেশনেই উপাদেয় মিষ্টান্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, লর্ড কর্জ্জন এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রত্যেক রেল

কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। বোধ হয় ইংলিশম্যান অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, যখন লর্ড কর্জ্জনের অনুরোধ তখন সে অনুরোধ নিশ্চিতই রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে "ইংলিশম্যানের" অনুমান ভ্রমসঙ্কুল হইলেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের লাঞ্ছনার বিষয় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নহে। এ বিষয়ে তোমাদের সহযোগী যেরূপ ন্যায়পরতা ও অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যদি সকল বিষয়ে সেইরূপ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তোমরা "ইংলিশম্যনকে" গালি দিবার সুযোগ পাইতে না, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইংলিশম্যানের অদৃষ্টে নাকি তোমাদের সুমধুর গালি লাভ আছে, তাই তিনি এই সকল জনহিতকর ব্যাপারের আলোচনা না করিয়া কেবল বাবু ডাকাতের অনুসরণে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। "ইংলিশম্যান" যদি বাবু ডাকাতের পরিবর্ত্তে রেলযাত্রীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ হয় সন্দেহ নাই।

ভায়া লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লি মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া তোমরা রাগ করিতেছ কেন? তোমরা যদি স্থির ভাবে দুইটা বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমরা এই ব্যবস্থায় কখনও বিরক্তি

প্রকাশ করিতে পার না। প্রথমতঃ তোমরা ভাবিয়া দেখ দেখি, যে, এই যে সংস্কার হইতেছে, ইহা প্রধানতঃ কোন্ শ্রেণীর চেষ্টার ফল, হিন্দুর না মুসলমানের। যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনকার্য্যের সংস্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই সকল কারণ হিন্দু সমাজ হইতে উৎপন্ন না মুসলমান সমাজ হইতে উৎপন্ন? এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুর চেষ্টায়, হিন্দুর আন্দোলনে, গবর্ণমেণ্ট এই সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। হিন্দু চেষ্টা করিয়া যে সংস্কার আমদানি করিয়াছে মুসলমান যদি তাহার ফতভোগী হয় তাহা হইলে হিন্দুর দুঃখ করিবার ত কোন কারণই নাই, বরং আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

---*---

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন, "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" দরিদ্রকে ধন দান কর, ধনবানকে দান করিও না। সংস্কারই বল আর যাহাই বল, সকলই রাজার দান। রাজ-যোগ্য পাত্রেই দান করিতেছেন। তিনি যদি হিন্দুকে দানের যোগ্য কৃপার যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুর জন্যও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতেন। রাজপুরুষেরা বুঝিয়াছেন যে, হিন্দু নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, সুতরাং তাহাকে সাহায্য না করিলে ক্ষতি নাই। মুসলমান এখনও "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিতেছে, এখন তাহাকে না ধরিলে পড়িয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা যদি মুসলমানকে হাঁটাইবার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন,

তাহা হইলে হিন্দুর ক্রোধ কি বিরক্তি প্রকাশ করা কি ভাল? লাউ গাছ কুমড়া গাছের জন্যই লোকে মাচা বাঁধিয়া দেয়, আম, কাঁঠাল, ঝাউ, দেবদারু গাছের জন্য কেহ মাচা বাঁধে না। কেহ এই সকল মহীরুহের উপর মাচা বাঁধিয়া দিলে, বৃক্ষগুলি সেই মাচার উপর শাখা প্রশাখা বিস্তার করে না, সবেগে উঠিবার সময় মাচাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিতে থাকে। তরুবর অন্যলতার আশ্রয় হয়, কোমল লতার ন্যায় অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করে না।

---*---

তবে একটা এই যে, লতাই বল আর তরুই বল, যত দিন ছোট থাকে, ততদিন গরু বাছুরের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। লতাগুলি বড় হইলে তাহার জন্য মাচা বাঁধিতে হয়। কিন্তু বৃক্ষগুলি বড় হইলে তাহার জন্য আর কিছুই করিতে হয় না। রাজপুরুষগণ যতদিন ভারতবাসীকে শিশু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন,তত দিন তাহাদিগকে বেড়ার আড়ালে রাখিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভারতবাসী আর শিশু নহে আর তাহাদিগকে বেড়ার] আড়ালে রাখিবার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য পুরাতন বেড়া ভাঙ্গিয়া এখন মুসলমানের জন্য মাচা বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসলমান যে লতা জাতিয়, সার ফুলার তাহা রাজাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মুসলমান যে দিন বুঝিতে পারিবে সে লাউ কুমড়ার মত কোমল লতা জাতীয় নহে, হিন্দুর ন্যায় সেও সগর্ব্বে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইতে পারে, তখন সে কি আর মাচার আশ্রয় থাকিবে? কখনই নহে।

তখন সে রাজাকে বলিবে, "আমার মাচার প্রয়োজন নাই, আমি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার, চাইনা, আমি হিন্দুর ন্যায় নিজের যোগ্যতা নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। "এ বৃদ্ধ" কি সে শুভদিন দেখিতে পাইবে?

দেখ ভায়া, এখনকার পুলিশের অত্যাচার ও হাইকোর্টের সুবিচার দেখিয়া আমার বাল্যকালের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আমরা তখন কলেজে মহাকবি মিল্টনের "প্যারাডাইজলষ্ট" পড়িতাম। আমাদের অধ্যাপকটি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। একদিন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "সয়তান যদি ঈশ্বরের সহিত শত্রুতাই করিতেছে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টিই বা করিলেন কেন আর তাহার সংহার সাধন করিয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন নাই বা কেন?" উত্তরে সাহেব বলিলেন "ইহাও লীলাময়ের এক লীলা। তিনি অবশ্য পূর্ব্বে জানিতেন যে, সয়তান তাঁহার শত্রু হইবে এবং তাহার সৃষ্ট জগতের অনিষ্ট সাধন করিবে। কিন্তু তিনি মনে করিলেন যে, আমি যদি সয়তানকে মারিয়া ফেলি, তাহা হইলে লোকে আমার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে কিরূপে? সয়তানের কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যের তুলনা করিলে তবে ত মানব ঈশ্বরের দয়া বুঝিতে পারিবে?" সাহেবের এ যুক্তি আমরা তখন ভাল বুঝিতে পারি নাই, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। তোমরা বল "হে দয়াময় গবর্ণমেণ্ট তুমি পুলিশের শাসন কর।" গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই

পুলিশকে শাসন করিতে পারেন বটে,, কিন্তু তাহা হইলে তোমরা গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ বিচার মহিমা বুঝিবে কিরূপে? খৃষ্টানের ঈশ্বর যেরূপ যিশু খৃষ্টের সাহায্যে সয়তানের প্রতিপত্তি নাশের ব্যবস্থা করিয়া যিশুর মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন, আমাদের গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ হাইকোর্টের সাহায্যে পুলিশের দৌরাত্ম্য হ্রাস করিয়া হাইকোর্টের মহিমা প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট সয়তান যেরূপ ঈশ্বরের জগতে গোলযোগ ঘটায়, গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট পুলিশও সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে। সকলই লীলাময়ের ইচ্ছা। ইতি

১০ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩১৬।

সমাপ্ত।

